অক্ষয়কুমার বড়ালের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

অক্ষয়কুমার বড়ালের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

চঞ্চলকুমার ব্রহ্ম
-সম্পাদিত

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

১
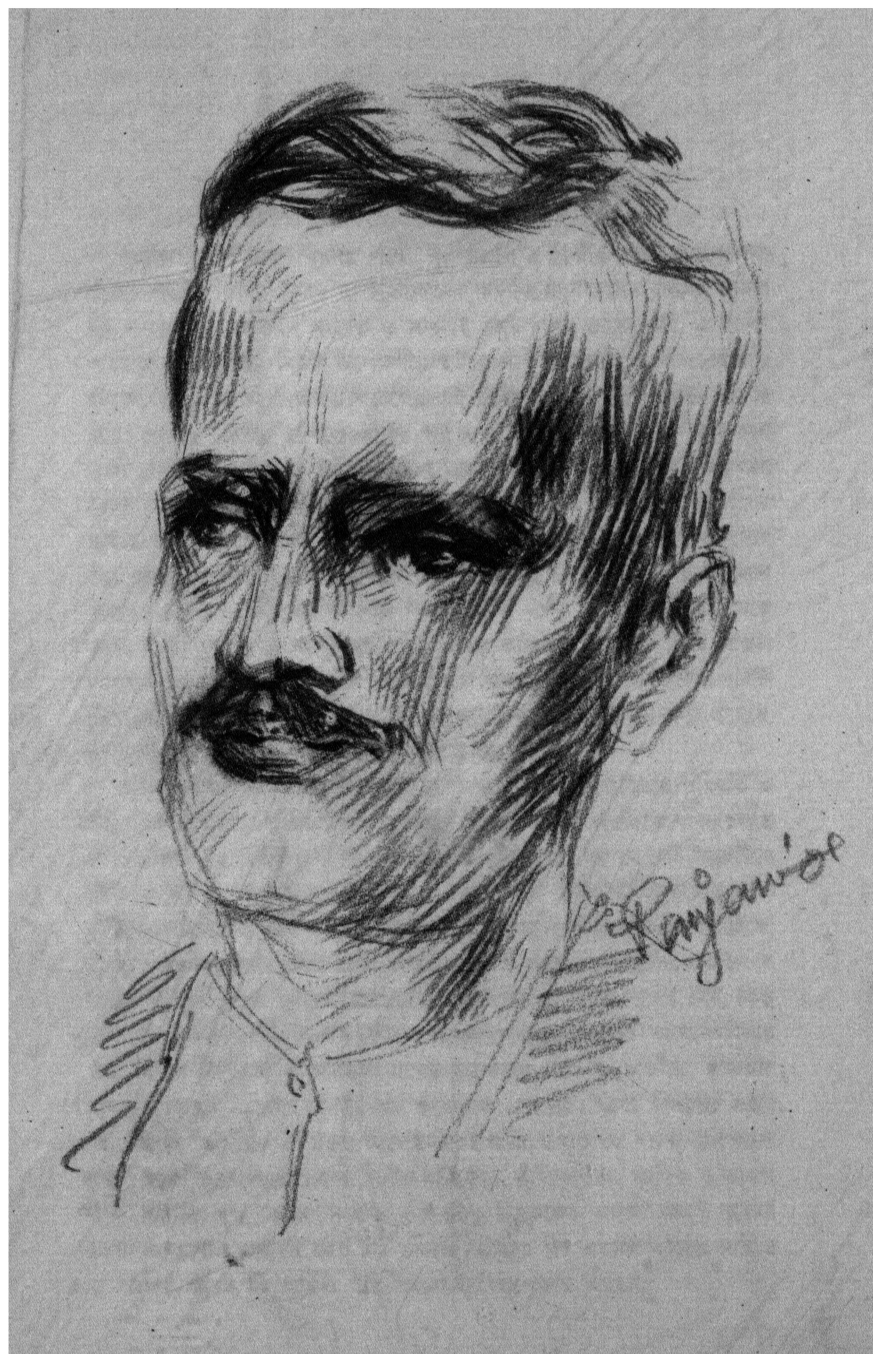
'আজি সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে "কনকাঞ্জলি"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বাঙালি কবির সুনাম বা সমালোচনা কর্ণ-বিনোদন মাত্র। বাঙলা ভাষার এই তপস্যাকাল। সুতরাং সংহতি ও সাধনাই শ্রেয় পথ। ভরসা করি, এ আত্ম-পরিমার্জনা বন্ধুবর্গের নিকট উপেক্ষণীয় হইবে না।' আঠেরোশো সাতানব্বইয়ে বইয়ের ভূমিকায় লেখা অক্ষয় বড়ালের এই উক্তি অনেকটা ছিলে-কাটা গহনার মতো, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে একের পর এক আলো পড়তে থাকে তখনকার বাংলা কবিতার আবহ ও কবির নিজের মনের অনেক গহন লোকে। একপাশ থেকে অথবা সিধে দৃষ্টিতে দেখলে যা ধরা পড়ে তা এ-উক্তির তাৎপর্যের সামান্য অংশ মাত্র। কবিতা-বিমুখ পাঠকের বিরুদ্ধে কবির চিরকালের অনুযোগ তো রয়েছেই, হয়তো তারও পেছনে লুকিয়ে আছে জ্যোতির্ময় রবির আলোয় ম্রিয়মাণ নক্ষত্রের অনুচ্চার নিরাশা। কিন্তু সেটাও শেষ কথা নয়। একই সঙ্গে আছে কবির প্রত্যয়ের অঙ্গীকার এবং বাংলা কবিতার ইতিহাস নিয়ে একটা বিশেষ চেতনা। আবার দৃষ্টিকোণ বদল করলে অক্ষয় বড়ালের কবিজীবনে একটা বিবর্তনের আভাসও মিলবে এখানেই। যে আত্ম-পরিমার্জনার কথা বলা হয়েছে, তাও তাঁর কবিমানসের একটা বিশিষ্টতার ইঙ্গিত দেয়।

অক্ষয় বড়াল যখন লিখতে শুরু করেন তখনকার বাংলা কবিতায় পরিণতি ও বৈচিত্র্যের একেবারে অভাব ছিলো তা নয়। কবিতার অঙ্গনে একদিকে তখন চলছে কোদণ্ড-টঙ্কার, অন্যদিকে চুপিসারে সুরবালাদের আনাগোনা। তবু যে সেই সময়টিকে তাঁর তপস্যাকাল বলে মনে হয়েছে তার কারণ, দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ঐতিহ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি পছন্দ করেছিলেন বিহারীলালের গীতিকবিতার ধারাটিকে, যাতে সম্ভাবনা যতোটা ছিলো সিদ্ধি তখনো ততোটা আসেনি। বিহারীলালের প্রভাব অক্ষয় বড়ালের ওপর রবীন্দ্রনাথের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর খুঁজে নেবার ইতিবৃত্ত অনেক বেশি কৌতূহলের। বাংলা কবিতায় তাঁর সিদ্ধির বিশিষ্টতা ও গরিমাও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবনীয়। সমসময় অক্ষয় বড়ালকে একেবারেই উপেক্ষা করেছিলো, তা নয়। 'এষা' বিদগ্ধের নজর কেড়েছিলো। তবু প্রায় সব মন্তব্য-আলোচনাকেই কবির তথাকথিত বক্তব্য বা দর্শনের আশেপাশেই ঘুরতে দেখি। কাব্যশৈলীর অভিনবত্ব, গীতিকবিতার আঙ্গিক ও ভাষার মধ্যে মননের সূক্ষ্ম জটিল সংহতি এবং কিছু চিত্রকল্পের আশ্চর্য জমাট ব্যঞ্জনা কারো মনোযোগ আকর্ষণ করে নি। তখনও না, তার পর এতাবৎ কালের মধ্যেও না। অক্ষয় বড়াল কি আজও তাঁর সমানধর্মার অপেক্ষায় আছেন?

কবি-প্রতিভা উন্মেষের বয়সে বিহারীলালের বাড়িতে যাতায়াত ছিলো রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দুজনেরই। "সারদামঙ্গল" এর কবির প্রবল টান যে অক্ষয় বড়ালের ওপর পড়বে সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে সতীর্থ রবীন্দ্রনাথের* একটি পার্শ্বটানও মাঝে মাঝেই পড়েছে তাঁর ওপর, এটা তাঁর সমসাময়িক কেউ কেউ লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এই দুই টানকেই প্রতিহত করে তিনি একটি স্বকীয় কক্ষপথ তৈরি করে নিয়েছেন প্রকান্ড নিষ্ঠা ও নিজের প্রতি বিশ্বস্ততার জোরে। বিহারীলালের প্রভাব তিনি এমন ভাবে আত্মসাৎ করেছেন যে শেষপর্যন্ত তা উত্তরাধিকারে রূপান্তরিত হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কখনো কখনো বিক্ষিপ্ত করলেও তাঁকে তিনি পাশ কাটিয়ে যেতে পেরেছেন। প্রেম ও কবিতা-সম্পর্কিত কবিতায়, বিশেষত কবিতা ও প্রেয়সীর অদ্বৈত কল্পনায় অক্ষয়কুমার যুবক রবীন্দ্রনাথের সমধর্মা। কিন্তু এ-অনুভূতিকে বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক বলা চলে না। তাছাড়া অক্ষয়কুমারের কবিতায় বিষয়টির যে পরিণতি ঘটেছে তাও রবীন্দ্রনাথের থেকে আলাদা। কাজেই অধমর্ণতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আর যে সংহতি-সাধনার সংকল্প করছেন অক্ষয় বড়াল "কনকাঞ্জলি"র ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত লাইন কটিতে, তা কি গভীরতর অর্থে বিহারীলালের কাব্য-মেজাজ ও অভ্যাসের বিপরীতে যাত্রা নয়? গুরুর কাছে পাওয়া ভাববাদের উত্তরাধিকারটুকু বজায় রেখেও অক্ষয়কুমার তাঁকে ছাড়িয়ে চলে গেছেন অন্য পথে।

এই গতি ও উত্তরণের গুরুত্ব অক্ষয় বড়ালের কবিজীবনে যতোটা, বাংলা কবিতার ইতিহাসে তার থেকে কম নয়। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে যাবার আগে এটা লক্ষণীয় যে এই বিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর কবিতার জগতে একটা স্থিতি ও অপরিবর্তনের ভাব আছে। কিছু বিষয়-অনুভূতি-মোটিফ, এমনকি চিত্রকল্পও সে-জগতের স্থায়ী লক্ষণ। তাদেরই আশ্রয় করে তাঁর চেতনার উন্মেষ, তাদের ঘিরেই তা আবর্তিত হয়েছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এই জন্যেই জীবনের একেবারে শেষদিকে পৌঁছেও তিনি অনায়াসে প্রথম জীবনে লেখা কবিতার পরিমার্জনা করতে পেরেছেন, নিজের ফেলে-আসা জীবনের ভাষাকে অন্য কারো অথবা নিজেরই জন্মান্তরের লেখা বলে মনে হয়নি, রবীন্দ্রনাথের মতো। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি যতোই সংহত ও প্রগাঢ় হয়ে উঠুক না কেন, একটা সুনির্দিষ্ট অনুভূতির বৃত্তের মধ্যেই তাঁর কবিতা ঘোরা ফেরা করেছে। ব্যক্তিগত জীবনের এক প্রচন্ড দুঃখের আঘাতে সেই বৃত্তের পরিসর যখন হঠাৎ অনেকটা বেড়ে যায়, তখনো তাঁর কাব্য-রীতি বা মানস-প্রক্রিয়ায় কোন আমূল পরিবর্তন ঘটে নি। এ ব্যাপারে প্রচলিত মতের বিরোধিতা করেই এটা বলা দরকার।

অক্ষয় বড়ালের অনুভূতি যে শুধু সরল বা হালকা ছিলো তা বলা চলে না। প্রথম বই "প্রদীপ"-এই তিনি 'হৃদয়-সংগ্রাম' বা 'কামে-প্রেমে'র মতো জটিল অনুভূ

* "প্রদীপ" ১ম সংস্করণের একটি কবিতা 'অদৃষ্ট বালিকা'র (পরবর্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত) শিরোনাম ব্যাখ্যা করতে অক্ষয়কুমার পাদটীকায় ভুল করে লিখেছিলেন 'জ্যেষ্ঠ কবি-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ইহাঁকে অনন্ত-দোসর বলেন।' প্রকৃতপক্ষে অক্ষয়কুমারই এক বছরের বড়ো। কিন্তু এই ভুল হওয়াটাই কি দুজনের সম্পর্কের মধ্যে এক আইরনির ইঙ্গিত দেয় না?

কবিতা লিখেছেন। আসলে তাঁর মনে সরল ও জটিল অনুভূতির একটা সহাবস্থান ছিলো। একই বিষয়কে (যেমন প্রেম) ঘিরে তাঁর অনুভূতি একই সময়ে দুটি আলাদা স্তরে চলতে পারতো। কবি নিজেই কিন্তু এ-ব্যাপারে পাঠককে সতর্ক করেছিলেন—

বুঝাইয়া কি দিব তোমারে?
জীবন নহে তো সমভূমি
দেখিয়া লইবে একেবারে। ('তর্কে')

তাঁর সব কবিতার বইয়েই একই সঙ্গে আলাদা চরিত্রের কবিতার দেখা মেলে। বিভিন্ন বই থেকে এদের এক জায়গার জড়ো করে আলাদা আলাদা গুচ্ছ করে নিলে ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

· এই গ্রন্থিবন্ধনের তাৎপর্য সম্বন্ধে অক্ষয় বড়াল নিজেও সচেতন ছিলেন। "প্রদীপ" এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'সাজাইবার গুণে গীতিকবিতাবলীতেই বেশ একখানি কাব্যের আভাস বা হৃদয়ের একটি ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এবার একটু সেরকম চেষ্টাও করিয়াছি।' সৃষ্টির ভেতরের তাৎপর্য স্রষ্টার নিজের কাছেও সবটা পরিষ্কার না হতে পারে। তাই দেখি একই কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে কবিতার গুচ্ছগুলো বারবার পাল্টে যাচ্ছে, এক গুচ্ছের কবিতা চলে যাচ্ছে অন্য গুচ্ছে। কখনো এক বইয়ে সংকলিত কবিতাও চলে যাচ্ছে অন্য বইয়ে। আগের সংস্করণের কবিতা পরের সংস্করণে বেমালুম বাদ দেওয়ার অভ্যাসও তাঁর ছিল। বাদ পড়া কবিতা যে সব-সময় নিকৃষ্ট, তাও নয়। তার ওপর আছে কবিতার নিরন্তর পরিশোধন যাকে তিনি মনে করেছেন আত্মপরিমার্জনা। কোন সংস্করণে কবিতা সাজিয়েছেন প্রেম, প্রকৃতি, কবিতার মতো বিষয় ধরে ধরে, কখনো তাদের অনুভূতি-অনুযায়ী অন্য রকম ভাগ করেছেন। তাছাড়া রচনাকালের মনের ছাপ অক্ষয় বড়াল কি সত্যিই অবিকৃত থাকতে দিয়েছেন কোন বইয়ে? জীবনের শেষদিকে "প্রদীপ" -এর তৃতীয় সংস্করণে যখন যোগ করেন 'আমার এ কাব্যে' বা 'কবিতা বিদায়'-এর মতো অনেক পরবর্তীকালের লেখা, তখন বুঝি বিষয়ী নয়, বিষয়ই তাঁর কাছে বেশি গুরু। বিভিন্ন সংস্করণে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর উপ-শিরোনামগুলোর দিকে তাকালেই দেখি অক্ষয় বড়াল 'গীতিকবিতাবলী'র বিচ্ছিন্নতা থেকে 'গীতিকাব্যে'র অখণ্ডতায় উঠে আসতে চাইছেন। অর্থাৎ, খণ্ড খণ্ড কবিতা সাজিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি ধরার চেষ্টা। তাহলে এই সাজানোর মধ্যে এতো অস্থিরতা কেন। বারবার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজিয়ে নিজের মনকেই যেন বুঝে নিতে চেয়েছেন। "কনকাঞ্জলি" দ্বিতীয় সংস্করণের শিরোলেখ হিসেবে যে বাক্যটি ব্যবহার করেছিলেন সেটি এক অর্থে তাঁর স্বীকারোক্তি—'Express thyself, and 'twill a riddle be.'। এই ধাঁধা ভেদ করতে কবির সারা জীবনের রচনা থেকে কিছু পুনরাবৃত্ত ভাবনা-অনুভূতির ছাঁদ, কিছু বহু-ব্যবহৃত মোটিফ, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ও স্তরভেদ অনুযায়ী গুচ্ছ করে নেওয়াটাই অনেক বেশি লাভজনক। তাই এই বইয়ে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থমালার কাব্যগ্রন্থ-অনুযায়ী কবিতা সংকলনের রীতির বদলে সেই নীতিই নেওয়া হয়েছে।

"এষা"য় পৌঁছোনোর আগে পর্যন্ত অক্ষয় বড়ালের কবিতার বিষয় আপাতদৃষ্টিতে প্রথার বাইরে যায় নি। রমণী, প্রেম, প্রকৃতি ও গার্হস্থ্য জীবনের সুনির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যেই তা ঘোরাফেরা করেছে। এবং সন্দেহ নেই এই সব বিষয় আশ্রয় করে যে-অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তার একটা অংশও প্রথাবাহিত। কিন্তু তারই পাশাপাশি আরেক ধরনের অনুভূতির অভিজ্ঞতা পাই যেখানে তাঁর অবিশ্বাস্য নিজস্বতা ধরা পড়েছে। ওপরের বিষয়গুলোর প্রায় প্রত্যেকটা ঘিরেই তাঁর অনুভূতি দুটো স্তরে বিচরণ করে, দ্বিতীয়টিতে তিনি অসম্ভব মৌলিক।

তাঁকে প্রচলিত অর্থে প্রেমের কবি বা প্রকৃতির বা গার্হস্থ্যাশ্রমের কবি বললে যথেষ্ট হয় না, কবিতাই তাঁর প্রকৃত বিষয়। কবিতার স্বতন্ত্র প্রতিভা ও কবিসত্তার প্রকৃতি নিয়ে অক্ষয় বড়ালের বিশেষ ভাবনা ছিলো। সারা জীবন ধরে তিনি বারবার এই বিষয়টিকে স্পর্শ করেছেন, কখনো সরাসরি, কখনো তির্যকভাবে। ক্রমশ এটি তাঁর কবিতার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে, অন্য বিষয়গুলো—রমণী, প্রেম, প্রকৃতি, তাঁর অস্তিত্বও জড়িয়ে গিয়েছে এর সঙ্গে। তাই অক্ষয় বড়ালের কবিতার নিজস্ব জগতে প্রবেশ করার চাবিকাঠি আছে এখানেই। প্রথম দিকে যখন জগতের অপার সৌন্দর্যের উদ্ভাসনকেই কবিতার দায় বলে নির্দেশিত করেছিলেন এবং প্রদীপের উপমায় তা প্রকাশ করেছিলেন, অথবা 'আমরা স্বপনে মাতি / জগতে স্বপনে গাঁথি' বলে কবির দায়িত্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তখন অনায়াসেই তাঁর সম্বন্ধে বলা চলতো—মোহিতলাল যেমন বলেছিলেন—'কবি যে পেলব সূক্ষ্ম রসমূর্ছনায় নব্য গীতিকাব্যে একটি নতুন সুর যোজনা করিয়াছিলেন তাহা জাতির নহে, যুগের ; সে কাব্য কল্পনায় বড় নহে—দৃষ্টি-সৃষ্টির যাদুশক্তি তাহাতে নাই।' পরবর্তীকালে যখন তাঁর কবিতা-ভাবনা গভীরতর হয়েছে তখনও কিন্তু এই পর্যায়ের কবিতাগুলোকে তিনি একেবারে বাদ দেন নি।

"ভুল"-এর 'এ কি ঝটিকার খেলা হৃদয়ে আমার'-এ, "শঙ্খ"-এর নাম-কবিতা 'হৃদয়শঙ্খ'তেও অক্ষয় বড়াল যুগের চেতনা ছাড়িয়ে বেশিদূর যান নি। কিন্তু 'প্রতিভার উদ্বোধন' ও 'প্রতিভার নিবর্তন'-এ তাঁর ভাবনা ক্রমশ মৌলিক হয়ে উঠেছে। কবিপ্রতিভার উন্মেষ ও সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে রবীন্দ্রনাথ "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় যেমন করে দেখেছিলেন, অক্ষয় বড়ালের দৃষ্টি তার থেকে শুধু আলাদাই নয়, তাঁর প্রেক্ষাপট বিস্তৃততর। কবির কল্পনা বিধাতার সৃজনী শক্তিরই প্রতিরূপ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতেও যার শেষ হয় নি—'সমাপ্ত বিধির সৃষ্টি-ক্রিয়া, অসমাপ্ত সৃজন-কল্পনা।' সেই আদি কল্পনার রেশটুকু দিয়ে কবি মরলোকে অমরার মহিমা আনার চেষ্টায় রত। তবে এর চেয়েও মৌলিক ভাবনার স্পর্শ পাই প্রথম কবিতাটির শেষে, যখন সৃজনী-কল্পনাই রূপান্তরিত হয়ে যায় প্রেমে—

লয়ে এস— সে আদি কল্পনা,
  সুখে দুঃখে মরণে নির্ভয়,
সে অব্যক্ত আনন্দ-বেদনা,
  সেই প্রেম—অনাদি অক্ষয়।

আরো কৌতূহলের ঘটনা ঘটতে দেখি দ্বিতীয় কবিতার শেষে যেখানে প্রতিভার উন্মেষ ও অবসান জড়িয়ে যায় শুধু প্রেমেই নয়, ব্যক্তি-কবির জীবনে যৌবন-বার্ধক্যের ভাঁটার সঙ্গে--

কোথা সেই যৌবন নবীন?
পড়িছে প্রৌঢ়ের দীর্ঘশ্বাস।

কবিতা-রমণীর প্রতিমা বহুচর্চিত, প্রথাবাহিত। রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী'ও ("সোনার তরী") 'কবিতা, কল্পনালতা।' কিন্তু অক্ষয় বড়ালের কবিতা-প্রতিমা একটা অভিকেন্দ্রের মতো, যেখানে তাঁর কবিতার অন্য সমস্ত বিষয়, রমণী, প্রেম, প্রকৃতি, কবির জীবনও কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তাঁর সারা জীবনের কবিতা জুড়ে আছে মর ও অমরীর দ্বৈতের কথা। কবির কল্পনা যদি হয় এ-দুয়ের মধ্যে মেলবন্ধনের সেতু, তবে রমণী, প্রেম, প্রকৃতিও তাই। নারী 'বিধাতার মহাকাব্য', সসীমে অসীমে সম্মিলনী', রমণীর প্রেম আনে 'মর জড়ে অমর মহিমা।' ব্যাপক অর্থে প্রেমও তাঁর চোখে 'সাধনার মহামন্ত্র—অমরার দ্বার।' প্রকৃতির মধ্যেও কবি পান অমর্তের স্পর্শ—'এখনো দেবতা-আঁখি জাগিয়া আকাশে, / এখনো দেবতা-শ্বাস ভাসিছে বাতাসে।' তাই যেদিক দিয়েই অক্ষয় বড়াল জীবনকে অনুভবের চেষ্টা করুন না কেন, তিনি এসে পৌঁছোন কবিতায়, তাঁর সমস্ত জগৎ ও জীবনই হয়ে উঠেছে 'কবিতা-কল্পনাকৃতি' ('অবশিষ্ট')। বিষয়গুলো আলাদা নয়, যেন একই সত্যের বিভিন্ন মুখ। কবিতার আসাযাওয়াকে কবি যেন অস্থি-মজ্জায় অনুভব করেন, তাঁরই জীবনের ছন্দের সঙ্গে জড়িয়ে যায় কবিতা। তাঁর যৌবনের উচ্ছলতার সঙ্গে কবিতার উদ্বেলতার যোগ যেমন অঙ্গাঙ্গী, তেমনি বার্ধক্যের শিথিলতা আর কল্পনার মন্থরতাও হয়ে ওঠে সমার্থক। এমন ইঙ্গিতও রয়েছে কিছু কবিতায় ('কবিতা-বিদায়', 'আমি সে প্রণয়ী?') যে কবিতা নিঠুরা ছলনাময়ী, তার সঙ্গে সাময়িক সংযোগ শুধু জীবনের উর্ধ্বক্ষণে সে চিরযৌবনময়ী, কিন্তু সেবক কবির যৌবনকে সে নিশ্চিত বা স্থায়ী ক[illegible] না, বরং অনিবার্য ছেড়ে যায়, রেখে যায় বার্ধক্য, যা একই সঙ্গে জীবন ও কল্পনার অক্ষমতা। যখন জীবনের পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখেন, তখন সে-প্রার্থনাও কবিতারই কাছে—

হে কবিত্ব, এস ঘুরে
এ বার্ধক্য ভেঙে চুরে,—
শত গানে, শত সুরে, শত কল্পনায়!
ঘুচে যাক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব,
ঘুচে যাক ভালো-মন্দ,
ঘুচে যাক জন্ম-মৃত্যু—প্রেম-মহিমায়!

৩

সৃষ্টির প্রক্রিয়া নিয়ে আরো একটি মোটিফ অক্ষয় বড়ালের নিজস্ব। সেটি হলো ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা সামান্য বিপর্যাস ঘটানো যার ফলে পরিচিত জগতের ওপর একটা অপরিচয়ের ছাপ পড়ে। এই অপরিচিতের আভাস নিয়ে

যায় জগদতিরিক্ত লোকে। 'মিলনে' বা 'এখনো রজনী আছে'তে দুই লোকের নিবিড় কোলাকুলি, ইন্দ্রিয়-চেতনার দ্বিধা অনিশ্চয়তার ছাঁদে যে ইন্দ্রজাল তৈরি করেছে, তা রবীন্দ্রনাথেও খুব সুলভ নয়। প্রকৃতি, প্রেম, কবিতা যাই অক্ষয়কুমারের অভিজ্ঞতার বিষয় বা আশ্রয় হোক না কেন তা সততই এমন একটা আয়তন সৃষ্টি করছে যেখানে বাস্তবের ওপর একটা মায়াবী আলো এসে পড়ে। একই সঙ্গে সময়ের গতি হয় স্তব্ধ নয়তো শ্লথ হয়ে আসে। তাই 'অলস স্বপন জাল', 'আবছা -জাল', বা 'দূর স্বপ্ন-জাল' অথবা 'ঘোর-ঘোর ছবি' তাঁর অভিজ্ঞতার সবচেয়ে পরিচিত উপমা। সে-অভিজ্ঞতার আসন পাতা হয় অলস জোছনাময়ী নিথর যামিনীতে, অথবা উষায় যখন 'ধরা যেন ঋষি-স্বপ্ন—মদির মধুর।' কখনো বা শ্রাবণের জলভরা কালো মেঘের নিচে যখন,

তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই ;   দেহ আছে, মন নাই ;
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন ;

অথবা নিঝুম মধ্যাহ্ন-কালে। 'দূর মাঠ পানে চেয়ে /চেয়ে-চেয়ে, শুধু চেয়ে/ রয়েছি পড়িয়া'র পুনরাবৃত্ত অসমাপিকায় দীর্ঘায়ত হয় একটি পরম মুহূর্ত। 'উষা' বা 'শ্রাবণে'র মতো কবিতায় আপাতদৃষ্টিতে যাকে বহমান বর্ণনার ছাঁদ বলে মনে হয় তাও আসলে সময়কে স্তব্ধ করে নেয়। সে বর্ণনার গতি সামনের দিকে নয়, বরং বৃত্তাকার।

বাস্তবকে এমন করে কল্পনায় রূপান্তরিত করে নেওয়া রোমান্টিক মানসিকতার সাধারণ গুণ, এমন করেই রোমান্টিক কবি তৈরি করে নেন প্রত্যক্ষ বাস্তবের ওপরে এক পরম বাস্তব। অক্ষয় বড়ালের কবিতায় এই অলস, ছায়াছায়া, আপাতদৃষ্টিতে শমিত ইন্দ্রিয়চেতনার জগৎটাই দৃষ্টিকে অবারিত করে। যা সাধারণত চোখে পড়ে না তাও ধরা পড়ে এই পরিবর্ত অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে। 'মিলনে' বা 'এখনো রজনী আছে'তে যে জগতের ছায়া পড়েছিলো এমন সব মুহূর্তে, 'অপরাহ্নে' তার অভাবও ধরিয়ে দেয় এমনই কিছু মুহূর্ত, মন উতলা হয় পূর্ণতার জন্য—

জীবনের এই আধখানা,
দরশ পরশাতীত আশা -
এ রহস্যে কোন অর্থ নাই?
এ কি শুধু ভাবহীন ভাষা!

প্রেমের সাময়িক অপূর্ণতাও একই ভাবে পূর্ণতার অঙ্গীকার করে—

বুঝি না সঞ্চারী পরে
স্থায়ি-রস মূর্তি ধরে ;
অসীম মিলন স্ফুরে সমীম বিচ্ছেদে। [আসি তবে]

৪

বাংলা কবিতার ইতিহাসে অক্ষয় বড়াল প্রেমের কবি বলেই চিহ্নিত। এমন বর্ণনা প্রকৃত পক্ষে সুনির্দিষ্ট করতে গিয়ে সীমায়িত করে ফেলে। তাঁর প্রেম-চেতনায় কিছু বিশিষ্টতা আছে, তা শুধু ললিতের সাধনা নয়, রীতিমতো বিক্ষুব্ধ ও দ্বন্দ্বময়। যে

প্রেম তাঁর ঈপ্সিত, 'মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, শিরায় শিরায়' মিলন তা আসলে উচ্চতম সাধনা—

দেব-ত্যক্ত ধরাতলে নরকের কোলাহলে
সেই ঋষি-আশীর্বাদ, দেব-কণ্ঠহার!
সাধনার মহামন্ত্র—অমরার দ্বার।

কিন্তু সে-প্রেম কোথায়? অক্ষয় বড়ালের প্রেম-ভাবনা তাই নসটালজিয়া-মাখানো। দৈহিক কামনা এই প্রেম-অনুভবের পক্ষে অসূক্ষ্ম, ক্ষণস্থায়ী, 'তুচ্ছ কুতূহল ইহা, সময়-যাপন'। কেননা কামনার অন্তে আছে ক্লীবতা, ঔদাসীন্য :

সারাটা জীবন মম, পঠিত গ্রন্থের সম.
ফেলে দিলে তৃপ্ত হয়ে, তাচ্ছল্য করিয়া।

লাইনগুলোর গভীরে যে যৌন মিলনের চিত্রকল্প আছে তার তির্যক সূক্ষ্মতায় বিস্মিত হতে হয়, যদিও এমন সূক্ষ্মতাই তাঁর চিত্রকল্পের সবচেয়ে লক্ষণীয় সম্পদ।

অক্ষয় বড়াল কখনো প্রেমকে কাম-অতিরিক্ত অনুভবে খুঁজেছেন বটে—'বিরহ-মথিত প্রেম, / অনল-কষিত হেম'—কিন্তু এ-উচ্চারণে নিজস্বতা কম, মূলত তা বৈষ্ণব ঐতিহ্যেরই ধারাবাহী। তাঁর প্রেমচেতনায় তীব্রতার কোন অভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে অনুভূতির এক প্রচন্ড তীব্রতাই তাঁর ভাববাদী প্রেমকে বায়বীয়তা থেকে উত্তীর্ণ করেছে। যদিও তাঁর প্রেম-উচ্চারণের সবটুকুই পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, নারীর দিক থেকে তিনি ভাবেননি বড়ো একটা, তবু নারী ও পুরুষের পৃথক সত্তা নিয়ে তাঁর একটা সামগ্রিক ভাবনা ছিলো। বিচ্ছিন্নতা আনে বিক্ষোভ, 'বুকে এ বাড়ব-দাহ', আর আনে অভাব-বোধ যে অভাব-বোধই আনে মিলনের আকাঙ্ক্ষা

প্রেম তো আপনি চায় প্রেমাস্পদে মিশে যেতে
অসহ্য হইয়া আপনায় ;

এমন আকাঙ্ক্ষার পেছনে নিশ্চয়ই স্বার্থ আছে, কিন্তু এ-স্বার্থসিদ্ধি গৌরবের। 'হৃদয়-সংগ্রাম'-এ যে সর্বাত্মক স্বার্থ-সংঘাতের (সে সংঘাত শুধু দাম্পত্য সম্পর্কেই বদ্ধ নয়) কথা আছে, তা যে শেষ পর্যন্ত ডি. এইচ. লরেনসের নারী-পুরুষের সম্পর্ক-ভাবনার মতো নিষ্করুণ ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে না, তার কারণ এই স্বার্থ-সন্ধান আসলে 'জীবনের চিরজন্মগত স্বার্থরোগ' জয় করারই পথ। তাই অক্ষয় বড়াল যখন বলতে পারেন,

শুন তবে রমণীরে বলি আজ গর্বভরে—
এ প্রণয় স্বার্থ শূন্য নয় ;

—তখনই বুঝি বিহারীলালের 'অগ্নিভরা, বিষভরা, / রে রে স্বার্থভরা ধরা।' (বঙ্গসুন্দরী) থেকে তিনি কতোদূর এগিয়ে এসেছেন। এখানেই তিনি পরিপূর্ণ মৌলিক, তুলনায় 'অভেদে-প্রভেদ' কবিতায় হর-গৌরীর নিহিত প্রতিমাও প্রচলিত দর্শনের কাব্যায়ন।

অক্ষয় বড়ালের রমণী-চেতনাও যথেষ্ট কৌতূহলের। এমন ধারণাই প্রচলিত যে অক্ষয় বড়াল নারীর পূজক, প্রেমিক নন, তাঁর নারীও রক্তমাংসের সঙ্গিনী নয়

একটা আদর্শই শুধু। এই অভিযোগের অর্থ হতে পারে এই যে, তাঁর কবিতায় প্রেমের দুর্দান্ত আবেগ পাই না, তার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক নেই, নারীকে ঈশ্বরী করে তোলাতেই তার তৃপ্তি। এ সমস্ত ধারণাই পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। এ কথা ঠিক, অক্ষয় বড়ালে দেহবর্ণনা নেই। "কড়ি ও কোমল" এ 'চুম্বন', 'স্তন', 'বিবসনা' বা 'দেহের মিলন'-এর মতো কবিতা লিখে পঁচিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ তখনকার যৌন ব্যাপারে শুচিবাইগ্রস্ত বাঙালি-সমাজে অনেক বেশি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্দম আবেগের ছবি অক্ষয় বড়াল কখনো আঁকেননি বলে যারা মনে করেন তাঁদের ভুল থেকে নেওয়া 'চুম্বন', 'আলিঙ্গন' ও 'দম্পতির নিদ্রা' পড়তে অনুরোধ করি। 'আলিঙ্গন'-এ পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনের আহ্বান যদি কিছুটা ধরতাই ও নিরুত্তাপ মনে হয়, তবে বিশেষ করে 'চুম্বন'-এর শেষ ছ'লাইন আবার পড়তে বলি। প্রথম আট লাইনের খেয়ালি কল্পনা ছাড়িয়ে এই উপমার সারিতে এসে কবিতাটা হঠাৎ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'চুম্বন'ই অনেক বেশি অবাস্তব। সরাসরি দেহের মিলনের কথা না বলেও অক্ষয়কুমার 'দম্পতির নিদ্রা'য় যে অসম্ভব সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছিলেন,

সুরে সুরে মিলে গেলে, কেবা যন্ত্রী হয়ে
দূরেতে থাকিতে পারে, নিজ যন্ত্র লয়ে!

তাতে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছেছিলেন আরো অনেক পরে, "কল্পনা"র 'স্বপ্ন'-এ :'দ্বীপ দ্বারপাশে / কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে। / শিপ্রা নদী তীরে / আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।'

নারী শুধুই একটা আদর্শের প্রতীক, এও কি সত্যি? অক্ষয় বড়ালের কবিতায় নারী বিচিত্ররূপিণী, কখনো নিষ্ঠুরা, মমত্বহীন, কখনো চপলা, কখনো ছলনাময়ী, আবার কখনো বিক্ষুব্ধ জীবনে শান্তির দূতী, পূর্ণতার প্রতীক— মরলোককে অমরার দীপ্তি দেয় এই নারী। তাঁর নারী-চেতনা একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা, বাস্তব থেকে আদর্শে, আদর্শ থেকে বাস্তবে, সংস্কার থেকে দর্শনে এবং তার বিপরীতে অনায়াসে ওঠানামা করেছে। এ-অবস্থায় মিলন শুধু দৈহিক হতে পারে না, তা আত্মিক ও প্রতীকীও বটে। অক্ষয় বড়ালের কবিতায় নারী ঠিক রহস্যময়ী নয়, কিন্তু নারীর দুটি বিপরীত সত্তা তাঁর চেতনায় জড়িয়ে আছে। তার একটির জন্ম যদি হয়ে থাকে উত্তুঙ্গ ভাববাদে, তবে অন্যটির মূলে আছে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা। তা না হলে 'আহ্বান' কবিতার উঁচু স্বরগ্রামের মধ্যেই হঠাৎ 'এস দেবী, এস দাসী'র মতো কূটাভাস পেতাম কি? এমন চেতনা যে আকস্মিক নয় তা বুঝি যখন "এষা"য় এসে আবার তার দেখা পাই—'কি ছিলে আমার তুমি—প্রেয়সী না ক্রীতদাসী?' (মৃত্যু ৪)। "এষা"য় পৌঁছোবার আগে কবির নারীচেতনাকে বাস্তবের সম্পর্কহীন ভাবার যদি বা অবকাশ ছিলো, "এষা"য় এসে তাও আর থাকে না। নারীকে নিয়ে কবির ভাববাদী কল্পনা গার্হস্থ্যে অবনমনের সঙ্গে সঙ্গে ধূলিসাৎ হয় নি। দীর্ঘ কবিতা হিসেবে "এষা"র একটা বড়ো সাফল্য এই যে তা গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যেই নারীর ভাববাদী মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

"এষা"য় অক্ষয় বড়ালের কবিতার দুটো মূল ধারার সঙ্গম ঘটেছে। তাঁর কবিতায় গার্হস্থ্য কবিতার ধারাটিকে গৌণ বা নগণ্য মনে করলে বিরাট ভুল হবে। গার্হস্থ্য কবিতার ধারার পেছনে যে প্রকৃত ও বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত গুরু বিহারীলালের প্রচ্ছায়া থেকে বাইরে এনেছে। বাংলা কবিতার পরবর্তী বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থানও ভুলে যাওয়া চলে না। অক্ষয়-রবীন্দ্র-দেবেন সেনের অব্যবহিত পরবর্তী প্রজন্মের কবিতায় এই গার্হস্থ্য ধারাটি বেশ গতিময়। বিশেষত জীবনের ছোটোখাটো ট্র্যাজেডি, অকালমৃত্যু, নির্জনতা-ইত্যাদি নিয়ে ঈষৎ ভাবালু কবিতা সেই সময়ের বাঙালির মানসিকতার সঙ্গে আশ্চর্য রকম খাপ খেয়েছিলো। সাধারণভাবে এঁদের 'রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ' বলতেই আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিচার করলে এটা ধরা পড়তে দেরি হয় না, এঁদের গার্হস্থ্যাশ্রমের কবিতার যে বিশেষ আবেগ ও স্বাদ তার উৎস রবীন্দ্রনাথে নেই। যতীন্দ্রমোহনের 'অন্ধবধূ' বা 'দিদিহারা'র প্রত্ন-প্রতিমা পাওয়া যাবে অক্ষয় বড়ালের 'শিশুহারা', 'বালবিধবা' বা 'বিপত্নীক'-এর মতো কবিতায়। দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য-বিষাদ-বিচ্ছেদ, তার সঙ্গে গুরুজন ও শিশুর সহ-অস্তিত্বের কখনো করুণ, কখনো হাস্যোজ্জ্বল আভাস, সব মিলিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ সংসারচিত্র অক্ষয় বড়ালের নিজস্ব দান।

৫

"এষা"কে শুধু পত্নীবিলাপ বা শোকসংগীত বললে যে ভুল হয়, দার্শনিক কবিতা বললেও তাই। ব্যক্তিগত জীবনে মৃত্যুর অভিঘাত থেকে শুরু করে এ কবিতা ক্রমশই জীবন-মৃত্যুর রহস্য অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়ায় শোক থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের একটা তীব্র অভিজ্ঞতায় কবিতার শুরু এবং ক্রমশ দার্শনিক চিন্তার পথে এগোলেও কোন সময়েই তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে খুব দূরে সরে যায় নি বা নির্বস্তুক হয়ে ওঠে নি। বাস্তব অভিজ্ঞতার শক্ত খুঁটিকে ঘুরে ঘুরেই তা আবর্তিত হয়েছে। এখানে শোকানুভূতির গতি একই সঙ্গে সরলরৈখিক ও চক্রাকার। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাৎক্ষণিক অনুভূতির কবিতাও রয়েছে, ক্রমশ শোকের ধাতস্থ হয়ে আসার অনুভূতিও আছে। তবু স্মৃতি এসে মাঝে-মাঝেই বিহ্বল করে যায় সত্তাকে। আপ্ত সান্ত্বনার বাণীর ফাঁকি ধরা পড়ে নিজের অনুভূতির কষ্টিপাথরে। ক্রমশ মৃত্যু. অশৌচ, শোকের স্তর পেরিয়ে কবি অর্জন করেছেন তাঁর নিজস্ব সান্ত্বনার সূত্র। তাই "এষা" শুধু শোকগাথা নয়, "এষা" একটা অন্বেষণ।

খুব অল্প-সময়ের ব্যবধানে পরপর স্ত্রীবিয়োগ হয় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অক্ষয় বড়ালের। দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ" ও অক্ষয় বড়ালের "এষা"র মধ্যে একটা তুলনার ঝোঁক তাই সহজেই এসে পড়ে। সমসাময়িক সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, সে-সময় "এষা"রই গরিমা ছিলো বেশি। এখনকার পাঠক হয়তো "স্মরণ"এই বেশি আলোড়িত। কিন্তু অক্ষয় বড়ালের পক্ষে সওয়াল করা এখনো সম্ভব। প্রথমত তাঁর কবিতার পরিধি অনেক বড়ো। তিনি মৃত্যুকে শুধু দুটি

মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ হিসেবে ভাবেন নি, বরং জীবন ও সংসারের বিরাট প্রেক্ষাপটে ফেলে দেখেছেন। "এষা"র দ্বিতীয় সংস্করণের জন্যে লেখা চমৎকার একটি ভূমিকায় বিপিনচন্দ্র পাল লক্ষ করেছিলেন, কিভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাহত মধুর রস ছড়িয়ে গিয়েছে বাৎসল্যে। "এষা"য় তিনি পেয়েছিলেন একটা সামগ্রিক কারুণ্যের ছবি, যা তিনি পাননি টেনিসনের "ইন মেমোরিয়ম"-এ, কালিদাসের 'রতিবিলাপ'-এ, বেহুলার গানে অথবা রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ"-এ। শুধু নিজের শোকদগ্ধ অন্তরের ছবিই নয়, সমস্ত পরিবার-পরিজনের মর্মবেদনাও মিশেছে এই করুণ রসে। (মৃত্যু ৬, 'শিশু আজ সন্ধ্যাবেলা') এর ফলেই "এষা"য় শোকের একটা উদ্বর্তন ঘটেছে।

আরো একটা জিনিস বিপিন পালের চোখ এড়ায় নি। অক্ষয় বড়াল জীবনমৃত্যুর শুভ-অশুভের সমস্যাকে তন্নতন্ন করে নেড়েচেড়ে দেখেছেন ব্যক্তিগত অনুভূতিকে অবলম্বন করেই, কোন তত্ত্বদর্শন বা প্রচলিত ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে শোককে অতিক্রম করার চেষ্টা করেন নি। আক্রোশ, অবিশ্বাস, শ্লেষ ও প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে অন্বেষণ করেছেন নিজের প্রত্যয়ের ভূমি। কখনো মৃত্যু এসে টলিয়ে দেয় শুভবোধ :

এই কি এ জগতের শুভ বিবর্তন?
এই হাড়ে হাড়ে শোক
দেখাবে কি পুণ্যালোক?
ভূমিকম্প-ঘূর্ণ্যবাত্যা কি করে সাধন?

তবু প্রাণকে জড়জগতে ক্ষণিক সংযোজন বলে মানতে চায় না মন :

প্রীতি, স্মৃতি, ভাবনা, কল্পনা,
সকলি কি ক্ষণিক ছলনা—
অলীক স্বপন?

এ-চেতনা হয়তো নতুন কিছু নয়। কিন্তু মৃত্যুই শেষ হতে পারে না এই বিশ্বাস তাঁকে আরো গভীর সংকটের মুখে এনেছে। ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে কবির মানবিকতাবাদের যে সংঘাত ঘটেছে তা বিশ্বাস ও অস্তিত্বের মূল ধরে টান দিয়েছে, ফলে এক অসম্ভব আর্তি উঠতে দেখি কবিতা থেকে,

দেবলোকে দেবত্ব লভিয়া
সে কি গেছে দেবত্বে ডুবিয়া?
সে নাই 'সে' আর?
জ্যোতির মণ্ডলে বসি—বসি,
সে কি আর উঠে না নিঃশ্বসি,
স্মরি গৃহ তার?

শেষ পর্যন্ত অক্ষয় বড়াল ঠিক ধর্মীয় না হলেও জীবন-মৃত্যুর একটা অধ্যাত্ম ব্যাখ্যাতেই সুস্থিত হয়েছেন। শোক-দুঃখ-মৃত্যু মানুষের উত্তরণেরই স্তর, নারী-প্রেম ভগবৎ-প্রেমেরই প্রতিবিম্ব :

সে ছিল তোমারি ছায়া—
তোমারি প্রেমের মায়া।
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ।

কবিতা, প্রেম, জীবন নিয়ে তাঁর যে বিস্ময়কর কেন্দ্রীভূত চেতনার পরিচয় পেয়েছি তাতে এখন ভগবৎ-প্রেমের একটি আয়তনও মিশেছে। যে প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছেন—'ভাঙিতে গড়নি প্রেম, ওহে প্রেমময়' তা উত্তরাধিকারসূত্রে বা সহজজ্ঞানে পাওয়া নয়, দ্বন্দ্বসংকুল পথে অর্জিত। এলিঅটের মতো অক্ষয় বড়ালও বলতে পারতেন,

Consequently I rejoice, having to construct something
Upon which to rejoice. ['Ash Wednesday']

বাংলা কবিতায় এর মৌলিকতা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়নি।

যথেষ্ট স্বীকৃতি মেলে নি গীতিকবিতার ভাষায় মননের দাঢ্য আনার ব্যাপারে তাঁর অবিশ্বাস্য সিদ্ধিরও। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের উচ্ছলতা, চিত্রকল্পের বর্ণাঢ্যতা অক্ষয় বড়ালে নেই। কিন্তু যে সংহতি সাধনা তিনি "কনকাঞ্জলি" দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় অঙ্গীকার করেছিলেন তা "এষা"য় এক প্রগাঢ় ভাষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, যা গীতিকবিতার ভাষার স্বাভাবিক সাবলীলতাকে কিছুমাত্র বিপর্যস্ত না করেও দার্শনিক চিন্তা ও যুক্তি-তর্ক প্রকাশ করতে সক্ষম। অল্প কথার মধ্যে বিরাট ব্যঞ্জনা সংহত করে নেবার ক্ষমতা আছে এই ভাষায় :

আদি নাই, অন্ত নাই যার—
কভু সত্য হয় মধ্য তার?

অথচ কখনোই তা কবিতার স্বভাব-বিচ্যুত হয় নি :

নিশ্চয় আছেন এক জন।
যে অর্থ আমরা বুঝি, যে অর্থে তাঁহারে খুঁজি,
হয়ত তেমন তিনি নন।
কত দূরে সূর্যকায়া— জলে পড়িয়াছে ছায়া,
ছায়ামাত্র করি নিরীক্ষণ!

চিত্রকল্পের মধ্যেও মাঝে-মাঝেই এক অবিশ্বাস্য জটিল ব্যঞ্জনা জমাট হয়ে আছে। "এষা"র 'উপহার' কবিতায় যখন তিনি লেখেন—

তুমি কেন—পৌর্ণমাসী,
আবার উদিছ আসি
দুঃখ শিরে-শিরে করি কৌমুদী-বিস্তার।

যথেষ্ট সূক্ষ্ম সংবেদন নিয়ে সাড়া দিলে তবেই ধরা পড়বে কেমন করে কবি জীবনের চোরা দুঃখগুলোকে অন্ধকারে ডুবে থাকা পাহাড়ের চুড়োর সঙ্গে তুলনা করছেন—যার ওপরে পূর্ণিমা-চাঁদের আলো এসে পড়ছে, একে-একে তাদের জাগিয়ে তুলছে।

'পান্থ'এ এসে কবির ভাষা ও চিত্রকল্পের এই মিতবাচিতা এক অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্যে পরিণত হয়েছে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আগে আর কোন বাঙালি কবি তা অর্জন করেন নি। প্রথম যৌবনের উদ্বেলতার উপমা হিসেবে যখন তৈরি করেন এই চিত্রকল্প :

আনন্দ উল্লাসে

জগৎ উঠিল দুলি আশা-পদ্মপাতে!

তখন কতো সহজেই দর্শনেন্দ্রিয়-বেদ্য অনুভূতির মধ্যে জড়িয়ে যায় বহুস্তরী ব্যঞ্জনা। অনভ্যস্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে হঠাৎ উথলে ওঠা পারিপার্শ্বিক ভোলানো আবেগ যেমন মিশেছে, তেমনি তার সঙ্গে রয়েছে সেই যৌবনের অস্থিরতা ও ক্ষণস্থায়িত্বের বোধ। উদ্‌বোধিত জটিল অনুভূতির কিছুটা নির্বস্তুকও বটে, কেননা তা জীবনের অনিশ্চয়তার প্রচলিত উপমা 'পদ্মপাতায় জল'-এর অনুষঙ্গের ওপর নির্ভরশীল।

'পান্থ'কে অনুবাদ না মৌলিক কবিতা বলবো তা নিয়ে কিছু সংশয় থাকতে পারে। সাধারণভাবে অক্ষয় বড়াল মূল কবিতাকে শুধু প্রস্থান-বিন্দুর মতো ব্যবহার করতেন। তাঁর করা অনুবাদ সবসময়ই কোন মূল 'অবলম্বনে' রচিত বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। 'পান্থ' তার চেয়েও অনেক জটিল। লক্ষ করলে দেখি এ-কবিতা কখনো ফিজেরাল্ডের লেখাকে খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করেছে, আবার কখনো স্বাধীন ও মৌলিক হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে ওমর খৈয়ামের জীবন-দর্শন অক্ষয় বড়ালের ধাতস্থ হবার কথা নয়। তবু যে তিনি জীবনের শেষদিকে হঠাৎ এই কবিতার ভাবানুবাদে নামলেন তার কারণ খৈয়ামের কিছু অনুভূতি, যেমন সময়ের দুর্নিবার গতি, জীবন-যৌবনের দ্রুত অবসান, আসন্ন মৃত্যুর ছায়া—অক্ষয় বড়ালের সে-সময়ের মানসিকতায় নিশ্চয় কিছু সমবেদী অনুরণন তুলেছিলো। তাই 'পান্থ'র কিছু স্তবক হঠাৎ আশ্চর্য জ্বলে ওঠে। ওমর খৈয়ামের নয়, তাঁরই নিজস্ব উপমা-চিত্রকল্পে ধরা পড়ে তাঁরই সত্তার আর্তি, যেন কবিরই আসন্ন মৃত্যুর ছায়া দীর্ঘ হয়ে উঠছে :

শীতের সায়াহ্নে আজ আঁধার আকাশ,
শূন্যমনে শুনিতেছি আপন নিঃশ্বাস।
নদীপারে ডাকে চখা হারায়ে সঙ্গিনী,
শুষ্ক তরু-শাখে-শাখে কাঁদিছে বাতাস!

বিশুষ্ক কমল-দল, পিক ভগ্নস্বর ;
তরু শ্যাম-পত্রহীন, অরণ্য ধূসর ;
আসিছে দুরন্ত শীত, হে শান্ত পথিক,
উঠ-উঠ, গৃহমধ্যে চল অতঃপর!

এমন একজন কবির পুনর্মূল্যায়নের দাবী আমরা আর কতোদিন উপেক্ষা করবো?

১৫ জানুয়ারি, ২০০২ — চঞ্চলকুমার ব্রহ্ম

সূ চি প ত্র

কবি ও কবিতা

রমণী, তোমারে চেয়ে

বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব

কাব্যে মোর সর্বস্ব জড়ায়ে

প্রেম দ্বন্দ্বময়

গার্হস্থ্য

নেত্র-নীরে ইন্দ্রধনু

কবিতা

আহা, প্রাণারাম কিবা নির্মল উজ্জ্বল বিভা
চারি দিকে খেলিছে তোমার,
ছড়াইছে সৌন্দর্য অপার!
ও আলোকে মুগ্ধ হিয়া, দিগ্বিদিক্ হারাইয়া,
বিহ্বল—পাগল কোথাকার—
দেখ, দেখ, কি আনন্দ তার!
একটা প্রদীপ লয়ে ছুটে আসে ব্যস্ত হয়ে,
গরবে বলিয়া বার বার,—
'এই লও, ধর উপহার!'

(প্রদীপ)

কবিত্ব

একবার নারী তব প্রেম-মুখ হেরি,
আর বার প্রকৃতির শ্যাম বুক হেরি,
মনে হয়—দুই জনে দুখানি মেঘের মতো
রহিয়াছ জগতেরে ঘেরি।
আমি তোমাদের মাঝে একটি বিদ্যুৎ মতো
তোমাদের মাঝখানে চকিতে জ্বলিয়া
মিশায়ে—মিলায়ে, যাই মিশিয়া—মিলিয়া!

(প্রদীপ ২য় সং)

কবি

সরল-হৃদয় কবি—
যেখানে মাধুরী-ছবি,
সেখানে আকুল।
পূর্ণিমায় নদীকূলে,
উষালোকে তরুমূলে
কত বকে ভুল।

প্রজাপতি, মৃগ-আঁখি,
ফুলে অলি, ডালে পাখি,
গাছে গাছে ফুল,
দুলে লতা তরু-বুকে,
চকাচকি মুখে-মুখে—
দেখিলে ব্যাকুল।

রমণী, তোমারে চেয়ে,
ভেবো না, কি গেল গেয়ে,
কি বকিল ভুল!
সরল-হৃদয় কবি—
যেখানে মাধুরী-ছবি,
সেখানে আকুল।

(কনকাঞ্জলি)

গীতি-কবিতা

ক্ষুদ্র বন-ফুল-বাসে,
সারাটা বসন্ত ভাসে ;
ক্ষুদ্র ঊর্মি-মূলে বুলে প্রলয়-প্লাবন
ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে,
চির-উষা জেগে আছে ;
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন।

ক্ষুদ্র বৃষ্টি-কণা-বলে
সপ্ত পারাবার চলে ;

ক্ষুদ্র বালুকায় গড়ে নিত্য মহাদেশ ;
ক্ষুদ্র বিহগের সুরে
ষড়-ঋতু-চক্র ঘুরে ;
ক্ষুদ্র বালিকার চুম্বে স্বরগ-আবেশ।

ক্ষুদ্র মণি-কণিকায়
খনির মহিমা ভায় ;
ক্ষুদ্র মুকুতার গায় সাগর-মাধুরী ;
পল অনুপল 'পরে
মহাকাল ক্রীড়া করে ;
অণু-পরমাণু-স্তরে ব্রহ্মার চাতুরী।

হৃদয়টা ভেঙে টুটে,
এক বিন্দু অশ্রু ফুটে ;
ক্ষুদ্র এক নাভি-শ্বাসে সারা প্রাণ ভরা ;
ক্ষুদ্র কুশ-কাশ-মূলে
অতল-অনল দুলে ;
ক্ষুদ্র নীহারিকা-কোলে শত শত ধরা।

তপন—বিশ্বের রাগ,
বুকে কলঙ্কের দাগ ;
সদা নিষ্কলঙ্ক-রূপা চকিতা হ্লাদিনী ;
নর-কণ্ঠে বিষ ঝরে,
অমৃত শিশুর স্বরে ;
নিটোল শিশির-কণা, বন্ধুরা মেদিনী।

(প্রদীপ ২য় সংস্করণ)

তর্কে

অবস্থার শিখরে উঠিয়া,
অবস্থার গহ্বরে লুটিয়া,
বুঝিয়াছি আমি যাহা, তর্কে কি বুঝাব তাহা?
প্রকৃতির জড়পিণ্ড তুমি—
বুঝাইয়া কি দিব তোমারে?
জীবন নহে তো সমভূমি
দেখিয়া লইবে একেবারে।

(প্রদীপ ২য় সংস্করণ)

রোগে যশোলিপ্সা

রে কল্পনে, উড়াইয়া আনিলি কোথায়?
  একি সর্বভেদী শূন্য চারি দিকে চেয়ে!
জমিয়া যেতেছে রক্ত শিরায় শিরায়,
  হৃদয় ঘর্ঘরি ওঠে শ্বসিতে না পেয়ে।
এই ভীষণতা-বুকে এমনি করিয়া,
  অনিচ্ছায়, অতৃপ্তিতে, নিয়তির ঘায়,
এমনি ভীষণ হয়ে যাব কি মরিয়া?—
  কেহ জানিবে না আর কে ছিল কোথায়!

এ আমার যতনের সত্ত্বা এক কণা,
  মিলিতে কি না পারিয়া—মিলিবারে গিয়া,
  ঘুরিতে ঘুরিতে পুনঃ যাবে না ফিরিয়া
জগতের আকাশে কি?—ছিল এক জনা
  জগতের শিশুদের দিতে কি জানায়ে?
  কল্পনে, কোথায় পুনঃ আনিলি নামায়ে?

(প্রদীপ ২য় সং)

ত্রয়ী

জীবনের এ সংগীত পবিত্র মহান্—
প্রতিজনে করিতেছে সতত আহ্বান!
    তবু নর অন্য মনে
    তুচ্ছ সুখ-দুঃখ গণে,
প্রাণপণে রুদ্ধ করি নিজ মনঃপ্রাণ!
    ক্ষণ-তরে স্বার্থ ভুলি
    হৃদি-শঙ্খ লহ তুলি,
শুন, কি ওঙ্কার-ধ্বনি বিশ্ব কম্পমান!
    কি ধীর গভীর শব্দ—
    ধরণী ধূসর স্তব্ধ,
সুর-নর থর-থর—নাহি পরিত্রাণ!
    মূর্ছিত মলিন ভানু,
    শ্লথ অণু-পরমাণু,

বাজিছে পিনাকি-করে প্রলয়-বিষাণ!
জীবনের এ সংগীত পবিত্র মহান্।

১

জীবনের এ সংগীত পবিত্র ভীষণ
ডাকিতেছে জনে জনে গর্জি অনুক্ষণ!
তবু নর, এ কি ভ্রান্তি,
লয়ে ক্ষুদ্র কড়া-ক্রান্তি
লয়ে ক্ষুদ্র দ্বেষ গর্ব, সদা জ্বালাতন!
যেন মত্ত দৈত্য সবে
মাতিয়াছে রণোৎসবে—
দেব-নর-রক্তে বিশ্ব রক্তিম বরণ!
কুল-কুণ্ডলিনী মা গো,
উঠ—উঠ, জাগো—জাগো,
এসো—এসো সহস্রারে, রক্ষ ত্রিভুবন!
এসো রণে, কপালিনী—
কালভয়-নিবারিণী!
মুক্তকেশী, উলঙ্গিনী, পদে ত্রিলোচন!
জীবনের এ সংগীত পবিত্র ভীষণ।

২

জীবনের এ সংগীত পবিত্র মধুর—
বেহাগে আলাপে কার বাঁশরি সুদূর!
আবেশে অবশ প্রাণ,
মুদে আসে দু-নয়ান,
ঘুমে আলু-থালু ধব্যা,—সোহাগে বিধুর।
পাপিয়া ডাকিয়া সারা,
যমুনা আপনা-হারা,
কানন কুসুমে ভরা, পবন মেদুর।
এ অলস-জাগরণে
পড়িয়া পড়ে না মনে—
দেখি-দেখি-দেখি-না সে বদন বঁধুর!
আকুল ব্যাকুল আশা,
কি পিপাসা—নাহি ভাষা!
হৃদয় ভ্রমিছে কোথা—কোন স্বর্গ দূর।
জীবনের এ সংগীত পবিত্র মধুর।

৩

জীবনের এ সংগীত পবিত্র সুন্দর—
প্রকৃতির অসংবৃত বক্ষঃ-নীলাম্বর!
সুমেরু-চুচুক-পাশে
সুকুমারী উষা হাসে ;
বিসর্পী হোমাগ্নি-ধূমে মরুত কাতর।
তুষার, নীবার দলি
ঋষিকন্যা যায় চলি ;
চরে সরস্বতী-তটে কপিলা নধর।
আহরি সমিধ-ভার
আসে শিষ্য সুকুমার ;
যজ্ঞ-কুণ্ডে ঢালে হবিঃ ঋত্বিক ভাস্বর।
সোমগন্ধে সামছন্দে
নামিছেন কি আনন্দে
অরুণ বরুণ ইন্দ্র উজ্জ্বলি অম্বর!
জীবনের এ সংগীত পবিত্র সুন্দর

(শঙ্খ)

উপহার

গীত-অবশেষে নিঃশ্বসিল কবি
বল কি গায়িব আর—
মরমের গান ফুটিল না ভাষে,
বাজিল না হৃদি-তার!

চিত্র-অবশেষে সজল নয়নে
চিত্রকর শূন্যে চায়—
হৃদয়ের ছবি উঠিল না পটে,
জীবন বৃথায় যায়!

প্রিয়ার সম্ভাষে বিহ্বল প্রেমিক,
এ কি অদৃষ্টের ছলা—
কত ভেবেছিল, কত বুঝেছিল,
কিছুই হল না বলা!

(প্রদীপ ২য় সংস্করণ)

কবি ও নায়িকা

তুমি আমি কত ভিন্ন, কতই অন্তরে!
তুমি—সৌন্দর্যের স্ফূর্তি, কল্পনা-বাহিনী,
ছায়াময়ী, মায়াময়ী, স্বপন-মোহিনী,
স্বরগের প্রতিরূপা কবিত্ব-অক্ষরে।
আমি—নিরাশার মূর্তি, মরণ-দোসর,
দুরদৃষ্ট সনে বাঁধা সহস্র বন্ধনে ;
অনুদিন অনুক্ষণ আপন ক্রন্দনে
হেরি আপনার সত্ত্বা, সন্তপ্ত কাতর।

এত ভিন্ন, এত দূরে,—তবু দু-জনায়
অনন্ত সম্বন্ধে বদ্ধ, কি রহস্য মরি!
লুটিছে বরষা-লীলা ক্ষুদ্র উর্মি ধরি,
ফুটিছে বসন্ত-রুচি শীত-কুয়াশায়।
অঙ্গারের সৃষ্ট মণি, মরের অমরী,
একি শুভ স্বস্তিবাণী রূঢ় অভিশাপে!
নরকে জন্মিল স্বর্গ, পুণ্য পাপে তাপে,
মানবে ফলাল রঙ বিধি-চিত্রোপরি।

(প্রদীপ)

হৃদয় সমুদ্র-সম

হৃদয় সমুদ্র-সম আকুলি উচ্ছ্বসি
আছাড়ি পড়িছে আসি তব রূপ-কূলে!
হৃদয়—পাষাণ-দ্বার দাও—দাও খুলে!
চিরজন্ম লুটিব কি ও পদ পরশি?
অনুদিন—অনুক্ষণ দুরাশায় শ্বসি

বৃথায় পশিতে চাই ওই মর্ম-মূলে!
লক্ষ্যহীন-নেত্রে, নারী, সাজি নানা ফুলে,
মরণ-লুণ্ঠন হের,—স্থির গর্বে বসি!

কি মমত্ব-হীন তুমি, রমণী-হৃদয়!
এত বর্যে, এই স্পর্শে, এ চির-ক্রন্দনে,
এত ভাষ্যে, এই দাস্যে, এ দৃঢ়-বন্ধনে,—
দানব সদয় হয়, ব্রহ্মাণ্ড বিলয়!
বিফল উদ্যম, শ্রম, বিক্রম, বিনয়—
নিত্য পরাজিত আমি তোমার চরণে!

(কনকাঞ্জলি)

প্রভাতে

কে ভাঙিল হৃদয়-কানন?
সাধের অস্ফুট ফুল-বন!
না জানি কে দেববালা
ভরিতে ফুলের ডালা,
এসেছিল নিশীথে কখন!
শাদ্বলে যেতেছে দেখা
ঈষৎ গুল্‌ফের লেখা ;
শিলাসনে তনু-নিরূপণ।

পূর্ণিমায় ফুল্ল হিয়া,
দেখে নাই বিচারিয়া,—
ছিঁড়েছে মুকুল অগণন!
কে জানে নারীর খেলা,
কিসে সাধ, কিসে হেলা—
কে জানে কেমন নারী-মন!
কোন কথা নাহি বলি,
পদতলে গেল দলি
কত শ্রম, বাসনা, যতন!

(কনকাঞ্জলি)

চুম্বন

যে কথা ফোটে না গানে, বুঝি তাহা সুরে ;
যে ছবি ফোটে না রঙে, ফোটে তা রেখায়
যে রূপ ফোটে না কাছে, ফোটে তাহা দূরে ;
যে ভাব যায় না ছোঁয়া, কাব্যে ধরা যায়।
যে প্রেম যায় না খোলা সহস্র ক্রন্দনে,
অবিরাম দুখ কথা, দুখ-কবিতায়,—
সহস্র বন্যার স্রোতে ভেঙে-চুরে ধায়,
একটি পরশ-মাত্র মৃদুল চুম্বনে!
রবির চুম্বনে মৃদু, হিমাদ্রি তুষার
থাকিতে পারে না আর শীতল কারায়।
শশীর চুম্বনে মৃদু, শান্ত পারাবার
বাঁচিতে পারে না আর বেঁধে আপনায়।
পবন চুম্বনে মৃদু, স্তব্ধ অরণ্যানী
ওঠে দুলে, পড়ে ঢলে, করে কানাকানি।

(ভুল)

আলিঙ্গন

আমার
পরান ভাসিয়া যায়, পড়ে বা উছলি,
যেন এক মহা-কাব্যে হয়ে ওতপ্রোত!
হৃদয় পাষাণ নয়, কিসে বাঁধি স্রোত?
বুঝি শুধু ভেসে যাই—কিছুই না বলি!
এত সুর কেঁদে যাবে, হবেনাকো গান?
হবে না কাব্যের কিছু, স্বপ্ন যাবে বয়ে,
বায়ু বিনা, পত্রে পত্রে হিম-কণা লয়ে,
এ মোর কবিতা-দিন হবে অবসান?
তোমার
মুকুলিত হৃদি-বন পরিমল ভরে,
চাহিয়া রয়েছে যেন কার অপেক্ষায়!
একটি পরশ পেলে ফুটে ঝরে যায়,
ছবি-খানি বাকি যেন দুটি রেখা তরে।

হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে এসো, সখি, তবে,
রূপ-বনে প্রেম-কাব্য মিশাই নীরবে!

(ভুল)

দম্পতির নিদ্রা

নিবিয়া আসিছে দীপ ; নিস্তব্ধ গেহ।
আঁখির মিলনে আঁখি গিয়াছে ভরিয়া!
আলিঙ্গন উনমুক্ত ; আলু-থালু দেহ,
ধরিবার শক্তি হতে অধিক ধরিয়া!
চুম্বন থামিয়া গেছে ; কাঁপিছে অন্তর,
যোগের পরেতে যেন সমাধিতে বাস!
জড়ায়ে আসিছে কথা ; কাঁপিছে নিশ্বাস ;
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম, ভালে করে থর থর।

কাঁপিছে অলক, মৃদু-শীতল সমীরে ;
কাঁপিছে জোছনা-হাসি অধরে, বদনে।
তন্দ্রায়—ফিরিতে পাশ, প্রবাস-স্বপনে
ফুকরিয়া কেঁদে উঠে—আলিঙ্গন ফিরে।
সুরে সুরে মিলে গেলে, কেবা যন্ত্রী হয়ে
দূরেতে থাকিতে পারে, নিজ যন্ত্র লয়ে!

(ভুল)

আহ্বান

হের, প্রিয়া, এই ধরা— তরু-লতা-পুষ্প-ভরা,
গিরি-নদী-সাগর-শোভনা—
নগ্ন দেহে, মুক্ত প্রাণে চাহিয়া আকাশ-পানে ;
নাহি লজ্জা, নাহিকো ছলনা।

হের, ওই মহাকাশ— লয়ে মেঘ রাশ রাশ,
লইয়া আলোক অন্ধকার—
কি গাঢ় গভীর সুখে পড়িয়া ধরার বুকে ;
নাহি ঘৃণা, নাহি অহঙ্কার।

শিরে শূন্য, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি তুমি—
কল্প-কল্প বিকাশ-বারতা!
আছে দেহ—আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি—খুঁজি সুধা.
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা!

আছে দুঃখ, আছে ভ্রান্তি, আছে সুখ, আছে শ্রান্তি,
আছে ত্যাগ, আছে আহরণ ;
তুমি সাগরের প্রায় পারিবে কি ঝটিকায়
উঠিতে পড়িতে আজীবন?

আজি করে কর দিয়া বুঝিছ আমারে, প্রিয়া?
বুঝিছ কি মনঃপ্রাণ সব?
নহে মৃৎ, নহে শূন্য, নহে পাপ, নহে পুণ্য,
আত্মায় আত্মার অনুভব!

বুঝিছ কি এ আনন্দ— এত আলো, এত ছন্দ,
এত গন্ধ, এত গীতিগান!
কত জন্ম-মৃত্যু দিয়া, কত স্বর্গ-মর্ত্য নিয়া
করি আজ তোমারে আহ্বান!

বিস্ময়ে—কাতর চক্ষে হের, এ কম্পিত বক্ষে
কত শোভা—কত ধ্বংস, প্রিয়া!
শত শত ভগ্ন স্তূপ— কি বিরাট—অপরূপ—
জন্ম-জন্ম আশা-স্মৃতি নিয়া!

চিত্রে শিল্পে কাব্যে গানে মগন তোমার ধ্যানে,
তুচ্ছ করি কালের গরিমা!
পাষাণে পাষাণে রেখা— তোমার প্রণয়-লেখা,
মর জড়ে অমর মহিমা!

আসে সন্ধ্যা মৃদুগতি, আকাশ কোমল অতি,
জল স্থল নিস্পন্দ নির্বাক্ ;
পশু পক্ষী গেছে ফিরে, ফুটে তারা ধীরে ধীরে,
শ্রান্ত ধরা—শ্লথ বাহু-পাক।

এসো, এ হৃদয়ে মম, অস্ফুট চন্দ্রিকা-সম,
প্রেমে স্নিগ্ধ, স্তব্ধ করুণায়!—
ঢেকে দাও সব ব্যথা, অসমতা, অক্ষমতা,
জড়ায়ে—ছড়ায়ে আপনায়!

লয়ে প্রেম-সুধারাশি এসো দেবী, এসো দাসী,
এসো সখী, এসো প্রাণপ্রিয়া!
এসো, সুখ-দুখ-দূরে, জন্ম-মৃত্যু ভেঙে চুরে,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়া!

(শঙ্খ)

নারীবন্দনা

রমণী রে, সৌন্দর্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য আছে বাঁধা।
বিধাতার দৃষ্টি যথা জড়িত প্রকৃতি সনে,
দেব-প্রণ বেদ-গানে সাধা!

সৌন্দর্যের মেরুদণ্ড তুমি,
বিশ্বের শৃঙ্খলা তোমা 'পরে।
তপনের আকর্ষণে ঘুরে যথা গ্রহগণ,
তালে তালে, গেয়ে সমস্বরে।

তোমারি ও লাবণ্য-ধারায়
কালের মঙ্গল-পরকাশ।
অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণতার দীপ্তি,
সান্ধ্য-মেঘে স্বর্গের আভাস!

এ নির্মম জীবন-সংগ্রামে
তুমি বিধাতার আশীর্বাদ।
নিত্য জয়-পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ
অঞ্চলে লইয়া সুখ-সাধ!

বিধাতার মহাকাব্য তুমি,
সসীমে অসীমে সম্মিলনী।
ধরে ধবে কোটি যোগী, কোটি কবি সিদ্ধকাম—
তোমা-মাঝে পেয়ে প্রতিধ্বনি!

স্বর্গ-ভ্রষ্ট, নরক-উত্থিত,
নিয়তি তাড়িত নর-মতি
ভুলে গেছে জন্ম-গত সে অতৃপ্তি, উদ্দামতা—
পেয়ে তব প্রেমের আরতি!

দেবতারা স্বর্গ হতে নামে
লভিতে তোমার ভালোবাসা!
হেন ত্রিভুবন-ঘেরা   সুধা-সিন্ধু নাই বুঝি
ব্রহ্মাণ্ডের জুড়াতে পিপাসা!

নিজ-করে গড়ি ও প্রতিমা,
নিজে বিধি বিমুগ্ধ-নয়ন!
প্রেমে পুণ্যে পূত ধরা   আবার উঠিছে স্বর্গে
করি বক্ষে তোমারে ধারণ!

(প্রদীপ)

মিলনে

এই কি ধরণী সেই, স্বর্গ কভু নয়?
নহে কল্পলতা-কুঞ্জ, এ কি সে কানন?
নহে মন্দারের শ্রেণী এ তরুনিচয়?
নহে বিধাতার মূর্তি, এ কি সে তপন?
নহে অপ্সরার শ্বাস, বহে কি মলয়?
নহে দেববীণা-ধ্বনি, ভ্রমর-গুঞ্জন?
এ কি নহে মন্দাকিনী, সে জাহ্নবী বয়?
এ কি আমি সেই দেহ, সেই প্রাণ মন!

বল, সখী, সত্য তুমি—নহ গো কল্পনা!
সত্য—ধ্রুব সত্য এই হৃদয়-মিলন!
স্বপন-ছলনা নহে,—এ প্রেম-চেতনা,
জীবনের অন্তরালে অনন্ত জীবন!
দরশে পরশে আমি হারায়ে আপনা,
পাতিয়াছি দেহে মনে তব পদ্মাসন।

(কনকাঞ্জলি)

এখনো রজনী আছে

এখনো সুদীর্ঘ ছায়া ঢাকি তরুমূল ;
এখনো সুদূর বাঁশি আলাপে মধুর ;
এখনো ঝরিছে জ্যোৎস্না মলিন বিধুর
এখনো বহিছে ঝরা করি কুলু-কুলু।
এখনো টুটিছে ফুল, ফুটিছে মুকুল ;
এখনো দেখিছে গিরি রবি কত দূর ;
এখনো সুমন্দ বায়ু সুগন্ধ-আতুর—
কেন তুমি, বনযূথী, সরমে আকুল!

সুপ্ত-অলি-বদ্ধ-পদ্মকলিকা-নয়নে
    রও, চির চেয়ে রও, লো মধু-যামিনী।
অতনু-কম্পিত তনু,—অতৃপ্ত স্বপনে
    বাঁধ চির-আলিঙ্গনে, কুসুম-কামিনী!
এখনো দেবতা আঁখি জাগিয়া আকাশে ;
এখনো দেবতা-শ্বাস ভাসিছে বাতাসে।

(কনকাঞ্জলি)

মধ্যাহ্নে

একেলা জগত ভুলে   পড়ে আছি নদীকূলে,
    পড়েছে নধর বট হেলে ভাঙা তীরে ;
    ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি কাঁপিছে সমীরে।

চাতক কাতরে ডাকে,   চরে বক নদী-বাঁকে,
    ডাকে কুবো কুব্ কুব্ লুকায়ে কোথায়!
গাভী শুয়ে তরুতলে,   হংসী ডুবে উঠে জলে,
    ডিঙ্গাখানি বেঁধে কূলে জেলে ঘরে যায়।

দূরেতে পথিক দুটি   চলে যায় গুটি গুটি,
        মেঠো পথ দিয়া
পাশ দিয়ে লয়ে জল,   আঁখি দুটি ঢল-ঢল,
    কুলবধূ দ্রুত গেল লাজে চমকিয়া।
নিঝুম মধ্যাহ্ন-কাল,   অলস স্বপন-জাল
    রচিতেছি অন্যমনে হৃদয় ভরিয়া!
দূর মাঠ পানে চেয়ে,   চেয়ে—চেয়ে, শুধু চেয়ে
        রয়েছি পড়িয়া!

ধূ-ধূ ধূ-ধূ করে মাঠ, ধূ-ধূ-ধূ আকাশ-পাট,
    পড়িয়া ধূসর রৌদ্র পরিশ্রান্ত মতো!
হু-হু হু-হু বহে বায়—ঝাঁপাইয়া পড়ে গায়,
    কোথাকার কথা যেন লয়ে আসে কত!

হৃদয় এলায়ে পড়ে যেন কি স্বপন-ভরে!
    মুদে আসে আঁখি-পাতা যেন কি আরামে!

অন্য মনে চাহি চাহি—কত ভাবি, কত গাহি!
পড়িছে গভীর শ্বাস—গানের বিরামে।
খসে খসে পড়ে পাতা, মনে পড়ে কত গাথা—
ছায়া-ছায়া কত ব্যথা সহি ধরাধামে!

(শঙ্খ)

অপরাহ্নে

শুনি নাই কার কথা, বুঝি নাই কার ব্যথা—
এত কাব্যে এত গাথা গানে!
দেখি নাই কার মুখ— এত সুখ, এত দুখ,
এত আশা, এত অভিমানে!

এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল!
গানে বাকি সুর দিতে ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্ন বাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল!

অযতনে ব্যর্থ হয় সবি!
ধরিয়া তুলিটি শুধু দুটি রেখা টেনে গেলে—
শূন্য-হৃদি, হয়ে যেত ছবি!
কি কথা বলিতে হবে একবার বলে গেলে—
লক্ষ্য-হারা, হয়ে যেত কবি!

কোথা তুমি ফুটিয়াছ ফুল
এ শুষ্ক তরুর!
কোথা তুমি বহিছ তটিনী,
এ তপ্ত মরুর!
যুঁথির শীতল মৃদু বাস,
বায়ু শুধু আনিছে হেথায়
কার মুখ চুমি!
কে আছ—কোথায় আছ তুমি!

বিহঙ্গম ডাকে যে প্রত্যূষে,
ডাকে সে কি বৃথায়—বৃথায়!

ফোটে না কি প্রভাত-আলোক,
সে ডাক কি শূন্যে ভেসে যায়!
জীবনের এই আধখানা,
দরশ-পরশাতীত আশা—
এ রহস্যে কোন অর্থ নাই?
এ কি শুধু ভাবহীন ভাষা!

একি শুধু ভাবহীন ভাষা—
এই যে কথার পিছে প্রাণান্ত-পিপাসা!
এই যে আঁখির কাছে কত অশ্রু ফুটে আছে,
কি আশা নিঃশ্বাস পিছে অবিরত যুঝে—
এই বুকভরা ব্যথা কেহ নাহি বুঝে?

এই যে নীরব প্রীতি— শারদ জ্যোৎস্নার স্মৃতি,
আপন হৃদয়-ভারে ব্যথিত আপনি—
বাজিছে বাঁশরী দূরে করুণ পূরবী সুরে,
এই আছে, এই নাই—উছলিছে ধ্বনি—
এই যে আকুল শ্বাসে— জগৎ মুদিয়া আসে,
অথচ জানি না নিজে কি দুঃখে বিহ্বল—
কিছু নয়—কিছু নয় তবে এ সকল?

এই যে নদীর কূলে পলে পলে ঘুরি ভুলে,
আগ্রহে তরুর তলে চাহি কার তরে—
গাঁথিয়া ফুলের মালা খেলে না কি কোন বালা,
চাহে না পথিক পানে সন্ধ্যায় কাতরে!

ওই কুটিরের দ্বারে, এ ভাঙা বেড়ার পারে
কেহ কি বসিয়া নাই মোর অপেক্ষায়?
চমকি উঠিলে বায়ু চমকিয়া চায়!
আসে যায় কত লোক, কাহারো সজল চোখ
পড়িবে না মোর চোখে, হবে না মিলন—
এ জীবন-হেঁয়ালির চরণ-পূরণ!

ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা, স্তব্ধ বনভূমি।
সোনালি মেঘের গায়ে, সুরভি-শীতল বায়ে,
শিথিল তটিনী-ভঙ্গে লুকালে কি তুমি!
পিক-কণ্ঠে, মৃগ-নেত্রে, কম্পিত শ্যামল ক্ষেত্রে
মুদিত কমল-পত্রে রয়েছ কি ঘুমি!
আকুল হৃদয় কাঁদে, কোথা তুমি—তুমি!

ছাড়া-ছাড়া হয়ে কেন বেড়াইছ ভাসি?
ভাঙিয়া স্বপন-কারা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়া—
নয়ন পলক-হারা, মুখে ভরা হাসি!
নাহি কথা, নাহি ব্যথা— কি গভীর নীরবতা!
হৃদয়ে হৃদয় পড়ে উচ্ছ্বাসি—উচ্ছ্বাসি!

(শঙ্খ)

শ্রাবণে

সারা দিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ;
বসে জানালার পাশে, সারা দিন আছি চেয়ে—
জীবনের আজি অবকাশ!
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে,
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া ;
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি ;
পাখিগুলি ভিজিছে বসিয়া।

কোথা সাড়া-শব্দ নাই, পথে লোক-জন নাই,
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজা ঘাসঝাড় হতে লাফায় ফড়িং কভু,
জলায় ডাকিছে ভেকদল।
চাতক, ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জল,
ছাড়ি নীড়, উঠিছে আকাশে ;
কদম্ব-কেতকী-বাস কাঁপিছে বাতাসে ধীরে ;
গেছে ধরা ঢেকে শ্যাম ঘাসে।

দীঘিটি গিয়াছে ভরে, সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে,
কানায় কানায় কাঁপে জল ;
বৃষ্টি-ভরে—বায়ু-ভরে নুয়ে পড়ে বার বার
আধ-ফোটা কুমুদ কমল।
তীরে নারিকেল-মূলে থল্-থল্ করে জল ;
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে ;
সারি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম-ঝাঁকে!

পাড়ে পাড়ে চকা চকী   বসে আছে দুটি দুটি ;
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে ;
ক্বচিৎ গ্রামের বধূ   শূন্য কুম্ভ লয়ে কাঁখে,
তরু-তল দিয়া ধীরে আসে।
ক্বচিৎ অশ্বত্থ-তলে   ভিজিছে একটি গাভী ;
টোকা মাথে যায় কোন চাষী ;
ক্বচিৎ মেঘের কোলে,   মুমূর্ষুর হাসি-সম,
চমকিছে বিজলির হাসি।

মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে   কচি কচি ধান-গাছ
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে—
কোলে লুটিতেছে জল   টল্-মল্ থল্-থল্,
বুকে বায়ু থর-থর নাচে।
সুদূরে মাঠের শেষে   জমে আছে অন্ধকার,
কোথা যেন হতেছে প্রলয়!
কুটিরে বসিয়া গৃহী   পুত্র-পরিবার সহ
কত দুর্যোগের কথা কয়।

চেয়ে আছি শূন্য পানে,   কোন কাজ হাতে নাই—
কোন কাজে নাহি বসে মন!
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই ;   দেহ আছে, মন নাই ;
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন ;
এই উঠি, এই বসি ;   কেন উঠি, কেন বসি!
এই শুই, এই গান গাই।
কি গান—কাহার গান!   কি সুর—কি ভাব তার!
ছিল কভু, আজ মনে নাই!

(প্রদীপ)

ঊষা

নয়নেতে মোহ আঁকা—
অধরেতে হাসি মাখা
ঘুম-ভাঙা ঊষারানী আসে পায় পায়।
সুনীল মেঘের কোলে

কিরীট-কিরণ দোলে,
সোনার আঁচল লোটে সুমেরু-মাথায়।

শুভ্র মেঘ-স্তরে-স্তরে
আলো-রেখা খেলা করে,
নিরমল নীলাকাশ বিস্ময়ে চাহিয়া ;
হাসিমাখা শুভ্র মুখ—
আধ-ঢাকা শুভ্র বুক
দিকনারী সারি সারি ঘেরে দাঁড়াইয়া।

ম্লানমুখী শুকতারা
আলোকে লাজেতে সারা,
লুকায় মলিন ছায়া গিরিতলে বনে ;
নিদ্রা ত্রাসে ছুটে যায়,
স্বপ্ন আলুথালু প্রায়,
কল্পনা চমকি চায় পূর্ব দিক পানে।

ফুটিছে হাসিয়া ফুল,
দুলিছে লতিকাকুল,
মহীরুহ নত শির, ঝরিছে শিশির,
পূর্ব মুখে চেয়ে চেয়ে
পাখি ওঠে গেয়ে গেয়ে,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে শিহরে সমীর।

ওঠে কাংস্য-ঘণ্টা-রোল
ববম্-ববম্ বোল
প্রাচীন অশ্বত্থ-তলে ভগন মন্দিরে ;
ভাঙা সোপানের মূল,
শুষ্ক বিল্বপত্র ফুল,
বহে নদী কুল্ কুল্ মৃদুল অধীরে।

রাখাল গো-পাল পাছে
শিশ্ দিয়া চলিয়াছে,
হল-স্কন্ধ চলে চাষী উচ্চ কণ্ঠে গেয়ে ;
ব্যাধ গিরি-পথে ওঠে,
বাঁশিতে ললিত ফোটে,
ঊর্ধ্ব কর্ণে মৃগযূথ আসে নেচে ধেয়ে।

নির্ঝরিণী এঁকে-বেঁকে
শত ইন্দ্রধনু এঁকে

ঝাঁপায়ে পড়িছে দূরে গিরি-শির হতে ;
ঝক্ ঝক্ গিরি-পরে—
তুষারে মেঘের স্তরে
ঢাকিয়া রেখেছে যেন কি এক জগতে!

ফুটো না ফুটো না, রবি,
থাক ঘোর-ঘোর-ছবি ;
ধরা যেন ঋষি-স্বপ্ন—মদির মধুর!
নাহি শোক, নাহি তাপ,
নাহি মোহ, নাহি পাপ—
কেটো না এ আবছা-জাল, প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুর!

(প্রদীপ ২য় সংস্করণ)

নিথর যামিনী

অলস জোছনাময়ী, নিথর যামিনী,
মৃদুল মধুর বায় ;
ধীরে নদী বহে যায় ;
মধুভরে ঝরে পড়ে বকুল, কামিনী।
অলস জোছনাময়ী, নিথর যামিনী।

পড়ে আছি নদী-কূলে শ্যাম দুর্বাদলে ;
কি যেন মদিরা-পানে,
কি যেন প্রেমের গানে,
কি যেন নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে।
পড়ে আছি নদী-কূলে শ্যাম দুর্বাদলে।

অবশ পরান যেন, গেছে ভেঙে-চুরে!
কতটা যেন কি স্রোতে
ভেসে গেছে ধরা হতে!
অবশিষ্ট লয়ে যেন বসে আছি দূরে।
অবশ পরান যেন গেছে ভেঙে-চুরে।

ধীরে ধীরে আসে স্মৃতি, যেন কার কথা!
না জানায়ে আসে যায়,
হাসি অশ্রু নাহি তায়!

দিয়ে মৃদু অনুভব, মৃদু অলসতা,
ধীরে ধীরে আসে স্মৃতি, যেন কার কথা!

পড়েছি গাথায় কোন্, যেন কোন নারী,
এমনি মধুর রাতে,
তরুতলে, ধীর রাতে,
অঞ্চলে মুছিয়া গেছে নয়নের বারি!
পড়েছি গাথায় কোন্, যেন কোন নারী।

শুকায়ে গিয়াছে কোথা, কার ফুল হার!
খেলিছে নদীর কূলে,
কি ফেলিয়া গেছে ভুলে!
বাঁধিতে পারেনি ফিরে, ঘরে মন তার!
শুকায়ে গিয়াছে কোথা কার ফুল-হার।

শুনেছি বাঁশিতে কার, কোথাকার সুরে!
কে নাহি দেখিতে চাই,
এ জগতে কিছু নাই!
ভাঙিতে গড়িতে শুধু নিজে ভেঙে-চুরে,
শুনেছি বাঁশিতে যেন কোথাকার সুরে!

দেখেছি হাসিতে যেন অশ্রু-জল কার!
দেখা হলে নত আঁখি,
দুটি শ্বাস থাকি থাকি,
আকুল পরান-পাখি—ছাড়িতে সংসার!
দেখেছি হাসিতে যেন অশ্রু-জল কার।

দেখেছি অশ্রুতে যেন কার মৃদু হাসি!
দীপ নিভ-নিভ প্রায়,
চারিদিকে হায় হায়!
নিস্পন্দ নয়নে চেয়ে ভালোবাসা-বাসি!
দেখেছি অশ্রুতে যেন কার মৃদু হাসি।

—সত্য যেন উপকথা, দূর স্বপ্ন-জাল!
বুঝিতে না হয় সাধ,
গত দুখে সুখ-স্বাদ!
পরের ঘটনা লয়ে কাটে যেন কাল!
সত্য যেন উপকথা, দূর স্বপ্ন-জাল।

(কনকাঞ্জলি)

আসি তবে

আসি তবে, প্রেম-নিশা বুঝি বা পোহায়!
প্রত্যক্ষ আগত-প্রায়,
ভাষা আর না জুয়ায়,
শপথে সন্দেহ হয়—বিদায়, বিদায়!
ভাঙিছে কল্পনা-ভ্রান্তি,
আসে বুঝি সুখ-শ্রান্তি ;
আসিলে বিরক্তি ঘৃণা রবে না উপায়!
বিদায়, বিদায়!

অসমাপ্ত এ চুম্বন, অপূর্ণ পিপাসা।
এই তো প্রেমের বন্ধ,—
বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব,
কবিতার চিরানন্দ কল্পিত নিরাশা!
খুলে দাও বাহু-পাক,
অপূর্ণ—অপূর্ণ থাক ;
আজ যদি কেঁদে যাই,—কাল ফিরে আসা।
থাকুক পিপাসা।

থাকিতে সময় তবে বিদায়, ললনা!
মিলন চঞ্চল অতি—
বিরাগ-সমুদ্রে গতি ;
আর কেন স্বপ্নে মাতি থাকিতে চেতনা!
দেখিছ না পলে পলে
প্রেম মৃত্যুপথে চলে—
ভুলি বর্তমান—ক্রমে ভবিষ্য-ভাবনা!
বিদায়, ললনা!

হা হৃদয়, বিনির্মিত রক্ত-মাংস-মেদে!
পরিমলে কুতূহলী,
ফুলে শেষে পদে দলি ;
তৃপ্তির নরকে জ্বলি অতৃপ্তির খেদে।
বুঝি না সঞ্চারী পরে
স্থায়ি-রস মূর্তি ধরে ;
অসীম মিলন স্ফুরে সসীম বিচ্ছেদে।

(কনকাঞ্জলি)

নিশীথে

১

আজি নিশি জ্যোৎস্নাময়ী, সৌরভে আকুল বায়,
দুলে দুলে স্রোতস্বিনী কূলে কূলে বহে যায়।
চোখে আসে ঘুম-ঘোর, মন কি ভাবিতে চায়—
আধেক গেঁথেছি মালা, আর নাহি গাঁথা যায়!
সমীরণে ভেসে আসে সুদূর অপ্সরা-গান—
অলস স্বপন-সম ছায়িতেছে মনঃপ্রাণ!
এই জীবনের পারে, এই স্বপনের শেষে,
কে যেন আমার আছে জীবন্ত কল্পনা-বেশে!
উড়ে কেশ বায়ু-ভরে, ছল ছল দু-নয়ান,
বুকে উছলিছে প্রেম, মুখে কত অভিমান!

২

কোথা তুমি—কোথা তুমি—জন্ম-জন্মান্তর মায়া—
স্বপ্নময়ী, স্মৃতিময়ী, গীতিময়ী সেই কায়া!
নন্দনে-মন্দার-কুঞ্জে মন্দাকিনী-তীরে বসি,
অন্যমনে দেখিছ কি নীল নভে পূর্ণশশী!
করে মৃণালের ডোর, কোলে পারিজাত-রাশি,
বাতাসে বিরহ-গীতি ক্ষণে ক্ষণে আসে ভাসি!
ধীরে ধীরে ঝরে অশ্রু, পড়ে শ্বাস গুরু-ভার—
চাহিছ কাতর-দৃষ্টে ধরা পানে বার বার!
কারে কি বলিতে ছিলে—অভিশাপে ছিলে ভুলি,
জ্যোৎস্নায় সৌরভে গানে—দূর-স্মৃতি উঠে দুলি!

৩

পৃথিবীর শত দুঃখে হৃদয় শতধা চূর,
কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে দেখিছে স্বপন দূর—
মেঘেদের আঁকাবাঁকা পথ যেন দিয়ে দিয়ে,
অবশেষে পৌঁছিয়াছে মন্দাকিনী-তীরে গিয়ে!
দূর হতে দেখিতেছে করুণ দৃষ্টিটি তব—
পলকে পলকে ফুটে কত শোভা নব নব!
জান আর নাহি জান, শত বাহু বাড়াইয়া—
আকুলি ব্যাকুলি হৃদি তোমারে ডাকিছে, প্রিয়া!
তরঙ্গে তরঙ্গে বিশ্ব—আলোকে আঁধারে মেলা,
ছায়া নিয়ে—মায়া নিয়ে এ জীবন-প্রেমখেলা!

৪

দাঁড়াও, অভেদ আত্মা! পরলোক-বেলাভূমে,
বাড়ায়ে দক্ষিণ-কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে!
জগতের বাধা বিঘ্ন জগতে পড়িয়া থাক্,
নীরবে সৌন্দর্য-মাঝে কবিত্ব ডুবিয়া যাক্!
দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তা-ই!
তারকায় তারকায় হাহা করে তোমা তরে
ছুটিতে না হয় যেন আবার মরণ-পরে!
এ মৃত্যু কি শেষ মৃত্যু—যন্ত্রণার অবসান?
ধর এ জীবনাহুতি— বিরহের শেষ গান!

(শঙ্খ)

প্রতিভার উদ্বোধন

বিধাতার নিষ্কাম হৃদয়ে
চমকিল প্রথম কামনা ;
চমকিল নব আশা-ভয়ে
আনন্দের পরমাণু-কণা!

অসহ্য এ নব জাগরণ—
আকুল ব্যাকুল চিত্তাকাশ
স্পন্দন—কম্পন—আলোড়ন—
এ কি আশা, না এ অবিশ্বাস?

কাঁপিতেছে ক্ষুব্ধ অন্ধকার,
অপেক্ষায় হৃদয় অস্থির ;
গড়িছে—ভাঙিছে বারবার—
এ কি খেলা মুগ্ধ প্রকৃতির!

বারবার মুছেন নয়ান,
ক্রমে ছায়া—ক্রমশঃ আভাস ;
নাহি জ্ঞান, নহেন অজ্ঞান—
সহসা জগত-পরকাশ!

পড়িল গভীর দীর্ঘশ্বাস,
এ কি দুঃখ—না এ সুখ অতি!
বাস্তব—না কল্পনা-বিকাশ?
কামনা-বাসনা মূর্তিমতী!

বিস্ময়-বিহ্বল মহাকবি
চাহিয়া আছেন অনিমিখে—
সম্মুখে ফুটিছে নব রবি,
তারকা ফুটিছে দশ দিকে!

মহাশূন্য পরিপূর্ণ আজি
  সুকোমল তরল কিরণে!
ঘুরে গ্রহ-উপগ্রহরাজি
  দূরে—দূরে বিচিত্র-বরণে!

গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ছুটে
  ওঙ্কার-ঝঙ্কার অনাহত!
পঞ্চ ভূত উঠে ফুটে ফুটে
  রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে কত!

ছন্দে বন্ধে যতি-গরিমায়
  চলে কাল ললিত-চরণে!
অন্ধশক্তি পূর্ণ সুষমায়
  চেতনার প্রথম চুম্বনে!

নীলবাসে ঢাকি শ্যামদেহ
  শশিকক্ষে ভ্রমে ধরা ধীরে ;
কত শোভা, কত প্রেম-স্নেহ,
  জলে স্থলে প্রাসাদে কুটিরে!

চাহে উষা—চকিত নয়ন,
  ফুলবাসে বায়ু সুবাসিত ;
উঠে ধীর বিহগ-কূজন—
  সৃষ্টি 'পরে স্রষ্টা বিভাসিত!

সমাপ্ত বিধির সৃষ্টি-ক্রিয়া,
  অসমাপ্ত সৃজন-কল্পনা।
এসো তবে, এসো বাহিরিয়া
  চিত্ত হতে, চিন্ময়ী চেতনা!

এসো, নিত্য-স্বরগ-স্বপন,
  রূপ-রস-শব্দ-অসীমায়—
মর-জন্ম করিয়া লুণ্ঠন
  অমর সৌন্দর্য-মহিমায়!

লয়ে এসো—সে আদি-কল্পনা,
  সুখে দুখে মরণে নির্ভয়,
সে অব্যক্ত আনন্দ-বেদনা,
  সেই প্রেম—অনাদি অক্ষয়!

(শঙ্খ)

একি ঝটিকার খেলা

একি ঝটিকার খেলা হৃদয়ে আমার!
এই আশা, এই ভয়,—জীবন, মরণ ;
এই সাধ, অবসাদ,—শ্বাস, হাহাকার ;
এই গান, এই তান, এই সমাপন!
এই শ্রান্তি, এই শান্তি,—মূরছা, কম্পন
এই হৃত, এই প্রীত,—সজল, তরল ;
এই উষা, এই সন্ধ্যা,—বন্ধন, ছেদন ;
এই বজ্র-দগ্ধ, এই তুষার-শীতল!

একি উন্মাদের খেলা আমার হৃদয়ে!
শুষ্ক পত্র মতো উঠি ঝটিকার আগে,
শূন্য তরঙ্গের মতো ঘোলা বেলা-ভাগে
না উঠিতে লুটে পড়ি, ফেণ-পুঞ্জ লয়ে!
নাহি চাই, নাহি পাই, কিছুই আমার!
সদা শূন্য আক্রমণ, শূন্য অধিকার!

(ভুল)

হৃদয়-শঙ্খ

তুচ্ছ শঙ্খসম এ হৃদয়
পড়িয়া সংসারতীরে একা,—
প্রতি চক্রে আবর্তে রেখায়
কত জনমের স্মৃতি লেখা!

আসে যায়—কেহ নাহি চায়,
সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি ;
কে শুনিবে হৃদয়ে আমার
ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি!

হে রমণী, লও—তুলে লও,
তোমাদের মঙ্গল-উৎসবে—
একবার ওই গীতি-গানে
বেজে উঠি সুমঙ্গল রবে!

হে রথী, হে মহারথী, লও,
একবার ফুৎকার সরোষে—
বলদৃপ্ত, পরস্ব-লোলুপ
মরে যাক্ এ বজ্রনির্ঘোষে!

হে যোগী, হে ঋষি, হে পূজক,
তোমরা ফুৎকার একবার—
আহুতি-প্রণতি-স্তুতি আগে
বহে আনি আশীর্বাদ-ভার!

(শঙ্খ)

প্রতিভার নিবর্তন

কেন এই শূন্য অনুভব?
কাতরে কাঁদিছে মনঃপ্রাণ।
কি অব্যক্ত যন্ত্রণার রব—
শ্বাসে শ্বাসে মরণ-আহ্বান!

কোন্ অমরীর দেবদেহ
ছিল মর্মে জড়ায়ে গোপনে—
দিয়া শোভা, দিয়া প্রেম-স্নেহ,
নাহি দিত বুঝিতে আপনে!

চলে গেছে অলক্ষ্যে কখন্—
কি চঞ্চল দেবতার প্রীতি!
এ কি সত্য—কল্পনা—স্বপন?
না এ কোন জন্মান্তর-স্মৃতি?

খুঁজিতেছি—আকুল নয়ন,
আলোকে জগৎ গেছে ভরি।
কোথা প্রেম—স্নিগ্ধ আবরণ!
শূন্য হৃদি ধু-ধু করে পড়ি।

কেন দুখ—আশা-ভাষা-হীন,
স্মৃতি-হীন বিরহ-হুতাশ!
কোথা সেই যৌবন নবীন?
পড়িছে প্রৌঢ়ের দীর্ঘশ্বাস।

(শঙ্খ)

অবশিষ্ট

ধীরে ধীরে নেমে নেমে থামিয়ে গিয়েছে গান,
বুকে ঘোরে পথ-হারা এখনো একটু তান।
কবিতা গিয়েছি ভুলে,
দুটো ছত্র মনে দুলে ;
মুছিয়া ফেলেছি অশ্রু, এখনো আকুল আঁখি ;
অজানা নিশ্বাস পড়ে, শূন্যে চাই থাকি থাকি।
শুকায়েছে ফুল-হার,
একটু সুবাস তার
থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে এখনো উঠিছে বায়ে।
যে যাহার গেছে চলে,
আমি পড়ে তরুতলে ;
নিবিয়া গিয়াছে জোস্না, আমি আঁধারের ছায়ে।

ডুবিলে পশ্চিমে রবি, মেঘেতে সাঁঝের বেলা
দুটো শেষ-রশ্মি-রেখা খেলে তো মরণ-খেলা!
আকাশে চন্দ্রমা-হারা,
পড়ে থাকে শুক-তারা ;
বিজলি চলিয়া যায়, কাঁদে মেঘ ঝরি ঝরি।
বসন্ত চলিয়া যায়, থাকে শুষ্ক পাতা পড়ি।
স্বপন চলিয়া যায়,
তন্দ্রা করে হায় হায় ;
ভালোবাসা চলে গেছে, পড়ে আছে সুখ-স্মৃতি
দুখ-অশ্রুজলে ঢাকা—কল্পনা-কবিতাকৃতি!

(কনকাঞ্জলি)

আজ

বিষম জীবিকা-রণ
যুঝে যুঝে অনুক্ষণ,
—হা বিধি-লিখন!
ঘুচে গেল সে মত্ততা,
সে সুখ-কল্পনা-কথা,
সে দূর স্বপন।

আর সে কৈশোর-স্মৃতি
নাহি ফোটে নিতি নিতি
কবিতা-সুবাসে ;
আর সে যৌবন-রাগে
শত প্রাণ নাহি জাগে
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে।

ঘুচে গেল সে রোদন—
কোকিলের কুহরণ,
তরুর মর্ম্মর ;
ঘুচেছে সে অশ্রুধারা—
ঘাসে ঘাসে কেঁদে সারা
শিশির সুন্দর!

ঘুচেছে সে প্রেম-আশ—
সাগরের পূর্ণোচ্ছ্বাস,
প্রলয়ের দোলা!—
হেথা সৃষ্টি ভেসে যায়,
হোথায় না ফিরে চায়
সতী-হারা ভোলা।

কোথা সে সম্পূর্ণে শূন্য,
প্রতি পাপে মহাপুণ্য,
আনন্দ আবেগে ;
জগতে জীবনে হেলা,
গ্রহে উপগ্রহে খেলা,
নিদ্রা মেঘে মেঘে।

দেবতার গৃহ-সম
কোথা সে হৃদয় মম
সদা মুক্তদ্বার ;
আত্মপর নাহি জানে,
ধূপে দীপে ফুলে গানে
সবে আপনার।

কোথায় সে ছবি-ভরা,
নিত্য-নব-আশে গড়া
প্রিয় ভবিষ্যৎ—

সুনুপুর নিনাদিত
জ্যোস্নাপ্লুত কুসুমিত
দূর বন-পথ!

গতজন্ম-স্মৃতি প্রায়
রণভূমে কেন, হায়,
অলস জৃম্ভন!
যুঝিতে হতেছে যবে
যুঝি যুঝি যুঝি তবে
করি প্রাণ-পণ।

আয় রে অভাব, দুখ,
দরিদ্রতা বিষমুখ,
ক্ষুধা লেলিহান!
লুকা রে কল্পনা-দীপ্তি,
লুকা রে কবিতা-তৃপ্তি,
কবি-অভিমান!

(প্রদীপ ২য় সংস্করণ)

আমি সে প্রণয়ী?

১

সত্য, লিখেছিনু আমি কবিতা অনেক
প্রথম যৌবনে ;
সে কেবল প্রেম-গাথা,—আমি যে লিখেছি,
বুঝিলে কেমনে?

২

চাহ—চাহ মুখ-পানে ; এবে বৃদ্ধ আমি,
হে যৌবনময়ী!
কহ—কহ সত্য করি, কর কি বিশ্বাস,
আমি সে প্রণয়ী?

(অগ্রন্থিত 'সাহিত্য', ভাদ্র ১৩২১)

আমার এ কাব্যে

আমার এ কাব্যে আজ,—আপনা হারায়ে,
দেছি মোর সর্বস্ব জড়ায়ে।
যদি এ কবিতা-সম
হতে তুমি, প্রিয়া মম,
কোন্ দিন ভেঙে গড়ে—হৃদয় তোমার
লইতাম করি আপনার!

বৃথা গাঁথি ভাবে শব্দে—তুমি কত দূরে,
না জানি কাহার অন্তঃপুরে!
নিশীথে পাপিয়া তানে
এ গান কি পশে কানে?
এ প্রেম কি জাগে প্রাণে,—হেরি নিশা-শেষে
ম্লান জ্যোৎস্না পড়ি দ্বারদেশে?

কোন দিন কাব্যখানি—দিন যদি পায়—
হাতে শুয়ে মুখ-পানে চায়।
আগ্রহে আশায় ভুলি
চাহিবে কি বর্ণগুলি?
কাঁদিবে কি ছত্রগুলি বিরহ-ব্যথায়—
চিত্ত মোর পাতায় পাতায়?

(কনকাঞ্জলি)

কবিতা-বিদায়

যাবে কি একান্ত তবে? যাবে তুমি, প্রিয়া!
সকলি কি ফুরাল চকিতে।
জীবনের সব সাধ, সব প্রেম দিয়া,
তবু আমি নারিনু রাখিতে?
চাহিনি জগৎ-পানে, তোমারে চাহিয়া
আজীবন দেখেছি স্বপন ;
আজ—জগতের দ্বারে, কার কাছে গিয়া
কি মাগিব? সবই যে নূতন!

তোমার নয়ন হতে ফিরালে নয়ন,
এ জীবন শূন্য মনে হয়!
কোথা উষা, কোথা আলো! কেবল দহন
কোথা শোভা-বিকাশ-বিস্ময়!
কোথা শশি-তারা-ভরা নিথর আকাশ,
চিরস্থির পূর্ণিমার রাত!
জীবনে মরণে সেই গভীর নিশ্বাস,
অলক্ষ্যে অপ্সরা-যাতায়াত!

নিষ্ফল সাধনা, আজ—অদৃষ্টে আশ্রয় ;
গেছে স্বর্গ সরি বহু দূরে ;
নাহি দেহে বসন্তের আকাঙক্ষা দুর্জয়—
রূপে রসে, গন্ধ-স্পর্শ সুরে।
সে মত্ত হৃদয় নাই—সৌন্দর্যে উচ্ছল,
সর্ব বিশ্বে আছাড়িয়া পড়ি!
সজীব নির্জীব নাই—কল্পনা-বিহ্বল,
সর্বভূতে আপনা বিতরি!

সে পূত মাহেন্দ্র-ক্ষণে যে দাঁড়াত আসি—
হোক চিত্রে মূর্তিতে সংগীতে,
দিয়া নিজ আশা ভাষা, প্রেম রাশি রাশি,
মজিতাম তাহারি ভঙ্গিতে!
দিতাম নয়নে তার আমার চেতনা,
হৃৎ-রক্তে রঞ্জিয়া কপোল,—
লতিকার নব পর্ণে পুষ্প-সম্ভাবনা,
সৌন্দর্যের বিচিত্র হিল্লোল!

তুমি শব্দে ভাবে ছন্দে কেন এসেছিলে,
নতমুখী নবীনা ললনা?
দেখিনি—ভাবিনি কিছু আমি যে অখিলে,
বুঝি নাই নারীর ছলনা!
ত্রস্তে ব্যস্তে প্রেমমালা পরাইনু গলে,
আশার কিরীট দিনু শিরে ;
ইহ-পরকাল মম দিয়া পদতলে—
আজ আমি কোথা যাব ফিরে?

সে যৌবন-কল্পনায় নিজ প্রাণ দিয়া
জড়ে কেন দিইনি চেতনা?

দৃষ্টিহীন নেত্রে—চির রহিত চাহিয়া
আমার সে প্রথম কামনা!
কেন অঙ্গে অঙ্গে তার দিইনি ছড়ায়ে
আমার সে হৃদয়-স্পন্দন?
আপনার বাহুপাকে আপনা জড়ায়ে
দেখি নাই প্রেমের স্বপন?

আজন্ম তপস্যা-ফলে লভি উপহাস—
তবু কেন বিরহ-বেদন?
মাদকতা-অবসাদে মাদক-পিয়াস,
ভ্রম-ভঙ্গে ভ্রম-অন্বেষণ!
কোথা তুমি, মহাশ্বেতা, অচ্ছোদের তীরে
লয়ে তব অক্ষয় যৌবন!
কেন আর, কাদম্বরী, মৃত চন্দ্রাপীড়ে
প্রেম-ভরে করিছ চুম্বন!

যাও তবে, প্রাণাধিকা, মুছিনু নয়ন,
রুদ্ধ অশ্রু চিররুদ্ধ থাক।
কেন বিদায়ের ছল, নিঃশ্বাস সঘন,
সান্ত্বনার অর্থহীন বাক্!
বৃথায় আশ্বাস-দান—হয়ো না নিষ্ঠুর,
আমি অতি কৃপাপাত্র—দীন ;
তোমার বিজয়-গর্বে আমি শত-চূর—
শ্রেয় প্রেয় উভয়-বিহীন!

যাও তবে! মৃত্যু পরে যদি দেখা হয়,—
ভুবর্লোকে—কাশ্যপ-আশ্রমে ;
—ক্ষৌমবাস অন্তরালে কম্পিত হৃদয়,
অভিমানে, লজ্জায়, সম্ভ্রমে!—
অযশ-ভবিষ্য-পুত্র কৌতুকে জিজ্ঞাসে,—
'দু' জনার কি সম্বন্ধ-বাদ?'
নারীর সরল-প্রেমে, সহজ-বিশ্বাসে
কহিয়ো, ক্ষমিয়ো অপরাধ।

(কনকাঞ্জলি)

হৃদয় সংগ্রাম

কি ভীষণ চলেছে সংগ্রাম
প্রিয়জন সনে অবিরাম!
পূজ্য বৃদ্ধ পিতা মাতা, স্নেহের পুত্তলি ভ্রাতা,
সহোদরা—বালিকা সুঠাম,
তাহারাও জনে জনে উন্মত্ত এ মহারণে!
হা জীবন, হায় ধরাধাম!

সখা সখী আত্মীয় স্বজন—
তারাও যুঝিছে অনুক্ষণ!
প্রাণাধিক প্রাণেশ্বরী তারো সনে যুদ্ধ করি,
সে-ও শত্রুসেনা এক জন!
শত তপস্যার ফল এই শিশু সুকোমল,
এ-ও এক যোদ্ধা বিচক্ষণ!

নর-জন্মে এ কি রে দুর্গতি,
এ কি রণ স্বজন-সংহতি!
এ কি অদৃষ্টের ফের—কোথা শেষ এ রণের?
সন্ধিতে কাহারো নাই মতি।
সবাই সবারে চায়—মিশাইতে আপনায়
দিয়ে মায়া, দিয়ে স্তুতি নতি।

অহো! এ কি হৃদয়ের রণ—
পরস্পরে করিতে আপন!
সবারি বিভিন্ন গতি, অথচ সবারি মতি
ভাঙিতে এ পার্থক্য-বন্ধন!
দেবে না থাকিতে দেহ আপনে সম্পূর্ণ কেহ,
যাবে না ও পথিক মতন।

চলিবে, চলিবে অবিশ্রাম—
এ যে মহা মায়ার সংগ্রাম।
সবে যোঝে প্রাণ-পণে জয়ী হতে এই রণে ;
পরাজয়ে—মরণ-বিরাম।
পরস্পরে রাশি রাশি হানে অশ্রু হানে হাসি—
ক্ষত হৃদি, তবু কি আরাম!

(প্রদীপ ২য় সংস্করণ)

শেষ বার

এই বার—শেষ বার, দেখি তবে এক বার—
হয় কি না হয়!
বুকে এ বাড়ব-দাহ দিনরাত— দিনরাত
আর নাহি সয়!
প্রাণের এ বিষ-লতা উপাড়ি ফেলিব আজ,
করি প্রাণ পণ ;
আশায় ভরসা নাই, মরণের দেখা নাই,
দুঃসহ জীবন!

এই যে সন্দেহ-জ্বালা, পিপাসা, যন্ত্রণা, মোহ-
এ কি ভালোবাসা?
কেহ বুঝিল না কথা, কেহ বুঝিল না ব্যথা,
এ যে কর্ম্ম-নাশা!
এ যে রে কুস্বপ্ন-ঘোর, জন্মান্তর-অভিশাপ—
কুহক কাহার!
সেই কথা, সেই গান, সেই মুখ, সেই প্রেম,
সে-ই বারবার!

দিনে দিনে পলে পলে নীরবে অলক্ষ্যে ধীরে
আসিছে মরণ ;
দুরাশার ঘূর্ণ-পাকে নীরবে অজ্ঞাতে ধীরে
ডুবিছে জীবন।
আশা তৃষা মায়া সাধ পুড়িতেছে পলে পলে
প্রতীক্ষায় জ্বলি!

কামনার মহাযজ্ঞে কেন এই তুষানল,
মনঃ-প্রাণ-বলি!

সুখের পশ্চাতে দুখ ছুটিতেছে অবিরত,
নিশা গ্রাসে দিন ;
প্রণয়ে কি আত্মহত্যা তেমনি বিধির সত্য,
কঠোর কঠিন?
নিবেছে আশার আলো, সম্মুখে নিরাশা-রাত্রি,
জ্বাল, চিতা জ্বাল!
কৈশোরের সুপ্তি-স্বপ্ন চিরতরে হোক ধ্বংস,
ঘুচুক্ জঞ্জাল!

ভালোবাসা—ভালোবাসা— ও শুধু কথার কথা,
কবির কল্পনা ;
ভালোবাসা—ভালোবাসা— পাগলের হাসি-কান্না,
নারীর খেলনা।
কও জগতের কথা, কবি পাগলের কথা
কাজ নাই তুলি ;
প্রেমের এ বিষ-দাহে কি ঔষধ বল তার—
কিসে আমি ভুলি?

বিস্মৃতি? বিস্মৃতি কোথা! জীবনে বিস্মৃতি নাই ;
দেহ-মন-প্রাণ—
সকলি যে আজি মোর তার কথা, তার গান,
তারি অনুধ্যান!
প্রেম প্রাণ স্মৃতি দিয়া উদ্‌যাপিব প্রেম-ব্রত,
হে কবি নবীন,
দাও ওই বিষ-পাত্র, দাও ওই তীব্র সুরা,
আজি মৃত্যু-দিন!

তোল হাসি কোলাহল, বল সবে বল বল
কি করিয়া হয়—
শরতের মেঘ-সম উপরে সুনীল ছায়া,
মাঝে শূন্যময়!
ওই মদিরার মতো কোথা পাই শূন্য হাসি,
হাসি-ই কেবল,
অর্থহীন, রসহীন, মায়াহীন, মোহহীন—
শুধু খল-খল্!

রমণী, তোমার তরে তোমারি মতন হই
কোন্ সাধনায়?
মুখে হাসি প্রেম-কথা, বুকে নাই কোন ব্যথা–
মত্ত আপনায়!
চলেছি জগৎ-পথে চলেছি মৃত্যুর পথে,
ঢাল, সুর ঢাল !
প্রেম নয়, কাব্য নয়, নারীর হৃদয় নয়,
জ্বাল. চিতা জ্বাল!

দগ্ধ নগরের মতো উড়াইতে স্মৃতি-ভস্ম
কেন আছি পড়ি!
বর্তমান-হাহাকারে, ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে
গত-স্বপ্ন ধরি!
জীবনের মরুভূমে কোথা তুমি চিরস্নিগ্ধ
প্রেম-কল্লোলিনী!
চাপি বক্ষ দুই করে যেথা যাই—মরীচিকা
মৃত্যুর সঙ্গিনী!

পারাবারে পোত-ভগ্ন মজ্জমান অভাগার
আশ্রয় কোথায়?
শত ইন্দ্রধনু-বর্ণে এ যে রে মৃত্যুর বাহু
ঘেরিছে আমায়!
কোথায় আনন্দ-স্বপ্ন! এ যে অদৃষ্টের ব্যঙ্গ,
বিকৃত কল্পনা!
দুরাশার উপহাসে মরণ-যন্ত্রণাধিক
আত্মপ্রবঞ্চনা!

(প্রদীপ)

কাঁদিতে পার

কাঁদিতে পার গো যদি চিরকাল নিতি নিতি,
এসো তবে এসো, সখা, দু-জনে করি পিরীতি।
মিলনে নাহিকো সাধ,
সে কেবল অপবাদ ;
রব মোরা দূরে দূরে, রবে শুধু সুখ-স্মৃতি!

মিলনের তরে মন কাঁদিবে আকাশে চাহি,
বুঝাইব দীর্ঘশ্বাসে,—জগতে মিলন নাহি!
এ ধরা মাটিতে গড়া,
নর-নারী স্বার্থে ভরা ;
এ নহে নন্দন বন, হেথা আছে লোক-ভীতি!

চোখে উছলিবে জল, মুখে ফুটিবে না কথা,
অন্তরে পিপাসা আশা, সম্মুখে বিরহ-ব্যথা।
কাছে আছ, তবু নাই!
আরো চাই—আরো চাই!
দিয়েছ, নিয়েছ সব—তবুও অভাব-গীতি!

মিলন নরক-দাহ—আমরণ হাহাকার,
নিমেষ-চঞ্চল-সুখে বুকে চির অগ্নি-ভার।
বিরহ-মথিত প্রেম,
অনল-কষিত হেম!
দিয়ো না কলঙ্ক-ডালি তুলে শিরে, হে অতিথি!
এ নহে প্রেমের রীতি।

(কনকাঞ্জলি)

দাও—দাও

১

একদিন চেয়েছিলে,—কি দৃষ্টি সজল!
জগৎ দেখিয়াছিনু নবীন উজ্জ্বল।
একদিন হেসেছিলে,—কি হাসি সরল!
হৃদয়ে জাগিয়াছিল কবিত্ব নির্মল।
একদিন কয়েছিলে,—কি কথা কোমল!
জীবনে জন্মিয়াছিল বিশ্বাস অটল।

২

সে মোহ কোথায় আজ! কি তীব্র চেতনা-
জীবন আস্বাদ-হীন, মরণ কামনা!
নাই সুখ দুখ স্বপ্ন, নাহিকো কল্পনা,
আশা-তৃষা-হীন দিন,—কি দীর্ঘ যন্ত্রণা!

দাও—দাও সত্য মিথ্যা,—যা ইচ্ছা, ললনা!
প্রেম নয়, দাও তবে প্রেম প্রবঞ্চনা।

(অগ্রন্থিত 'অর্চনা', আশ্বিন ১৩২১)

প্রেম-গীতি

১

কত যেন দোষী হয়ে, কত যেন পাপ লয়ে,
আসিয়াছি নিকটে তোমার!
যেন কি দুঃখের চিত্র, যেন কি সুতীব্র বিষ
আনিয়াছি দিতে উপহার!

জ্বলন্ত নয়নে আছে যেন কি কলঙ্ক-লেখা,
মুখ তুলে দেখিতে না চাও!
আছে মোর রুদ্ধ কণ্ঠে মৃত্যুর আদেশ যেন,
দেব-কর্ণে শুনিবারে পাও!

আঁধারে মাথার 'পরে পরিণাম-নিশাচর
দাঁড়াইয়া পাখা বিস্তারিয়া,—
দেখিতেছ তুমি যেন বর্তমান-মেঘ ঠেলি
সে আঁধার চিরিয়া চিরিয়া!

উদ্গার করিবে হৃদি কি অনল-ধাতুস্রাব,
চরাচর যাবে ছারখারে,—
নিবাতে নাবিবে যেন ঢালি সপ্ত পারাবার—
কিংবা তব চির-অশ্রুধারে!

জীবন আমার যেন বিকট শ্মশান-ভূমি,
অন্ধ অমা রেখেছে আবরি,—
তোমার নয়ন-পাতে ফুটিবে উষার আলো—
এখনি জাগিব হা-হা করি!

২

তাই তুমি ঘৃণা করে, ভীত হয়ে যাও সরে,
মোর শ্বাস পাছে লাগে গায়?

কি ছিলাম—কি হয়েছি, কেন যে বাঁচিয়া আছি—
দেখ না কেমনে দিন যায়!

শুন তবে, রমণী রে, বলি আজি গর্ব-ভরে—
এ প্রণয় স্বার্থ-শূন্য নয় ;
জনম—বিফল ব্যর্থ, এ স্বার্থ না হলে পূর্ণ ;
এ প্রণয় মহাস্বার্থময়!

শরীরে অভাব আছে, হৃদয়ে অভাব আছে,
জীবনে অভাব আছে মোর,
অভাব রয়েছে সুখে, অভাব রয়েছে দুখে,
মরণে অভাব আছে ঘোর!

লইয়া অভাব এত— লইয়া এ মহাশূন্য
আসিয়াছি নিকটে তোমার!
যতটুকু পার—দাও, হয় হোক্ বিন্দুমাত্র,
পুরাতে এ শুষ্ক পারাবার!

অবশিষ্ট অপূর্ণতা— লবে প্রেম পূর্ণ করি
দিয়া নিজ কল্পনা স্বপন।
তুচ্ছ প্রেমিকের আশা— ঘোরে না বিধির চক্র
মূলে না রহিলে এক জন!

(প্রদীপ)

'এতদিন পর'

আমি কি করিব বল, ক্ষীণ প্রাণ, হীন মন,
ক্ষুদ্র শক্তি, অল্প আশা মোর।
না জানি কি বুঝে তুমি কি মত্ততা দিলে ঢেলে,
দিলে ঢেলে কি আনন্দ ঘোর!
রুদ্ধ শ্বাসে রুদ্ধ নেত্রে— কি নিগূঢ় আকর্ষণে
আপনায় অক্ষম হইয়া,
তৃপ্তির অসীম বুকে— প্রাণের গভীরতায়
একেবারে পড়েছিনু গিয়া!

আজি সে স্বপন-অন্তে এসেছি তোমার কাছে,
কত দিন পরে তা বুঝি না।
একটি ঘুমের পরে এসেছি তোমার কাছে,
ঘুমায়েছি কত তা জানি না।
ও মুখ দেখিয়া আজ মনে হয় তীর্থ ঘুরি
আসিয়াছি দেশে পুনরায়।
একটি সাধনা পূর্ণ হইয়াছে এতদিনে,
অন্য সাধনায় প্রাণ চায়।

তোমার বিরহে আমি হইব জীবন্তে মৃত,
সে তো ছিল প্রথম সাধনা।
আমাতে তোমারে রাখা, আমাতে তোমারে ভাবা,
সে তো ছিল প্রথম কামনা।
প্রেম তো আপনি চায় প্রেমাস্পদে মিশে যেতে
অসহ্য হইয়া আপনায় ;
জগতেরে ছেড়ে দিয়ে, নিজেরে ভুলিতে গিয়ে
নিস্বার্থ বলিয়া স্বার্থ চায়!

দাও শিক্ষা যোগময়ি! যেখানে থাক না তুমি,
কিসে দেখি সৌন্দর্য তোমার।
তোমাতে মগন হয়ে— সত্ত্বা তব ভুলে গিয়ে
একা হই পূর্ণ অবতার!
ভাবিয়া বিন্দুরে এক ব্যাপ্ত হই বিশ্বময়—
শিখা রে শিখা সে প্রেম-যোগ।
ছিঁড়ে যাক নাভি-শিরা, ঘুচে যাক জীবনের
চির-জন্মগত স্বার্থ-রোগ।

জন্মিয়া অনন্ত-মাঝে, বাড়িয়া অনন্ত-মাঝে,
অনন্তের হয়ে সহচর—
তুচ্ছ সুখে দুখে আর কেন আত্মহত্যা করি
আপনায় করিয়া নির্ভর?
ক্ষুদ্র রূপ-শিখা ওই দাও দাও নিবাইয়া,
সম্মুখে উঠুক রবি হেসে!
ক্ষুদ্র তটিনীর কূলে ডুবায়ে রেখ না আর,
সম্মুখে সাগর যাক ভেসে!

চরণে বিশাল পৃথ্বী, পশ্চাতে উত্তুঙ্গ গিরি,
শিরোপরে অনন্ত আকাশ—

দাঁড়াও, শুভদে দেবি,   মুক্ত কেশে হাসি মুখে,
কামনার হোক সর্বনাশ।
দেহ সে অজর প্রেম,   অমরের চির পূজ্য—
চির শুভ সুন্দর মহান।
লহ, এ জীবন লহ,   জীবন-সর্বস্ব লহ—
পদে তব চির বলিদান।

(কনকাঞ্জলি)

কামে প্রেমে

১

কি মধু-যামিনী!
সুদূর তটিনী-বুকে   চন্দ্রিকা ঘুমায় সুখে,
বিহ্বলা বিবশা যেন নবোঢ়া কামিনী!
তর-তর থর-থর বন উপবন—
সংগীতে কাঁপিছে যেন চিত্রের মতন!

বিস্মিত নয়নে,
ঢল-ঢল পূর্ণ শশী   সুনীল আকাশে বসি,
খুঁজিতেছে ধরণীর প্রতি অণু যেন—
এ পূর্ণ জগৎ-মাঝে অপূর্ণতা কেন!

লয়ে তরু লতা পাতা চন্দ্রমা চন্দ্রিকা,
ধরণী নিঃশ্বসি কহে,—কপোলে শিশির বহে,—
'কোথা রাজে মহারাসে সে শ্যাম রাধিকা!'
কোথা—কোথা—কোথা!

২

কোথা প্রেম, কোথা প্রীতি,   সে কল্পনা, স্বপ্ন, স্মৃতি
সেই হাসি, সেই বাঁশি, সেই জাগরণ—
নয়নে নয়নে সেই চির-অন্বেষণ!

নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি,   কি অশ্রান্ত মহাভ্রান্তি!
না শুকায়—না ফুরায় কি সুধা-নির্ঝর!
জীবনে না হয় শেষ কি কাব্য সুন্দর!

দেব-ত্যক্ত ধরাতলে, নরকের কোলাহলে
সেই ঋষি-আশীর্বাদ, দেব-কণ্ঠহার!
সাধনার মহামন্ত্র—অমরার-দ্বার!

৩

হায়, প্রিয়া, হায়,
কই কই সে মিলন—লতিকার আলিঙ্গন,
মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, শিরায় শিরায় ;
পাকে পাকে ভাঙে চিত্ত, তবু কি আনন্দ নিত্য,
রোমে রোমে যেন মত্ত-সমুদ্র গড়ায়!

কই সেই সুখ স্থির, সে মহান, সে গম্ভীর–
অনন্ত আকাশ-সম আপনায় লীন?
সে আগ্রহ, সে নিগ্রহ, সে যন্ত্রণা অহরহ,
শত রবি শশী মরে—ভ্রূক্ষেপ-বিহীন!

কই সে করুণ স্পর্শে শত স্বর্গ জাগে হর্ষে?
কই সে ভ্রূভঙ্গে শত নরক-সৃজন?
ধরণী লোটে না পায়, ভাগ্য অচেতন-প্রায়,
জীবনে জাগে না আর সহস্র জীবন!

৪

কবি যোগী ঋষি লয়ে সে প্রেম উধাও হয়ে
পলায়েছে স্বর্গে—কিংবা নন্দনে, নির্বাণে!
ভূত-দেহ আছে পড়ি, পিশাচের বেশ ধরি,
আমরা কি নৃত্য করি এ অমা-শ্মশানে!

লয়ে তার মৃদু হাসি গড়ি টীকা রাশি রাশি
প্রাণ-গত অশ্রু লয়ে বাদ প্রতিবাদ ;
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ধরি আশ্লেষ বিশ্লেষ করি ;
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে হেরি শঠতা প্রমাদ।

ভালোবাসা—চিরভক্তি, চাই প্রাণ, চাই শক্তি,
এ অনন্ত অনুভূতি খেয়ালের নয় ;
বহু স্বার্থ-আত্ম-ত্যাগে, বহু জপে তপে যাগে,
বহু ধৃতি-ক্ষমা-যত্নে প্রেম সমুদয়।

৫

বল, প্রিয়া, ইহা কাম—বিধাতা সদাই বাম—
তুচ্ছ কুতূহল ইহা, সময়-যাপন ;
রাগে মানে বেঁচে রয়ে, মরে যায় তৃপ্ত হয়ে—
বিরক্তি ভ্রূকুটি সয়ে চুম্বনে মরণ।

হৃদয়ের প্রতি স্তরে ভ্রমিয়া কৌতুক-ভরে,
আশা সাধ মায়া তৃষা দু দণ্ডে পড়িয়া—
সারাটা জীবন মম, পঠিত গ্রন্থের-সম,
ফেলে দিলে তৃপ্ত হয়ে, তাচ্ছল্য করিয়া।

নীলাকাশ শশী রবি—অতি পুরাতন ছবি,
বিস্ময়ে না হেরে আর মানব-নয়ন ;
অন্ধকার খনি-তলে ক্ষুদ্র মনি-কনা জ্বলে,
ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া তার দুষ্প্রাপ্যে যতন!

কল্পনায় মূর্তি এঁকে, অথবা চকিতে দেখে
আমরণ ভক্তি-ভরে পারি পূজিবারে!
পারি—কৃষকের মতো ছুটিবারে অবিরত
ইন্দ্রধনু পিছে পিছে যেতে স্বর্গদ্বারে!

৬

শত ফেরে প্রাণ বাঁধি একা আমি বসে কাঁদি—
মঙ্গলে সংশয়—এ যে সর্ব-পাপ-মূল!
নগ্ন প্রাণে, নগ্ন দেহে, শিশু আসে ভব-গেহে ;
কেন রবি মুগ্ধ-নেত্র, ধরা স্নেহাকুল!

দিবা-শেষে অন্ধকার, উপভোগে শ্রান্তি-ভার,
পূজা-শেষে বিসর্জন জগৎ-নিয়ম ;
প্রণয় জগদতীত, যত দাও—নহে প্রীত,
দাও, দাও, দাও সদা, নাহি ধারা ক্রম।

যত জ্যোৎস্না ঝরে পড়ে ততো চাঁদ শোভা ধরে
বিলালে ছড়ালে প্রেম কোটি গুণ বাড়ে!
নায়ক মশানে যায়—তবু প্রিয়া-গুণ গায় ;
মৃতদেহ পচে যায়—নায়িকা না ছাড়ে!

(প্রদীপ)

অভেদে প্রভেদ

১

নারী,
যুগ-যুগান্তর ধরি একত্র সংসার করি,
 এক লক্ষ্য অনুসরি আমরা দু-জনে ;
 তবু কি বিভিন্ন মোরা—অভিন্ন মিলনে!

এ জগতে সুখে দুখে, ফুল্ল বা বিষণ্ণ মুখে,
 পাশাপাশি আছি দোঁহে দাঁড়ায়ে সংসারে ;
দারিদ্র্যে বা অভিমানে দু-জনায় জ্বলি প্রাণে ;
 এক শোকে তাপে দোঁহে কাঁদি হাহাকারে।

এক চিন্তা, এক ডর, এক শত্রু মিত্র পর,
 দু-জনে বেঁধেছি ঘর পরস্পরে ধরি ;
এক আশা, এক কর্ম, এক পাপ, এক ধর্ম—
 এক স্রোতে ভাসি দোঁহে জড়াজড়ি করি।
 তবু—তবু কি প্রভেদ এ অভেদে পড়ি!

২

প্রত্যক্ষ-আপনা লয়ে আছ তুমি মুগ্ধ হয়ে—
 ক্ষুদ্র আশা-পরিসরে পঙ্কিল মলিন ;
গর্ব লজ্জা অভিমান— সদা স্বার্থ-অনুষ্ঠান ;
 প্রতিবন্ধে উর্দ্ধ-ফণা—নির্মম কঠিন।

সুখ দুখ বাসনায় কেন্দ্র করি আপনায়—
 হেরিতেছ আত্মপর মুষ্টির ভিতরে ;
ধর্ম, কর্ম, শুভ, শান্তি, চিন্তা, ডর, ভুল, ভ্রান্তি—
 লুতা-সম আপনার তন্তুতে বিহরে।

এই আশা তৃষ্ণা মোর অপ্রত্যক্ষে সদা ভোর,
 হৃদয় ভেদিয়া ধায় মিশিতে আত্মায় ;
দারিদ্র্য বা অভিমান, চিন্তা, ডর, বাহ্যজ্ঞান
 পলকে—পলকে ফেলি হারায়ে কোথায়!

দূরে—দূরে—কত দূরে এ কল্পনা সদা ঘুরে,
 চাহিলে ধরার পানে পড়ে দীর্ঘশ্বাস!
সুখ দুখ আত্মপর, সীমা-রেখা ক্ষীণতর—
 কোথা সত্য—কোথা মিথ্যা—সন্দেহ—বিশ্বাস!

৩

অভেদে প্রভেদ এই কিবা সুমঙ্গল!
এ সংসার-রণাঙ্গনে হেন দৃঢ়-আলিঙ্গনে
না মিলিলে ভিন্ন-গতি দুটি মহাবল,—
গ্রহ উপগ্রহ লয়ে বিশ্ব যেত চূর্ণ হয়ে,
বিধির সৃজন-কল্প হইত বিফল!

অভেদে এ ভেদ সম— রহিতো কি নিরুপম
শরতে বর্ষার ছায়া, রৌদ্রে মেঘ-ধ্বনি!
শীতের সায়াহ্ন-বেলা সহসা মলয়-খেলা,
সাগরে অনল-লীলা, তড়িতে অশনি।

৪

নারী।
তুমি বিধাতার স্ফূর্তি, কঠোরে কোমল মূর্তি,
শুষ্ক জড় জগতের নিত্য-নব ছলা!
উপচয়ে দশহস্তা, অপচয়ে ছিন্নমস্তা,
মায়াবদ্ধা, মায়াময়ী, সংসার-বিহ্বলা!

তুমি শান্তি-স্বস্তি-দাত্রী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী,
সৃষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী, ভব-দুঃখ-হরা!
আত্মমধ্যা, স্বয়ংস্থিতা, সৌন্দর্যে অপরাজিতা,
মুগ্ধা, আশ্লেষ-রূপা, বিশ্লেষ-কাতরা!

আমি জগতের ত্রাস, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বাস,
মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেত্রে কালানল;
শ্মশানে মশানে টান, গরলে অমৃত-জ্ঞান,
বিষকণ্ঠ, শূলপাণি, প্রলয়-পাগল।

তুমি হেসে বসে বামে, সাজায়ে কুসুম-দামে,
কুৎসিতে শিখালে, শিবে, হইতে সুন্দর!
তোমারি প্রণয়-স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ,
পাগলে করিল গৃহী, ভুতে মহেশ্বর!

যে দিকে ফিরিয়া, প্রিয়া, দেখ একবার—
আমাদেরি দুই বলে, এই ভেদাভেদচ্ছলে,
ঘুরিছে ব্রহ্মাণ্ড-চক্র, চলিছে সংসার।

(প্রদীপ)

প্রার্থনা

দুঃখী বলে,—'বিধি নাই, নাহিকো বিধাতা ;
চক্র-সম অন্ধ ধরা চলে।'
সুখী বলে,—'কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায়?
ধরণী নরের পদতলে।'

জ্ঞানী বলে,—'কার্য আছে, কারণ দুর্জ্ঞেয় ;
এ জীবন প্রতীক্ষা-কাতর।'
ভক্ত বলে,—'ধরণীর মহারাসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর।'

ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান।'
কবি বলে,—'তুমি শোভাময়।'
গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,—
'দয়াময়, হও হে সদয়!'

(শঙ্খ)

সন্ধ্যা

দূরে—সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারানী,
সুনীল বসনে ঢাকি ফুলতনুখানি।
তরল গুণ্ঠন-আড়ে
মুখ-শশী উঁকি মারে ;
সরমে উছলি পড়ে কত প্রেম-বাণী!

নব-নীলোৎপল মতো
আঁখি দুটি অবনত ;
সম্ভ্রমে সঙ্কোচে কত বাধিছে চরণ!

পতির পবিত্র ঘরে
সতী পরবেশ করে—
হাতে সুবর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন!

নয়নে গভীর তৃপ্তি—
ক্ষীরোদ-সমুদ্র-দীপ্তি ;
অধরে চন্দ্রিকা-হাসি—বিজয়-বিশ্রাম!
নিঃশ্বাসে মলয়াবেগ,
অলকে অলক-মেঘ,
শুক্রতারা-মুকুতার—নৃত্য অভিরাম!

আসে ধনী আথি-বিথি,
কপালে তারকা-সিঁথী,
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু—দিনান্ত-তপন ;
গুচ্ছে গুচ্ছে কালো চুলে
স্তব্ধ অন্ধকার দুলে ;
দিগন্ত-বসনাঞ্চ লে কত না রতন!

গলে নীহারিকা-মালা,
করে সপ্তঋষি-বালা,
রাশিচক্র-মেখলার কি ক্রীড়া মঙ্গল!
জলদ চরণ-তলে
কান্দিছে মঞ্জীরচ্ছলে ;
বনানী-বসনপ্রান্তে—চিত্র ঝল-মল্!

অপূর্ব অপূর্ব দৃশ্য!
সম্ভ্রমে প্রণমে বিশ্ব,
দেবতা আশিস্-ছলে বরষে শিশির।
নদীমুখে কল-গীতি,
সমুদ্র-হৃদয়ে স্ফীতি,
অগুরু-চন্দন-ধূপে অলস সমীর।

ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে—
পুলিনে, তুলসি-তলে,
যেন শত চক্ষু মেলে হেরিছে ধরণী!
মন্দিরে মঙ্গলারতি.
বালা পূজে সন্ধ্যাসতী,
পুরনারী ভক্তিভরে করে শঙ্খ-ধ্বনি!

এসো, প্রিয়া—প্রাণাধিকা,
জীবন-হোমাগ্নি-শিখা!
দিবসের পাপ-তাপ হোক হতমান!
ওই প্রেমে—প্রেমানন্দে,
ওই স্পর্শে, বাহুবন্ধে,
আবার জাগুক মনে—আমি যে মহান্,
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্য-প্রধান!

(শঙ্খ)

সদ্যোজাতা কন্যা

১

কে তুই রে সুধারাশি পড়িলি ঝাঁপায়ে
প্রেয়সীর কোলে!
সমুদ্র আকুল হিয়া, কোটি বাহু আস্ফালিয়া,
তোরে কি ডাকিতেছিল কল্লোলে কল্লোলে?

তোরে কি ডাকিতেছিল অধীর ঝটিকা
শ্বসি বার বার?—
করি ধরা হুলুস্থূল, উপাড়িয়া তরুমূল,
ভাঙিয়া সমুদ্রকূল—করি হাহাকার?

তোরে কি খুঁজিতেছিল শত চক্ষু দিয়া
বিহ্বল আকাশ?—
ফুল, ফল, লতা, তরু, নদ, নদী, গিরি, মরু—
জড়ায়ে সমস্ত ধরা মিটেনি পিয়াস?

২

কোথা ছিলি এত দিন? ছিলি কি লুকায়ে
শারদ জ্যোৎস্নায়?—
কোথা ছিলি এত দিন? ছিলি কি বসন্তে লীন?
ছিলি কি বরষা-প্রাতে, নিদাঘ-সন্ধ্যায়?

কোথা ছিলি এত দিন? ছিলি কি লুকায়ে
প্রেয়সীর পাশে?—

প্রেম-আলিঙ্গন-স্পর্শে, কি জানি—কি সুখে হর্ষে,
ঝাঁপায়ে পড়িলি বুকে সরল বিশ্বাসে!

কিংবা আজীবন এই হৃদয়-ব্রহ্মাণ্ডে
যে আকুল স্নেহ—
অণু-পরমাণু মতো ঘুরিত রে অবিরত,
ঘুরে ঘুরে এত পরে ধরেছে ও দেহ!

৩

আয় বাছা, কর্ম্মক্ষেত্রে মহাজন তুই,
অতীতে নবীন!
ধরিয়া নূতন কায়া এসেছ মায়ের মায়া,
পুত্র হতে ফিরে নিতে পূর্ব স্নেহ-ঋণ!

আয় বাছা, আমাদের ভাগ্যলিপি তুই,
দেব-আশীর্বাদ!
দেহ যাবে ধরা হতে, চিরপ্রাণ রেখে তোতে ;
আয় শান্ত জীবনের অনন্ত আস্বাদ!

কিংবা সৃষ্টি আদি হতে আজিকে অবধি
ধরার ভিতর—
যত প্রাণ গেছে টুটে, তোমাতে এসেছে ফুটে—
মরণ-সাগরে নব জীবন সুন্দর!

কিংবা ভবিষ্যত-গর্ভে আছে যত প্রাণ,
রে উষা-আলোক!
তোমারেই কবে ভর, আসিছে তোমার পর—
বীজে যথা কল্পতরু, অণুতে ভূলোক!

৪

অনাদি-অনন্ত-রূপা মহাকাল-মায়া,
আয়, বুকে আয়!
আয় সৃষ্টি-স্থিতি-মূর্তি, আয় বিশ্বরূপা-স্ফূর্তি,
কি যত্ন করিব তোরে—স্নেহে না কুলায়!

নমি প্রজাপতি-পুণ্য, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী!—
ধন্য কর্ম্মভূমি!
ধন্য এ মোহের ঘোর—পাপ তাপ দুঃখ মোর,
জীবন-মন্থন-শেষে এলে যদি তুমি!

এসো, তুমি লো প্রকৃতি! শক্তি-রূপিণীরে
লয়ে কোলে তবে!
নিষ্কম্প-প্রদীপ-আঁখি— আজীবন চেয়ে থাকি,
দুলুক হৃদয়-পদ্ম প্রেমের প্রণবে!

(শঙ্খ)

পূজার পর

কোন মতে ভাঙা ঢোল করি আহরণ,
সন্ধ্যায়, আহার-অন্তে, বীরমদে মাতি,
দুলাল, লইয়া লাঠি, ফুলাইয়া ছাতি,
খুকিরে গর্জিয়া বলে,—'আরে দুরাত্মন্!'
ভীরু কন্যা বলে,—'দাদা, নাহি চাহি রণ—
ভয়ে শুষ্ক মুখে বসে ভূমে জানু পাতি।
তথাপি নিস্তার নাই, ভূমে মারি লাথি,
বলে পুত্র,—'মোর হস্তে নিশ্চয় নিধন!'

না হেরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী, মত্ত রণোন্মাদে,
দ্বারে শত্রু অনুমানি করে মুষ্ট্যাঘাত—
আচম্বিতে করপদ্মে হেরি রক্তপাত,
বীর-সহ সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে!
গৃহিণী দিলেন আসি ঘা-কত অবাধে।
ব্যথায় ফোঁপায় বাছা শুয়ে সারা রাত।

(শঙ্খ)

মানিক

পাঁচ বছরের আমি, হ্যাঁগা বড় মামী,
আর ক বছর পরে বড় হব আমি!—
বড় হলে দেখো তুমি, আমি ও মহিম
দু-জনে ঘোরাব শুধু সোনার লাটিম!

ইচ্ছে হয় পাঠশালে যাব, বা যাব না,
করিবে না 'শ্যামা' আর পিছনে তাড়না!
বই ছিঁড়ি, কালি ফেলি, হারাই পেন্সিল,
মারিবে না দাদা আর ঘাড় ধরে কিল।

দেখো তুমি—বড় হলে শুধু খাব মুড়ি,
ওড়াব সকাল হতে ছাদে বসে ঘুড়ি!
হাত-ভাঙি, পা-ভাঙি, ছাদ হতে পড়ি—
কিবে না বাবা আর অত রাগ করি।

খাই আর না-ই খাই, বড় হলে মা—
জোর করে ঘাড় ধরে ভাত খাওয়াবে না!
কাদা মাখি, ঢেলা ছুঁড়ি, করি মারামারি—
লাগাবে না ভয়ে কেউ আমাদের বাড়ি।

বড় হলে দেখে নিয়ো, পিসিমা কেমন
মেনিরে তাড়ায় রেগে যখন তখন!—
বাবার সোনার সেই বড় চেন দিয়ে,
মেনিরে ঠাকুর-ঘরে রাখিব বাঁধিয়ে!

বোসেদের বানরটা ধরা যদি যায়—
লুকায়ে রাখিব, দেখো, বৈঠক-খানায়!
কাছারিতে গেলে বাবা, বেতে দমাদ্দম,
লাফাতে শেখাব তারে কতই রকম!

রোজ আমি যাত্রা দেব, হনুমান বেড়ে
লাফাবে, খিঁচোবে, যাবে ছেলেদের তেড়ে!
রোজ তুমি যাবে, নেবে যা ইচ্ছে, মামী!
তোমার ও কাকাতুটা, নিয়ে যাব আমি?

শিশু-হারা

হা বিধি,
কেন রে করিলি তারে চুরি!
অভাব কি হয়েছিল স্বরগে মাধুরী?
ভরিতে কাহার বুক
হরিলি আমার সুখ!
তার সেই হাসিমুখ চাঁদে নাহি দিলে—
যেত কি রে সব আলো নিবিয়া অখিলে?

বুকখানা ভেঙে চুরে
কার বুকে দিলি জুড়ে—
আমার সে বুকে বাঁধা বাহু দুটি তার?
ছিঁড়েছিল কোন্ শাখা কল্প-লতিকার!

আমারে করিয়া অন্ধ,
কারে দিলি সে আনন্দ?
কোন্ স্বর্ণ-হরিণীর অন্ধ শিশু ছিল—
সেই দুটি টানা চোখে আবার চাহিল!

কোন্ নন্দনের পাশে,
অলস জ্যোৎস্নার হাসে,
কোন্ মন্দাকিনী-স্রোত থেমেছিল ভুলে—
চলি-চলি চলা তার দিলি কূলে কূলে!

কোন্ অপ্সরীর বীণা
হতেছিল সুরহীনা?
দিয়ে তার আধ কথা—নবীন ঝঙ্কার,
বিষণ্ণ দেবতাকুলে ভুলালি আবার!

বাছা রে,
আজি স্বর্গ-রঙ্গভূমে
কত দেবী তোরে চুমে!
সে আনন্দ-কোলাহলে খুঁজিস কি মোরে?
পেয়েছে কি হেন কেহ
জানে জননীর স্নেহ!
তেমনি কি ভয়ে—ভূমে নামায় না তোরে?

শত কোলে ফিরে ফিরে
কার কোলে ঘুমালি রে—
আপন করিলি কারে মায়ে করে পর!
জীবন-শ্মশান-কূলে
বসে আছি বড় ভুলে!
মরণে কাতরে ডাকি জড়ি দুই কর—
আজ তুই কোথা, বাছা, কত দূরান্তর!

(শঙ্খ)

বালকবিধবা

হারায়েছে পতি নবম বরষে,
বিবাহের প্রায় দু-মাস পরে।
লোকে বলে তার কি পোড়া কপাল,
এমন স্বামী কি অকালে মরে!

বিবাহের কিছু মনে নাহি পড়ে,
শুধু মনে পড়ে দূরে বাজিছে বাঁশি—
উঠানে উঠিছে কল কল রব,
ছুটাছুটি করে সকলে হাসি।

কখন অলস মনেতে ভাবিতে ভাবিতে
স্বপনের মতো চমকে প্রাণে—
চেয়ে আছে যেন দুটি টানা চোখ
অতি শ্রান্ত হয়ে চোখের পানে।

কখন ঘুমাতে ঘুমাতে ওঠে চমকিয়া,
কে যেন হাতটি ধরিল আসি—
চারি দিকে চায় কেহ কোথা নাই,
বিছানায় কাঁপে চাঁদের হাসি।

কখন ভোরেতে সহসা ওঠে শিহরিয়া,
কে যেন ঈষৎ চুমিল তায়—
চারি দিকে চায় কেহ কোথা নাই,
বহে পরিমল-শীতল বায়।

কেমন সারাটা সকাল উদাস হৃদয়,
সব কাজে যেন করিছে ভুল—
গাছের তলায় কি ভেবে দাঁড়ায়,
তুলিতে আসিয়া পূজার ফুল!

কেমন সারাটা দুপুর কাটিয়া কাটে না,
বসিয়া বসিয়া নদীর তীরে—
উড়ে যায় চিল, ভেসে যায় মেঘ,
ডিঙি বেয়ে গেয়ে জেলেরা ফিরে।

কেমন সাঁঝের সময় চোখে আসে জল,
কোলে পড়ে মালা—কি ভেবে সারা!
বার বার চায় আকাশের পানে,
উঠিয়াছে কি না সাঁঝের তারা।

বসন্তে কেমন ভেঙে পড়ে বুক,
আলোকে গিয়াছে জগত পূরে!
সবাই বলিছে আসিছে—আসিছে,
কোথা তুমি, নাথ, জগৎ-দূরে!

বরষায় হৃদি অতি গুরুভার,
মেঘে মেঘে গেছে আকাশ ভরি—
এসো গো স্বামিন্— এসো গো বাহিয়া
মরণ-সাগরে সোনার তরী!

এসো তুমি নাথ, জন্মান্তর-ছায়া
বারেক দেখিব নয়ন ভরি!
বারেক কাঁদিব চরণে পড়িয়া—
যে দুটি চরণ স্বপনে গড়ি।

(শঙ্খ)

বিপত্নীক

বিশাল সংসার সেই পড়ে আছে, হায়!
সেই দিন যায় বয়ে
আলোক-আঁধার লয়ে ;

একা আছি শূন্যে চেয়ে—এ শূন্য ধরায়!
সে-ই নাই, হায়!

নাই সে উষার হাসি—
প্রভাত-আনন্দ-রাশি!
নাই সে সন্ধ্যার তারা—বিশ্রাম-আশ্রয়!
নাই সে জীবন-মায়া—
মধ্যাহ্ন-বকুল-ছায়া!
কোলে সে সেতার নাই, দেহে সে হৃদয়।

বহিতেছে সেই বায়—
চমকিয়া পায় পায়
ফুলের সুবাস মতো কেহ নাহি আসে!
ফুটিতেছে সেই শশী—
জ্যোৎস্না মতো খসি খসি,
গায়ে পড়ে—বুকে পড়ে কেহ নাহি হাসে!

সেই উপবন-গায়
সে তটিনী বহে যায়,
সে প্রমোদ-তরী আর ভেসে না বেড়ায়!
লতা-ফাঁকে, তরু-কোলে
সে জ্যোৎস্না নাহি দোলে!
পথে পড়ে ফুলরাশি—কে দলিয়া যায়!

সে শয়ন-গৃহ এই,
গৃহে সে আলোক নেই,
আলোকে সে খেলা নেই, খেলায় সে টান!
পালঙ্কের আশেপাশে
সে হাসি আর না ভাসে—
যবনিকা-অন্তরালে সে মুগ্ধ নয়ান!

কতদিন গেছে চলে—
নাহি আর গৃহতলে
লুণ্ঠিত অঞ্চল-চিহ্ন, চরণের রাগ।
নাহি আর এ শয্যায়
সে রূপ-আভাস, হায়,
সে পবিত্র দেহ-গন্ধ—সে স্বপ্ন সজাগ!

সে বৈকুণ্ঠধাম মম
আজি রে শ্মশান-সম—
হানা ঘরে বায়ু যেন ঘুরি হাহা করে!
কোণে কোণে জমে ধুলা,
হেথা হোথা বইগুলা,
ছেঁড়া ছবি, ভাঙা বীণা অযতনে পড়ে।

তার সে মুখর শুক
পাখায় ঢেকেছে মুখ,
আদর না পায় কারো—আদর না চায়।
সাধের শিখীটি তার
নাচে না নিকুঞ্জে আর,
সাধের হরিণী তার মরেছে কোথায়!

তার সে আদুরে মেয়ে
দ্বারে বসে পথ চেয়ে—
ঠোঁটে আর হাসি নাই, মুখে নাই রব!
কোলে তুলে নিতে গেলে,
অমনি কাঁদিয়া ফেলে—
ঘরে যেন কেহ নাই, পথে যেন সব!

দাস দাসী পরিজন
সকলেই ভাঙা মন,
পিছন কাটাতে পেলে প্রাণ যেন পায়।
আঁধারে দুঃস্বপ্ন-সম
কি দীর্ঘ জীবন মম—
কারে কি সান্ত্বনা দিব, কে দিবে আমায়!

বুঝেছি কপাল মোর,
তবু ঘুচে নাই ঘোর—
ভাবিতে ভাবিতে কভু সব ভুলে যাই!
রজনী গভীরা হেন,
তবু সে আসে না কেন—
সহসা চমক ভাঙে, তবু দ্বারে চাই!

আবার মুদিয়া আঁখি
কত কি ভাবিতে থাকি—
মৃতেরা এ ধরাতল দেখিতে কি আসে?

কোথা হতে সে যদি রে
সহসা আসিয়া ফিরে—
আঁখিযুগ ঢাকে করে, বসে হেসে পাশে!

বলে বসে গত-কথা,
বাঁধে গলে বাহুলতা,
বলে চুম্বি—দেহ-অন্তে হইবে মিলন!
বলিবে কি এখনো রে
ভুলিতে পারেনি মোরে—
মরণেও আছে তার জীবন-বন্ধন!

কেবা দেয় সে বিশ্বাস—
মৃত্যু পরে স্বর্গবাস,
এ সংসার কর্মভূমি—স্বর্গের সোপান!
পাপ হতে কেবা রাখে?
পুণ্যপথে কেবা ডাকে?
কোথা এ দুঃখের শেষ—কোথা ভগবান্!

(শঙ্খ)

শিশু আজ সন্ধ্যাবেলা

শিশু আজ সন্ধ্যাবেলা দিবে না পড়িতে ;
লবে এই বই-খানা,
কিছুতে মানে না মানা,
কোনমতে পাতাগুলা হইবে ছিঁড়িতে।
ছেঁড়া বই, ছেঁড়া পাঁজি—
কিছুতে সে নহে রাজি,
হাঁড়ি, সরা, হাতি, ঘোড়া—চাই না তাহার
ছবি তাস বাঁশি ঢোল—
তবু সেই গণ্ডগোল,
অবশেষে ঘা-কতক দিলাম প্রহার।

কাঁদিতে কাঁদিতে দুষ্ট ঘুমাল এখন।
এবার নিশ্চিন্ত বেশ,
বই-খানা করি শেষ—

দিনে দিনে হইতেছে আদুরে কেমন!
প্রতিদিন মনে হয়,—
এত স্নেহ ভালো নয়,
অনিত্য মায়ায় মজি ভুলি নিত্য কাজ।
"ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—"
অক্ষর পড়িছে নেত্রে,
বুঝিতে পারি না অর্থ, থাক্ তবে আজ।

নিঃশব্দে চুম্বিয়া—দিনু মুছিয়া নয়ান।
ম্লান জ্যোৎস্না মুখে লোটে
ঈষৎ বিভিন্ন ঠোঁটে
এখনো কাঁপিছে যেন ক্ষুব্ধ অভিমান!
ভিজা-ভিজা আঁখি-পাতা,
নেতিয়ে পড়েছে মাথা,
শ্বসিছে নিঃশ্বাসে কত অব্যক্ত বেদনা!
তুলিলাম বুকে করি,
নয়নে রয়েছে ভরি—
তার মৃত জননীর বিস্মৃত প্রার্থনা!

(এষা)

জীবনে চাহি না কিছু আর

জীবনে চাহি না কিছু আর,
শুধু তারে দেখি একবার,
একবার তার মুখখানি!
জ্বলুক্—যতই জ্বলে প্রাণ,
করিব না কোন অভিমান,
সুখী হব, 'সুখে আছে জানি'।

জীবনে সে পায় নাই সুখ,
দুখে কভু ভাবে নাই দুখ,
রোগে শোকে হয়নি চঞ্চল ;
সরল অন্তরে, হাসিমুখে,
সকলি সহিয়াছিল বুকে ;
কাঁদিলে যে হবে অমঙ্গল।

বলেছি অনেক রূঢ় কথা,
দিয়েছি অনেক বুকে ব্যথা,
সকলি সয়েছে ভালোবাসি।
অনাদরে ফাটিয়াছে বুক,
তবু ফুটে নাই কভু মুখ,
হাসিতে ঢেকেছে অশ্রুরাশি।

পায় নাই যতন আদর,
তবু—তবু ছিল কি সুন্দর!
ইঙ্গিতের বিলম্ব না সয়—
প্রাণের মমতা যত্ন দিয়া
সব দুখ দিত মুছাইয়া,
দিত পদে পাতিয়া হৃদয়।

সুখে দুঃখে ছিল চির-সাথী,
জগৎ-জুড়ানো জ্যোৎস্নারাতি!
জীবনের জীবন্ত-স্বপন!
আপনারে হারায়ে—হারায়ে
গিয়াছিল আমাতে জড়ায়ে,
প্রতিদিন-অভ্যাস মতন।

পড়ে আছে নয়নে নয়ন—
অসঙ্কোচে করি আলাপন ;
দেহে দেহ, নাহিকো লালসা।
হৃদে হৃদি, প্রাণে প্রাণ হেন—
অতি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব যেন!
এক আশা ভাবনা ভরসা।

ছায়া-সম ফিরি নিরন্তর,
কখন দিত না অবসর
বুঝিতে সে প্রেমের মহিমা ;
মর্মে মর্মে বুঝিতেছি আজ,—
তার প্রতিদিবসের কাজ,
চলা, বল, চাহনি, ভঙ্গিমা!

আহারে বসিলে, বসি কাছে,
"খাও, নাও, কেন পড়ে আছে?"
কত তৃপ্তি, কত ব্যাকুলতা!

নিশায় চরণ-সেবা করি,
নিদ্রায় আনিত বলে ধরি ;
প্রভাতে চরণে অবনতা।
যখন যা করেছি মনন—
আগে-ভাগে করি আয়োজন,
অপেক্ষায় রহিত বসিয়া।
ক্ষুদ্র দুখ, তুচ্ছ অনটন—
যখনি হয়েছি অন্যমন,
অমনি চেয়েছে নিঃশ্বসিয়া।

রোগে জাগি দ্বিপ্রহর রাতে—
শিয়রে বসিয়া পাখা হাতে,
নাহি নিদ্রা, নিমেষ নয়নে।
স্বপ্নে যদি কভু কাঁদিয়াছি,
বলিয়াছে,—"এই কাছে আছি ;"
দেছে ঘর্ম মুছায়ে যতনে।

ঘর দ্বার জগৎ সংসার,
সকলি—সকলি ছিল তার!
আমি নিত্য অতিথি নূতন ;
দিলে পাই, নিলে তুষ্ট হই,
গৃহপানে কভু চেয়ে রই—
অনায়াস দিবস কেমন!

দিত মনে কি ধীর উল্লাস!
দিত প্রাণে কি দৃঢ় বিশ্বাস!
শোকে দুঃখে কি স্নিগ্ধ সান্ত্বনা!
কত শক্তি আপদে বিপদে!
কত শোভা গৌরবে সম্পদে!
ভুলে ভ্রমে নীরব মার্জনা।

আজ বুঝি—আমি অপরাধী,
মর্মে মর্মে তাই এত কাঁদি,
বহি নিজ পাপ-তুষানল।
অহঙ্কারে রুদ্ধ করি মন,
করেছিনু প্রেম-সংযমন,
খুঁজেছিনু ছলনা কেবল।

বলিনি, বলিতে ছিল কত!
লুকাইতে ছিলাম বিব্রত,
লয়ে অভিমান রাশি রাশি।
মন খুলে,—প্রাণ খুলে তারে
বলি নাই কেন বারে বারে,—
'ভালোবাসি—বড় ভালোবাসি!'

শূন্যগৃহে বসে আজ ভাবি—
করেছি প্রেমের শুধু দাবি!
-সে দেছে সর্বস্ব হাসিমুখে!
শূন্য প্রাণে চেয়েছে কাতরে,
প্রেমবিন্দু দিইনি অধরে!
ম্লান-মুখ চাপি নাই বুকে!

লয়ে তুচ্ছ বাদ-বিসংবাদ
ফুরাইল জীবনের সাধ!
অপ্রকাশ রহিল সকলি! .
জীবনে সহজ ছিল যাহা,
মরণে দুর্লভ আজ তাহা!
কে ক্ষমিবে? সে গিয়াছে চলি।

(এষা)

উপহার

আবার—আবার—
লয়ে সেই দিব্য দেহ,
সে অতৃপ্ত প্রেম-স্নেহ,
আসিছ—ভাসিছ কেন সম্মুখে আমার!
হাসি-হাসি মুখখানি,
সরমে সরে না বাণী,
আঁচলে নয়ন, রানী, মুছি বার বার!

কত যুগ-যুগ পরে—
এখনো কি মনে পড়ে
তোমার সে হাতে-গড়া সোনার সংসার!
কবিত্ব-কল্পনা-ভরা,
জীবন-মরণ-হরা,
ত্রিভুবন-আলো-করা প্রীতি দু-জনার!

বৈতরিণী-তীরে বসি
মরণের তরে শ্বসি—
আশা-তৃষ্ণা-হীন বৃদ্ধ—রুদ্ধ-অশ্রুভার!
তুমি কেন—পৌর্ণমাসী,
আবার উদিছ আসি
দুঃখ-শিরে করি কৌমুদী-বিস্তার!

প্রেমের কুহক-মন্ত্রে
কি বাজাবে ভাঙা যন্ত্রে?
বুঝি না এ ছিন্ন তন্ত্রে কি বাজিবে আর!
আছি কি জীবন নিয়ে—
তুমি বুঝিবে না, প্রিয়ে,
আপনি ভাবি না ভয়ে কথা আপনার!

কেন আঁখি ছল-ছল্?
স্বর্গ-মর্ত্য—রসাতল!
ঝরিছে হৃদয়-ক্ষতে নব রক্তধার।
আবার যে প্রেমোচ্ছ্বাসে
শত প্রাণ ছুটে আসে!
ছিন্ন হয় শত গ্রন্থি মিথ্যা-সান্ত্বনার!

তব বরাভয় করে
ধর কর চিরতরে!
চল—চল নিজ গৃহে,—দূর-মেঘপার!
প্রিয়তমে. প্রাণাধিকে,
কোথা তুমি— কোন দিকে!
জীবনে—মরণে আমি তোমার—তোমার!

(এষা)

নিবেদন

কোথা পাব বাল্মীকির সে উদাত্ত স্বর?
কোথা কালিদাস-কণ্ঠ ষড়জ-মধুর?
কোথা ভবভূতি-ভাষ—গৈরিক-নির্ঝর?
ছিন্ন-কণ্ঠ পিক আমি, মরণ-আতুর।

সে নহে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, সতী,—
চিরোজ্জ্বল দেবী-মূর্তি কবিত্ব-মন্দিরে
লয়ে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ মমতা ভকতি,
ক্ষুদ্র এক বঙ্গনারী দরিদ্র-কুটিরে।

নহে কল্পনার লীলা—স্বরগ নরক ;
বাস্তব জগৎ এই, মর্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাব-বন্ধ, বাক্য রসাত্মক ;
মানবীর তরে কাঁদি—যাচি না দেবতা।

(এষা)

মৃত্যু :

এই কি মরণ

এই কি মরণ?
এত দ্রুত—সহসা এমন!
চিরতরে ছাড়া-ছাড়ি, দেহে প্রাণে কাড়া-কাড়ি,
নাই তার কোন আয়োজন!
বলিবে না কোন কথা, জানাবে না কোন ব্যথা,
ফিরাবে না বারেক নয়ন!
মন কি গো কাঁদিছে না? প্রাণে কি গো বাধিছে না?
যেতেছ যে জন্মের মতন!

হও নাই গৃহের বাহির ;
আজ তুমি কোথা যাবে? কার মুখ-পানে চাবে
সুখে দুঃখে হইলে অস্থির?
অচেনা অজানা ঠাঁই, কেহ আপনার নাই—
কে মুছাবে নয়নের নীর?
কোমলা সরলা অতি, পতি গতি, পতি মতি ;
কে বুঝিবে মর্যাদা সতীর!

এ কি দেখি জাগিয়া স্বপন?
দুই যুগ জানা-জানি—আজ কিসে মিথ্যা মানি—
দুই দেহে এক প্রাণ-মন!
এত আশা, হাসা-কাঁদা, এত বুকে বুকে বাঁধা,
এত ভক্তি, মমতা, যতন—
ভাবি নাই একবারো তুমি যে মরিতে পারো,
পারো মোরে ভুলিতে এমন!

বুঝিতে যে চাহে না হৃদয়!
বলিতে সোহাগে রাগে,— মরিবে আমার আগে,
এ যেন তাহারি অভিনয়!
এখনো যেতেছে দেখা অধরে হাসির রেখা,
মুখ যেন কথা কয়—কয়!
আশেপাশে কোন্‌খানে লুকায়ে রেখেছ প্রাণে!
অভিমান আর নয়—নয়!

মা—মা, কাঁদিয়ো না আর।
শ্বাস ওই পড়িল না? দেহ ওই নড়িল না?
খুলে দাও জানালা দুয়ার।
দেখ—দেখ এই কর যেন কিছু উষ্ণতর,
দাও তাপ সর্বাঙ্গে আবার!
দাও, মা, চরণ-ধূলি, আশিস হৃদয় খুলি,
সত্য হোক্ আশিস্ তোমার!

বাঁচাও—বাঁচাও, দয়াময়!
ভিক্ষা মাগি জুড়ি হাত, করিয়ো না বজ্রাঘাত,
জ্বলে পুড়ে যায় সমুদয়!
সহস্র প্রণাম করি, নিয়ো না—নিয়ো না হরি
একমাত্র সান্ত্বনা-আশ্রয়!
ধরণীর এক কোণে লইয়া আপন-জনে
আছি সুখে—সন্তুষ্ট-হৃদয়।

মেল আঁখি, সর্বস্ব আমার!
মরো না—মরো না, প্রিয়ে, একমাত্র তোমা নিয়ে
আমার এ সাজান সংসার।
চেষ্টা করি, প্রাণেশ্বরী, নয়—তবে দয়া করি
নিঃশ্বাস ফেল গো একবার!
না পারো, আমার প্রাণ আমি করিতেছি দান—
শ্বাসে— শ্বাসে অধরে তোমার।

নিয়ো না গো—নিয়ো না কাড়িয়া!
একা—একা, অতি একা! এই দেখা—শেষ দেখা!
যায়—যায় হৃদয় পুড়িয়া!
কোথা হতে কি যে হয়! শূন্য—সব শূন্যময়!
নিষ্ঠুরতা জগৎ জুড়িয়া!
অশ্রুরোধ—শ্বাসরোধ, অসহ্য জীবন-বোধ!
ইচ্ছা হয়,—মরি আছাড়িয়া।

(এযা)

মরণে কি মরে প্রেম

মরণে কি মরে প্রেম? অনলে কি পুড়ে প্রাণ?
বাতাসে কি মিশে গেল সে নীরব আত্ম-দান?
জীবন-জড়ান সত্য—সকলি কি মিথ্যা আজ?
গৃহ ছাড়ি গৃহলক্ষ্মী শুইয়া শ্মশান-মাঝ!

সহসা নিদ্রার মাঝে এ কি জাগরণ মম!
এই ছিলে—আর নাই, চলে গেছ স্বপ্ন-সম!
প্রতিপল-পরিচিতা! তোমারে বিচ্ছিন্ন করি
কেমনে এ শূন্য-মনে এ শূন্য-জীবন ধরি!

কি ছিলে আমার তুমি,—প্রেয়সী না ক্রীতদাসী?
দুটি হাতে সেবা ভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি!
একান্ত-আশ্রিত-প্রাণা—নাই নিজ সুখ দুখ,
সব আশা—সব সাধ আমাতেই জাগরূক!

জাগে শোকে অভিমান,—কেন এত ভালোবেসে
আভাসে বলনি তুমি, এত দুখ দিবে শেষে!
তুমি অভিশপ্তা দেবী—কেন বল নাই আগে,—
শুধু স্বরগের ছায়া দেখাইছ অনুরাগে?

একে একে প্রতি দিন প্রতি কথা মনে পড়ে,
আবার যে হয় ভ্রম,—তুমি বসে আছ ঘরে!
পরিজন-মুখপানে কাতর-নয়নে চাই,
আকুলিয়া ওঠে প্রাণ, নাই তুমি, নাই—নাই!

আকাশের পানে চাই,—কোন দেব আসি যদি
দেন মৃত-সঞ্জীবনী, দেন কোন মন্ত্রৌষধি!
কি আদরে বুকে করে ঘরে ফিরে, লয়ে যাই!
আকুলিয়া উঠে প্রাণ, সে তপস্যা নাই—নাই!

ধূধূ ধূধূ জ্বলে চিতা, উঠে শূন্যে ধূমভার ;
চেয়ে আছি—চেয়ে আছি—শুধু মোহ, কে কাহার!
অশ্রুহীন দগ্ধ আঁখি আসে যেন বাহিরিয়া,
বুকে ঘুরে দীর্ঘশ্বাস সমস্ত হৃদয় নিয়া।

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, হৃদয়ে পড়িছে ছেদ,—
পশ্চাতে আলোক-ছায়া স্বর্গে মর্ত্যে অবিভেদ!

সম্মুখে উঠিছে জাগি কি কঠোর দীর্ঘ দিন!
ভ্রমিতেছি শোক-বৃদ্ধ দীন হীন উদাসীন।

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, নিবিতেছে চিতানল,
জলদ করুণ-প্রাণ ঢালিতেছে শান্তিজল।
বিধবা বিস্ময়-দৃষ্টি, সধবা প্রণাম করে ;
শ্বসিয়া—শ্বসিয়া বায়ু কাঁদিতেছে বনান্তরে।

বিদায়—বিদায় তবে! দিবা হল অবসান ;
জানি না মৃত্যুর পরে বিধাতার কি বিধান!
যেথা থাক—সুখে থাক! ঝরে তপ্ত অশ্রু-ভার ;
অদূরে জাহ্নবী বহে, ধরা অতি অন্ধকার।

(এষা)

গৃহতলে আছি বসি পুত্রকন্যাগণ

গৃহতলে আছি বসি পুত্রকন্যাগণ
করিয়া মণ্ডল ;
নববস্ত্র-পরিহিত, বাক্যহীন, সঙ্কুচিত,
ম্লান মুখ, রুক্ষ কেশ, নেত্র ছল ছল।

মধ্যে বসি ক্ষুদ্র শিশু, কিছু নাহি বোঝে
কেন যে এমন!
দেখে বস্ত্র আপনার, দেখে মুখ সবাকার,
দেখে দ্বার-পানে চাহি—কাতর-নয়ন।

প্রাঙ্গণে ধুলায় পড়ি কাঁদিছেন মাতা
গুমরি গুমরি ;
সোদরা বুঝাতে যায়, সেও কাঁদে উভরায় ;
অদূরে কাঁদিছে দাসী হাহাকার করি।

এ ঘরে ও ঘরে ঘুরে কাঁদে বিড়ালীটা,
কি দীন ক্রন্দন!
অতি বিশৃঙ্খল ঘর, বহে গেছে মহাঝড়!
আসে যায় প্রতিবেশী নিঃশব্দ-চরণ।

জ্বলে দীপ ক্ষীণপ্রভ, ম্রিয়মাণ শিখা
কাঁপে ঘন ঘন ;
প্রাচীরে পড়িছে ছায়া,—যেন তার স্নেহ-মায়া
এখনো ঘুরিছে ঘরে—এখনো—এখনো!

রয়েছি জানালা দিয়া শূন্যপানে চাহি—
অতি শূন্য মন।
স্তব্ধ ক্ষুব্ধ অন্ধ তমঃ—ভীষণ দৈত্যের-সম—
ঘুমায়—ছড়ায়ে দেহ—ভরিয়া গগন।

(এষা)

এই কি জীবন

এই কি জীবন?
এত শ্রম—এত ভ্রম—এত সংঘর্ষণ!
কত-না কামনা করি
আকাশ-কুসুম গড়ি!
কত গর্ব-অহঙ্কার—কত আস্ফালন!
ধরা যেন পায়ে ঘুরে,
পড়ে থাকি বিশ্ব জুড়ে,
আপন মহিম্ন-স্তবে আপনি মগন।

তার পর, এ কি আজ!—নির্মেঘ গগন
মধ্যাহ্ন মধুর অতি,
সমীরণ ধীর-গতি,
রচিতেছি নিজ মনে দিবস-স্বপন ;
সহসা কি ভয়ঙ্কর
শত বজ্র কড় কড়!
প্রিয়জনে আগুলিতে কত প্রাণপণ!

নিমেষে নন্দন-বন শ্মশান ভীষণ!
বিশ্বাসিতে হয় ভয়,
তবু বিশ্বাসিতে হয়!
আঁখি হতে গেছে মুছে কুহক-অঞ্জন।
সুখ-স্বপ্ন গেছে টুটে,

হৃদয় ধূলায় লুটে,
মুখে নাহি কথা সরে—ঝরে না নয়ন।

অহো, কি মানব-ভাগ্য—কি পরিবর্তন!
ধরা—জড় পরমাণু,
প্রাণ—বজ্রদগ্ধ স্থাণু,
বহি এক কি দুর্বহ নিরাশ্রয় মন—
মরিতে পারিলে বাঁচি,
শ্বাসে শ্বাসে মৃত্যু যাচি,
দূরে—দূরে সরে যায় নির্দয় মরণ!

কাহার সৃজন এই নগণ্য জীবন?
এ কি শুধু প্রহেলিকা?
ওই আলেয়ার শিখা
জ্বলিতে—জ্বলিতে গেল নিবিয়া যেমন!
বাঁধিতে বাঁধিতে সুর
সপ্তস্বরা শত-চূর!
মেলিতে—মেলিতে আঁখি মিলাল স্বপন।

এই প্রাণ!—এর লাগি কত না যতন!
কামে ক্রোধে সদা অন্ধ,
লোভে মোহে কত দ্বন্দ্ব,
কত-না মাৎসর্য-মদে জগত-মর্ষণ!
কত আধি ব্যাধি সহি,
কত দুখ ক্লেশ বহি,
সুখ-ভ্রমে করি কত অভাব-সৃজন!

এই কি এ জগতের শুভ বিবর্তন?
এই হাড়ে হাড়ে শোক
দেখাবে কি পুণ্যালোক?
ভূমিকম্প—ঘূর্ণবাত্যা কি করে সাধন?
স্বর্ণ-মন্দিরের চূড়া
বজ্রাঘাতে করি গুঁড়া,
পাতিব অঙ্গারে ভস্মে কোন্ দেবাসন?

কোন্ অপরাধে এই কঠোর শাসন?
কোন্ পিতা পুত্র প্রতি
এমন নির্দয় অতি?

আমিও তো করিতেছি সন্তান-পালন—
কত রাগি চোখে মুখে,
তখনি তো টানি বুকে,
মুছাতে নয়ন তার—মুছি তো আপন!

এ নহে দেবের দয়া—দৈত্যের পীড়ন।
গিয়াছে প্রাণের সার,
মর্মে মর্মে হাহাকার,
নিরাশার অন্ধকার ঘেরিয়া ভুবন!
মরণের পথে আজ,
দূরে ফেলি ঘৃণা লাজ—
কে দেবতা তার স্থান করিবে পূরণ?

কই শোকে সমাশ্বাস—স্নেহ-নিদর্শন?
কত শোভা বুকে ধরি
অকালে সে গেল মরি—
কে দেবতা স্মরি—স্মরি করিল রোদন?
বৃথা আসি, বৃথা যাই,
কিছুই উদ্দেশ্য নাই ;
ঊর্মি-সম মৃত্যু-সিন্ধু করি সম্পূরণ!

এ যে অদৃষ্টের শুধু নির্মম পেষণ!
যায় দিন—পায় পায়,
সুখ যায়, দুঃখ যায় ;
কত আসে, কত যায়—কে করে গণন!
যায় দিন—যায় আশা,
যায় প্রীতি, ভালোবাসা,
ভাবনা, ধারণা, স্মৃতি. কল্পনা, স্বপন।

যায় দিন—যায় জীব, নিস্তার গগন ;
শতধা-বিদীর্ণ ভানু,
শ্লথ অণু-পরমাণু ;
লুপ্ত শশী, লুপ্ত ধরা—উদ্দীপ্ত মরণ?
বিধাতা নিষ্কম্প-দৃষ্টি,
হেরিছে—তাহার সৃষ্টি
মরণের স্তরে স্তরে করে আরোহণ!

হৃদি-হীন বিধির কি দুর্বোধ সৃজন!
নাহি বুঝে নিজ শক্তি,
নাহি লক্ষ্য আনুরক্তি,
নাহি অনুভব-তৃপ্তি—সূক্ষ্ম দরশন ;
উন্মত্ত কবির মতো,
গড়ে ভাঙে অবিরত
লয়ে এক অন্ধ শক্তি—কল্পনা ভীষণ!

(এষা)

অশৌচ:

হে বিগ্রহ, পাষাণ-হৃদয়

হে বিগ্রহ, পাষাণ-হৃদয়,
এই কি তোমার সৃষ্টি? তুমি সেই স্থির-দৃষ্টি!
তুমি তো আমার কেহ নয়।
কি দেখিছ স্বর্ণচক্ষে? প্রলয় ছুটেছে বক্ষে!
নর-ভাগ্যে, অহো, কত সয়!

কি মাগিব? কি দিবে আমায়?
ধূপে পুষ্পে দীপালোকে, স্তব-স্তুতি-মন্ত্র-শ্লোকে
মুগ্ধ তুমি নিজ মহিমায় ;
ষড়ৈশ্বর্য ষড়্‌ভুজে— কাতর-নয়ন খুঁজে
স্বপ্নময়ী হারাল কোথায়!

বুঝিবে না, বধির দেবতা!
চিরদিন লক্ষ্মী সনে বিরাজিছ সিংহাসনে,
ভাবিতেছ বিশ্বের বারতা।
কাংস্য-ঘণ্টা-শঙ্খ-রোলে তবু না শ্রবণ খোলে,
পশে না নরের ক্ষুদ্র কথা।

কিছু নাই আমার প্রার্থনা।
সে অতি-প্রত্যূষে উঠি, আসিত হেথায় ছুটি,
করিত এ মন্দির মার্জনা ;
তুলি ফুল, গাঁথি মালা, সাজাত নৈবেদ্য-ডালা,
স-চন্দন তুলসি, অর্চনা।

জানু পাতি— কৌষেয়-বসনা,
স্থির-নেত্রে, যুক্ত-করে, ঝর-ঝর অশ্রু ঝরে,
তোমা-পানে চাহি একমনা!
পড়ে কি না পড়ে শ্বাস, সিক্ত মুক্ত কেশ-রাশ,
শিথিল-অঞ্চলা, স্মিতাননা।

আবার সন্ধ্যায় হেথা আসি
দীপ দিয়া, ধূপ দিয়া, প্রণমিয়া—প্রণমিয়া
ফুরাত না তার ভক্তিরাশি!
প্রহর বহিয়া যায়— ধ্যান তার না ফুরায়,
কতক্ষণে উঠিত নিঃশ্বাসি!

এখন সকলি বিশৃঙ্খল।
হয় কি না হয় সেবা, তত্ত্ব তার লয় কে বা!
তুমি তাহে নহে তো চঞ্চল।
অনুরাগে কি বিরাগে তোমার না চিত্ত জাগে
'দেব' 'দৈত্য' কথা কি কেবল!

দিনু পদে কত অর্ঘ্য-ভার,
সারা নিশা পড়ি দ্বারে ডাকিলাম হাহাকারে,
বুঝিলে না যন্ত্রণা আমার!
শত্রু হলে, আমি প্রাণী— লই তবু বুকে টানি,
নাহি হানি বজ্র বুকে তার।

দেব-দয়া নাহি চাই আর!
ইচ্ছা হয়,—দৈত্যসম লয়ে নিজ তেজঃ ভ্রম
মৃত্যুরে আক্রমি একবার—
গ্রহ-উপগ্রহ টানি প্রিয়ারে ফিরায়ে আনি!
দেখি মৃত্যু কি করে আমার!

ত্যজ গৃহ, যাও নিজ স্থান।
আর আমি পূজিব না, হৃদয়ে যে পারিব না
তোমা মতো হইতে পাষাণ!
গেছে সুখ, গেছে প্রীতি, আছে বুকভরা স্মৃতি—
যাবে দিন করি তার ধ্যান।

(এষা)

একবার চিৎকারি—চিৎকারি

একবার চিৎকারি—চিৎকারি,
দেখি ওই গগন বিদারি
কোথা সে আমার!
পশু-পক্ষী-কীট অগণন,
সকলেরি রয়েছে জীবন ;
শুধু—নাই তার!

গেল কি—গেল কি একেবারে?
মরিলেও পাব না তাহারে?
ফুরাল সকল!
প্রাণ তবে, নয়—কিছু নয়?
দেহে জন্মি দেহে হয় লয়—
পুষ্পে পরিমল?

বীণে যথা সুর-আলাপন,
সংযোজনে তাড়িত-স্ফুরণ,
তেমনি কি প্রাণ—
শুধু—শুধু রসায়ন-ক্রিয়া?
পঞ্চ ভূত পঞ্চ ভূতে গিয়া
লভিছে নির্বাণ?

প্রীতি, স্মৃতি, ভাবনা, কল্পনা,
সকলি কি ক্ষণিক ছলনা—
অলীক স্বপন?
অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার!
জড় ধরা—জড় দেহ সার?
মৃত্যু কি ভীষণ!

যেতেছিল জীবন বহিয়া—
নিজ ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ নিয়া
সরল বিশ্বাসে ;
আচম্বিতে সিন্ধুশৈলে ঠেকি—
মরণে প্রত্যক্ষ আজ দেখি!
জাগি সর্বনাশে!

আশা শুষ্ক, বাসনা নিঃশেষ,
ভুলেছি সে যুক্তি, উপদেশ,
সে আত্ম-প্রত্যয় ;

শিক্ষা দীক্ষা—সব মিথ্যা ভ্রম,
অবিশ্বাস—সংশয় বিষম,
বিহ্বল হৃদয়।

মনে হয়,—বসিয়া গম্ভীরে,
জগতের প্রতি শিরে শিরে
চালাইতে ছুরি ;
ছিন্ন ভিন্ন তন্ন তন্ন করি,
প্রতি অণু পরমাণু ধরি
দেখি কি চাতুরি!

জীবনের এ শোক-বিস্বাদ—
শুধু কি জীবের অপরাধ,
জীবের নিয়তি?
একদিন কেহ একবার
করিবে না তোমার বিচার,
হে অন্ধ-শকতি!

(এষা)

নাই যদি—নাই লোকান্তর

নাই যদি—নাই লোকান্তর,
জীবনের অভিনব স্তর,
পবিত্র বিকাশ ;
প্রতিদিন কেন প্রাণী তবে
স্ব-ইচ্ছায়. গরবে, গৌরবে
করে দেহ-নাশ?

কেন বুদ্ধ ত্যজিল আবাস,
কেন নিল নিমাই সন্ন্যাস—
মৃত্যু যদি শেষ?
কেন তবে কিসের কারণ
জ্ঞানী যোগী ভক্ত অগণন
সহে তপঃক্লেশ?

যেথা গেলে, কেন ভাবে প্রাণী,
নাহি রহে ধরণীর গ্লানি,
তুচ্ছ দুঃখ শোক?
নাহি রহে বিফল বাসনা,
পাপ, তাপ, অদৃষ্ট-ছলনা ;
বিমুক্ত নির্মোক।

সূক্ষ্ম দেহ, মন নির্বিকার,
কি আনন্দ স্থির চেতনার—
আনন্দে মগন!
শত্রু-মিত্র সনে দেখা হয়,
নাহি আর পূর্ব-পরিচয়,
বিস্মৃত স্বপন।

দেবলোকে দেবত্ব লভিয়া
সে কি গেছে দেবত্বে ডুবিয়া?
সে নাই 'সে' আর?
জ্যোতির মণ্ডলে বসি—বসি
সে কি আর উঠে না নিঃশ্বসি,
স্মরি গৃহ তার?

কি দেবত্ব!—তীব্র ভয়ঙ্কর!
ভাবিতে যে শিহরে অন্তর,
হয় না ধারণা—
প্রতি মুহূর্তের সে বন্ধন,
সকলি কি প্রলাপ-বচন—
বিকৃত কল্পনা?

জগৎ কি শুধু নাট্যালয়,
জীবন কি শুধু অভিনয়,
মিথ্যা—মিথ্যা সব?
ধীরে ধীরে যবনিকা পড়ে,
যে যাহার চলে, যাই ঘরে—
বিভিন্ন মানব?

নাই তবে—আর তবে নাই,
যাহা ছিল, যাহা আমি চাই,—
ঘরের ঘরণী,

সুখে দুঃখে জীবন-সঙ্গিনী,
শুদ্ধা, হৃদ্যা, শুভ-আকাঙ্ক্ষিণী,
পুত্রের জননী।

দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক
এতদিনে কি করিল ঠিক?
শুধুই কথায়—
জগতের সুখশোভা নিয়া,
আর এক জগৎ গড়িয়া
ভুলায় বৃথায়।

অহো, সেই অনির্দ্দেশ-দেশ,
যেথা জীব করিলে প্রবেশ
আর নাহি ফিরে!
আমরা ছলিতে আপনায়,
মৃতজনে পূত কল্পনায়
রাখি সদা ঘিরে।

(এষা)

কেন শোকে মূঢ়ের মতন

কেন শোকে মূঢ়ের মতন,
ত্যজিয়া বিশ্বাস সনাতন,
করি হাহাকার?
লয়ে নিজ ভ্রান্ত মতামত
কেন—কেন আত্মহত্যা-পথ
করি পরিষ্কার?

সত্য দেহ, সত্য এই প্রাণ,
সত্য এই সুখ-দুঃখ-জ্ঞান,
সত্য এ জগতী;
আদি নাই, অন্ত নাই যার—
কভু সত্য হয় মধ্য তার?
অর্থ-হীন অতি।

ছিনু, আছি, রব, চিরকাল,
সে-ও আছে, চোখের আড়াল—
এইমাত্র ভেদ।
যতদিন ছিল কর্মভোগ,
সয়েছিল দুঃখ শোক রোগ ;
কেন তাহে খেদ?

আমার রয়েছে কর্মফল,
তাই আমি হতেছি বিহ্বল—
পাগলের প্রায়।
আমিও আমার কর্ম-শেষে
পলাইব, তার মতো হেসে,
—জানি না কোথায়!

জীর্ণ দেহ করি পরিহার,
নব দেহ ধরিয়া আবার
আসিব কি ভবে?
মানুষে মানুষ পুনঃ হয়,
পশু পক্ষী—অন্য জীব নয়?
কে আমারে কবে!

আবার কি হইবে মিলন?
গত-জন্ম নাহি তো স্মরণ—
নূতন সকল!
এত আশা, এত ভালোবাসা
পাবে না এ জীবনের ভাষা—
এ জন্ম বিফল?

না না, না না, কর্মে আছে ধারা,
কত গ্রহ রবি শশী তারা
রয়েছে আকাশে—
সে আমার নিশ্চয় কোথায়
বসিয়া আমার অপেক্ষায়,
গভীর বিশ্বাসে!

অণুতে অণুতে সম্মিলন,
আত্মায় আত্মায় আলিঙ্গন,
সুখ দুঃখ চূর্ণ!

শির 'পরে সময় না চলে,
বাধা বিঘ্ন নাহি পদতলে,
প্রেম পূত পূর্ণ!

সে পেয়েছে তার কর্মফলে,
আমি পাব কোন্ পুণ্যবলে
সেই পরকাল?
ধর্মে, কর্মে, লক্ষ্যে, আচরণে
কি বিভিন্ন ছিলাম দু-জনে—
আকাশ পাতাল!

কি বিশ্বাসে বাঁধি বুক আর?
কোথায় মিলন দু-জনার—
বিফল কামনা!
পুরাতনে নূতনে মিলায়ে
ফেলিতেছি সকলি ঘুলায়ে,
কোথায় সান্ত্বনা!

দু-জনে ঢেউয়ের মতো ফুটে,
গায়ে গায়ে, হেসে, কেঁদে, লুটে—
নিমেষের তরে,
কে বলিবে নয়—নয়—নয়,
কে কোথায় হতেছি বিলয়
কারণ-সাগরে!
(এষা)

নিশ্চয় আছেন এক জন

নিশ্চয় আছেন এক জন।
যে অর্থ আমরা বুঝি, যে অর্থে তাঁহারে খুঁজি
হয় তো তেমন তিনি নন।
কত দূরে সূর্যকায়া— জলে পড়িয়াছে ছায়া,
ছায়ামাত্র করি নিরীক্ষণ!

সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ-দল,
সবে চলে তালে তালে ; নীহারিকা বাঁধা জালে,
ধূমকেতু সময়ে উজ্জ্বল।

ঘুরে ধরা নিজ কক্ষে,   বর্ষ ষড়-ঋতু-বক্ষে—
মরণ কি সুধু বিশৃঙ্খল?

নদ, নদী, হ্রদ, প্রস্রবণ,
উত্তাল সাগর-ভঙ্গ,   চঞ্চল জলদ-রঙ্গ,
কত ছন্দে করে বিচরণ!
করে তো প্রবল বন্যা   ধরণীরে রসে ধন্যা—
কি করিছে অকাল-মরণ?

প্রকৃতির নাহি ব্যভিচার।
বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত,   স্খলিত তুষার-পাত,
আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুদগার
ভূমিকম্প, জলস্তম্ভ,   শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-দম্ভ—
রাখিতেছে সমতা ধরার।

মরণ তো সৃষ্টির বাহিরে।
বীজে তরু, ফুলে ফল,   ফলে পুনঃ বীজদল ;
ঝরে বৃষ্টি, উঠে বাষ্প ধীরে।
শিখর পড়িছে টুটে,   ভূধর তেমনি উঠে—
জীবন কি আসে পুনঃ ফিরে?

সতী মরি জন্মিল পার্বতী ;
সে তো পুরাণের কথা,   মৃত্যুঞ্জয় নিজে যথা
স্কন্ধে লয়ে গতপ্রাণা সতী
ছুটিল পাগল-পারা,   ত্রিভুবন শোকে সারা—
মরণ পলাল দ্রুতগতি।

নহি দেব—সামান্য মানব ;
মৃত্যুনামে সদা ভীত,   মৃত্যুভয়ে নিয়ন্ত্রিত,
একমাত্র জীবন বিভব।
ক্ষুদ্র জীবনের তরে   কি না সহি অকাতরে-
মরণে করিতে পরাভব!

কভু ভাবি,—তাঁহারি জীবন
রয়েছে সৃজন ভরি,   সৃজনে জীবন্ত করি.
বায়ু যথা ভরিয়া ভুবন!
অপ্রকাশ, স্বপ্রকাশ,   ঘট-পট-শূন্যাকাশ—
আমাদেরি বিভ্রান্ত নয়ন।

দেখিতেছি পাষাণে চেতনা,
শুনিতেছি ধাতু-মাঝে জীবন-স্পন্দন বাজে,
জীবন-চঞ্চল অণুকণা।
স্থাবর, জঙ্গম, জীব, জল, স্থল, শূন্য, দিব,
ধুলি, বালু—তাঁহারি ব্যঞ্জনা।

কভু দেখি,—মৃত্যু তুচ্ছ নয়।
ক্ষুদ্র শুক্তি, ক্ষুদ্র কীট— ধরিত্রীর পাদপীঠ ;
শম্বুকে প্রবালে দ্বীপোদয়।
কি গূঢ়-উদ্দেশ্য তরে মরিতেছি স্তরে স্তরে—
দিয়া আত্ম. করি বিশ্বজয়?

সে আমার কোথা গেল চলি?
ছিল সত্য, ছিল স্থূল. হল সূক্ষ্ম, হল ভুল,—
মনেরে বুঝাব এই বলি?
ব্যষ্টিতে সমষ্টি-ভাব? ক্ষুদ্রত্বে মহত্ত্ব-লাভ?
আবার যে রহস্য সকলি!

(এষা)

দাও শান্তিজল

দাও শান্তিজল!
দাও—দাও, ঘুচে যাক্ যন্ত্রণা সকল।
সংসার—শ্মশান-ভূমি,
কোথা দেব, কোথা তুমি!
চিতাধূমে অন্ধ চক্ষু, দগ্ধ মর্মস্থল।
নিরাশার হা-হুতাশে
কত কি যে মনে আসে!
কোথায় তোমার স্নেহ—অমৃত-শীতল!

করহ সংশয় দূর,
অশুভ অসত্য চূর,
দুর্বল হৃদয়ে, দেব, দাও পূত বল!
দূর কর দুঃখ শোক,
জীবন সার্থক হোক্,
ধন-ধান্যে মধুময় কর ধরাতল!

কর বায়ু মধুগতি,
মধুময়ী স্রোতস্বতী,
মধুময় বনস্পতি, মধু ফুল ফল,
মধুময়ী নিশীথিনী,
মধুময়ী পয়স্বিনী,
মধুময় সূর্যালোক, মধু মেঘদল!

ঘুচে যাক্ হাহাকার,
গর্ব, দর্প, অহঙ্কার,
অবিচার, অত্যাচার, স্বার্থ-কোলাহল।
ঘুচে যাক্ হিংসা দ্বেষ,
ব্যাধি জরা হোক্ শেষ,
দুরাশা, ভাবনা, ভয়, কপটতা, ছল।

ঘুচাও এ তমঃ ভ্রম,
মুছাও নয়ন মম,
ভূলোকে দ্যুলোকচ্ছায়া হউক উজ্জ্বল!
যেন মনে প্রাণে মানি,—
লইতেছ কোলে টানি,
তোমারি সন্তান আমি, হে চির-মঙ্গল!

(এষা)

শোক:

গেছে নিশা

গেছে নিশা! দুঃস্বপ্ন অনিদ্রা লয়ে তার।
হৃদয় বাঁচিল যেন ফেলিয়া নিশ্বাস!
সেই পরিচিত গৃহ—সম্মুখে আমার,
ঘুমাইছে শিশুগুলি, মুখে স্বপ্নহাস।

ঝরে বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি, কভু বা ঝর্ঝরে ;
ছিন্ন ভিন্ন লঘু মেঘ ভাসিছে আকাশে।
এখনো সুষুপ্ত গ্রাম—তরু-ছায়ান্তরে ;
স্তব্ধ মাঠে শ্রান্তপদে শূন্য দিন আসে!

অদূরে নধর বট, দূরে এস্ত শিবা,
　　খসিছে হরিদ্র পত্র সিক্ত মৃত্তিকায় ;
এলায়ে পড়েছে লতা, সঙ্কুচিয়া গ্রীবা
　　ভিজিছে বায়স দুটি বসিয়া শাখায়।

জনহীন গ্রাম্যপথ কর্দমে পিচ্ছল ;
　　গলিত বনজ-গন্ধে বায়ু ওতপ্রোত।
অঙ্কুরিত ধান্যক্ষেত্রে 'কানে কানে' জল,
　　কোথা বা বুদ্বুদ উঠে, কোথা বহে স্রোত।

ক্ষীণা সরস্বতী আজ দুই কূল ভরি
　　পড়ে আছে গতিহীনা হরিত-বরনা ;
ভাসিছে শৈবাল-দাম, ক্ষুদ্র তাল-তরী ;
　　বংশ-সেতুপরে ক্রৌঞ্চী মুদ্রিত-নয়না।

তীর-বেণুবনে উঠে ভেক-কণ্ঠস্বর ;
　　ডাকিছে চাতক দূরে আসার-পিপাসী ;
সজল শ্যামল তৃণ, শ্যামল প্রান্তর ;
　　বৃতিপাশে শেফালিকা, মূলে পুষ্পরাশি।

ক্বচিৎ তড়িৎ-মুখে ম্লান হাসি লুটে ;
　　ক্বচিৎ বলাকা যায় নভঃতলে ভাসি ;
ক্বচিৎ প্রভাত-আলো মেঘ ভেদি ফুটে ;
　　ক্বচিৎ সমীর ছুটে গভীর নিশ্বাসি।

সারা নিশা ঘুরিয়াছি কত গ্রহলোকে,
　　জন্মিয়াছি—মরিয়াছি কত শত বার!
কত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—কত রোগে শোকে
　　খুঁজিয়াছি—মিলে নাই তবু দেখা তার!

(এষা)

আসে সন্ধ্যা

আসে সন্ধ্যা, মুখে লয়ে দুরন্ত ঝটিকা,
　　রাশি রাশি শুষ্কপত্র ঘুরে উড়ে যায়।
ডুবিয়া গিয়াছে রবি, দুটি রশ্মি-শিখা
　　লুটিছে দিগন্তকোলে মৃত্যু-যন্ত্রণায়!

থর-থর উঠে মেঘ, পড়ে মেঘ মেঘে ;
ছিন্ন ভিন্ন পিকদল নীড়মুখে ধায় ;
মড়-মড়ে অরণ্যানী কাতরে উদ্বেগে
ঊর্ধ্ব-পুচ্ছে গাভীকুল ছুটে গায় গায় ;

ঝোপে-ঝাপে তরুতলে আঁধার ঘনায় ;
ঝিকি-মিকি করে আলো নারিকেল-শিরে
হাঁকিছে—ডাকিছে সবে আপন জনায় ;
ফুলিয়া—ফুসিয়া নদী আছাড়িছে তীরে।

দাপটে ঝাপটে—বায়ু ছাড়িছে হুঙ্কার,
ভাঙে শাখা, পাড়ে চাল, তরু উপড়ায় ;
দেখিতে—দেখিতে ধরা মেঘে অন্ধকার,
তড়্-তড়্ ঝরে বৃষ্টি মুষল-ধারায়।

উঠিতেছে চারি দিকে হাহাকার ধ্বনি,
মেঘ হতে মেঘান্তরে ঝলসে বিজলি ;
কড়্-কড়্ মুহুর্মুহু গরজে অশনি ;
তরুশির, গৃহচূড়া উঠে ধূ ধূ জ্বলি।

মনে হয়,—পাই যদি ওই বজ্রবল,
ধরারে গুঁড়ায়ে ফেলি ধুলার সমান!
ঘুচে যায় শোক দুঃখ ভাবনা সকল,
নাহি রহে বিশ্বে আর জন্মমৃত্যু-স্থান!

(এষা)

শোকাচ্ছন্ন

শোকাচ্ছন্ন, পুরীপ্রান্তে শান্তির আশায়
ধীরে পাদচারে একা ভ্রমি সিন্ধুতীরে ;
বিষণ্ণ সায়াহ্ন—দূর-দিগন্তে মিশায়,
ধরণী মলিনমুখী তরল তিমিরে।

সমীর অধীর কভু, কভু ধীর-শ্বাস ;
সরোষে আক্রোশে ঊর্মি আক্রমিছে বেলা।
বিগত—বিশ্বাস ভ্রম সুখ দুঃখ ত্রাস ;
জীবনে মরণে আজ সম অবহেলা!

জমিছে পশ্চিমে তমঃ কুণ্ডলি—কুণ্ডলি,
        কাঁপিতেছে পূর্বাকাশ—অপূর্ব সুষমা।
বাজিছে মঙ্গল-শঙ্খ ; উচ্ছলি উজ্জ্বলি
        উদ্ভাসি বিচিত্র মেঘ, উদিছে চন্দ্রমা।

কল্-কল্, ছল্-ছল্, মত্ত অট্টহাস,
        উদ্বেল উদ্দাম সিন্ধু পড়ে আছাড়িয়া।
কত আশা—কত ভাষা—কত অভিলাষ
        আলোড়িয়া মর্মস্তল উঠে ঘর্ঘরিয়া!

কি নীলিমা—কি অসীমা—ভঙ্গিমা হৃদয়ে!
        মহিমায়—গরিমায় ভীষণ মহান্!
বিমূঢ়—আনন্দে ভয়ে, সৌন্দর্যে বিস্ময়ে—
        কি তুচ্ছ মানব-দুঃখ-গর্ব-অভিমান!

তরঙ্গে তরঙ্গে ছন্দ—শব্দ-আবর্তন,
        নাহি মাত্রা, নাহি যতি, অতৃপ্তি-বিহ্বল!
অনন্ত দুরন্ত বক্ষে অব্যক্ত ক্রন্দন—
        ছন্দোহীন শব্দহীন স্পন্দন কেবল!

দূর গিরি—মেঘ সম মেঘে গেছে মিশি ;
        বায়ুর হিল্লোল মিশে সাগর-কল্লোলে।
চন্দ্রালোকে সুপ্ত ধরা, স্তব্ধ দশ দিশি ;
        একা সিন্ধু—ক্ষুব্ধ দৈত্য, গর্জে দৃপ্ত রোলে।

আকুলিয়া ক্ষণে ক্ষণে—সর্ব মনঃপ্রাণ
        আসিছে নয়ন-অগ্রে, ভাষা না কুলায়!
ওই সাগরের যেন আজীবন-গান
        আছাড়িয়া পড়ি কূলে নিমেষে মিলায়!

দীপিছে কম্পিত আলো দূর-স্তম্ভচূড়ে ;
        উড়িছে তির্যক্-গতি সাগর-কপোত,—
এই জলে, এই স্থলে, এই কাছে—দূরে,
        যেন শুভ্র চন্দ্রকণা স্রোতে ওতপ্রোত।

পুলকে ঝলকে প্রান্ত, শ্লথ নিদ্রালসে,
        শুভ্র, নবনীল অভ্র স্তরে স্তরে পড়ি।
ক্বচিৎ তড়িৎ-ক্ষীণ ঈষৎ উল্লাসে ;
        কালো মেঘে আলো দিয়া শশী যায় সরি।

নীল—সুগভীর নীল—ফেনিল সাগর
তীরে রাখি ফেলে-রেখা সরে ধীরে ধীরে।
ভাবিতেছি,—ইতি নেতি, জন্ম জন্মান্তর—
ধূসর দিগন্ত ধীরে মিলায় তিমিরে।

আমি কি তোমারি ক্রিয়া, হে অন্ধ প্রকৃতি!
মুহূর্ত-বিকার-মাত্র—ওই ঊর্মি-প্রায়—
লয়ে ক্ষণ-সুখ-দুঃখ-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভীতি,
ফুটিয়াছি বিশ্ব-মাঝে অতি অসহায়!

বৃথা এই জন্ম-মৃত্যু, বৃথা এ জীবন!
অদৃষ্টের ক্রীড়নক, সৃজনের ত্রুটি!
বিধাতার কোন্ ইচ্ছা করি সম্পূরণ
বাসনায় উচ্ছ্বসিয়া, নিরাশায় টুটি!

আলোকে আঁধারে দ্বন্দ্ব পূরব-সীমায়—
নবীন জীবনে যেন জাগিছে জগতী!
জাগিছে ধূসর সিন্ধু নব-নীলিমায়,
সুদূর মন্দিরে বাজে মঙ্গল-আরতি।

হে ধর্ম! হে দারুব্রহ্ম! কেন কর্মভূমে
জীবের অবোধগম্য মৃত্যু-পরিণাম?
লোক হতে লোকান্তরে কামনার ধূমে
ছুটিছে কি ক্ষুব্ধ আত্মা—লুব্ধ অবিশ্রাম?

এ নিত্য অদৃষ্ট-যুদ্ধে—নিত্য পরাজয়ে
গড়িতেছি স্বর্গরাজ্য—ভবিষ্য কল্পনা ;
সে কি, নাথ, দেবশূন্য ভগ্ন দেবালয়ে
মুমূর্ষু প্রদীপ-শিখা—বিফল বেদনা?

দিন দিন এই সিন্ধু করে প্রাণপণ,
তবু তো বিস্তীর্ণ তীর দেয় ক্রমে ছাড়ি।
অস্থির বাসনা হতে, হে বিশ্ব-শরণ,
তেমনি কি দৃঢ় কূলে লহ মোরে কাড়ি?

(এষা)

যায়

যায়, দিন যায়।
সে সুঠাম অভিরাম যৌবন কোথায়!
ক্রমে দৃষ্টি বিমলিন,
কেশ শুভ্র দিন দিন,
শোণিত উত্তাপ-হীন, বক্র ঋজু-কায়!
হে বসন্ত, বর্ষে বর্ষে
ধরারে সাজাও হর্ষে,
দিয়া নব পত্র পুষ্প, মৃদু মন্দ বায়!
সেই প্রেমে, সেই স্নেহে,
এসো, এই জীর্ণ দেহে,
সে বিচিত্র বর্ণে গন্ধে ছন্দে সুষমায়!
যায়, দিন যায়।

যায়, দিন যায়।
সে নির্মল সুকোমল হৃদয় কোথায়!
খুঁজে খুঁজে নিজ হিত—
দিন দিন সঙ্কুচিত,
দিন দিন কলঙ্কিত স্বার্থ-তাড়নায়।
হে কবিত্ব, এসো ঘুরে
এ বার্দ্ধক্য ভেঙে-চুরে,—
শত গানে, শত সুরে, শত কল্পনায়!
ঘুচে যাক্ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব,
ঘুচে যাক্ ভালো-মন্দ,
ঘুচে যাক্ জন্ম-মৃত্যু—প্রেম-মহিমায়!
যায়, দিন যায়।

যায়, দিন যায়।
সে ফুল ফোটে না আর—যে ফুল শুকায়!
কালস্রোত নাহি ফিরে,
পলি-রেখা পড়ে তীরে ;
শুষ্ক পত্র ধীরে ধীরে মিশে মৃত্তিকায়!
কেন বসন্তের পরে
ডাকে পিক ভগ্ন-স্বরে,—
নাহি মিলে গানে সুরে তানে মূর্চ্ছনায়!

ভালোবেসে ছিল এসে,
দেখি নাই ভালোবেসে—
আজি জীবনের শেষে ভাবিতেছি তায়!
যায়, দিন যায়।

(এষা)

এখনো কাঁপিছে তরু

এখনো কাঁপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক,—
এসেছিল—বসেছিল—ডেকেছিল হেথা পিক!
এখনো কাঁপিছে নদ, ভাবিতেছে বার বার,—
ঢালিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার!

এখনো শ্বসিছে বায়ু, মনে যেন হয়-হয়,—
ছিল তরু-লতা-কুঞ্জ-তৃণ-গুল্ম ফুলময়!
এখনো ভাবিছে ধরা, নহে বহুদিন-কথা,—
আকাশে নীলিমা ছিল, ভূমিতলে শ্যামলতা!

এ রুদ্ধ কুটিরে মোর এসেছিল কোন্ জনা?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা!
মূরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন!

এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে-পড়ে,
পুরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে!
কাতর-নয়নে চেয়ে— কোথা গেল নাহি জানি,
মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘখানি!

কি ভাবিছে আমারে সে, কোথা বসে অভিমানে!
আগে কেন বুঝি নাই,—সে-ও ব্যথা দিতে জানে!
ভাঙিয়া গিয়াছে ঘুম, কেন গো স্বপন আর—
কুয়াশা শীতের ভাবে শারদ পূর্ণিমা তার!

(এষা)

গোলাপের দলে দলে

গোলাপের দলে দলে পড়িয়াছে হিম-রাশি,
আদরে দুলায় শাখা প্রভাত-পবন আসি ;
ঝরিতেছে হিম-ভার,
সরিতেছে অন্ধকার ;
পাণ্ডুর অধরে তার ফুটিছে রক্তিম হাসি।

ওগো, তুমি এসো—এসো, শ্বসিয়া সে প্রেম-শ্বাস!
কত দিন আছি বেঁচে—ক্রমে হয় অবিশ্বাস!
এসো, মৃত্যু-দ্বার ভাঙি—
আকাশ উঠুক্ রাঙি,
পড়ুক্ হৃদয়ে মোর তোমার হৃদয়াভাস!

আবার দাঁড়াও, দেবী, দৃষ্টি-মুগ্ধ করি হিয়া,
নারীসম ভালোবেসে সুখে দুঃখে আলিঙ্গিয়া!
কৈশোর-কল্পনা সম
জড়ায়ে জীবন মম,
আধ-স্বপ্ন-জাগরণে—জগতে আড়াল দিয়া!

(এৱা)

সান্ত্বনা:

হে মরণ, ধন্য তুমি

হে মরণ, ধন্য তুমি! না বুঝে তোমায়
বৃথা নিন্দা করে লোকে ;
জগতে—তুমি তো শোকে
অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায়!
আজি মোর প্রিয়তমা
তব করে বিশ্বরমা—
ভাসিছে ইন্দিরা-সমা সৃষ্টি-নীলিমায়!
কিবা বর্ণ, কিবা গন্ধ,
কিবা সুর, কিবা ছন্দ!
জগৎ হতেছে অন্ধ প্রতি ভঙ্গিমায়!

নাহি কায়া, নহে জায়া,
নাহি সে সম্পর্ক-ছায়া—
জাগে শুধু প্রেম-মায়া স্মৃতি-সুষমায়!
অতীত ঘটনা তুচ্ছ—
আজি কি পবিত্র উচ্চ!
গত-স্বপ্ন কি বিচিত্র মৃত্যু-অসীমায়!
কত স্বস্তি অনুপম
ঘুচায় বিরহ-ভ্রম!
কত স্বর্গ-পরিক্রম প্রতি লহমায়!
ধরার ঐশ্বর্য-আশে
আর না হৃদয় শ্বাসে,
সহি দুঃখ অনায়াসে প্রেম-গরিমায়।

(এষা)

গৃহ চূড়ে নর

গৃহ-চুড়ে নর যথা সোপান বাহিয়া
উঠে ধীরে ধীরে—
এ জগতে নিরন্তর বাহি শোক-দুঃখ-স্তর
উঠে কি মানব-আত্মা তোমার মন্দিরে?

পদে পদে পরাজয়—অতি অসহায়,
অদৃষ্ট নির্মম ;
এই অশ্রু, এই শ্বাস করে কি জড়তা-নাশ?
দেয় কি নবীন আশ, নবীন উদ্যম?

এই যে পশুর সম সতত অস্থির
প্রকৃতি-তাড়নে ;
এ মোহ-কলঙ্ক-লিখা— তোমারি কি হোমশিখা,
দাহিয়া নীচতা দৈন্য উঠিছে গগনে?

এই দর্প, অহঙ্কার, কু-চক্র, কু-আশা—
এ কি আরাধনা?
এই কাম, এই ক্রোধ, দিতেছে কি আত্মবোধ?
লোভে ক্ষোভে হতেছে কি তোমার ধারণা?

জগৎ-ভিতর দিয়া জগতের জীব
বুঝে কি তোমায়?
এই পড়ে, এই উঠে, এই হাহাকারে ছুটে—
পাপে অনুতাপে লভে দেব-মহিমায়?

প্রবীণ জনক যথা শিশু-ক্রীড়া হেরি
হাসিয়া আকুল—
অমনি কি দেহ-শেষে আমিও উঠিব হেসে
স্মরি নর-জনমের সুখ-দুঃখ-ভুল?

জগতের পাপ তাপ জগতেই শেষ—
কহ দয়াময়!
উঠিয়া পর্বত-চূড়ে, হেরি ধরাতলে দূরে—
পথের তো দুখ-ক্লেশ—ভ্রম মনে হয়!

(এষা)

হা প্রিয়া

হা প্রিয়া—শ্মশান-দগ্ধা, হও পরকাশ!
ত্যজিয়াছ মর্ত্যভূমি,
তবু আছ—আছ তুমি!
তুমি নাই—কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস।
এত রূপ গুণ ভক্তি,
এত প্রীতি আনুরক্তি—
সৃজনে যে পূর্ণতার নাহিকো বিনাশ!

নয়—এ মরণ নয়, দু-দিন বিরহ!
আলোকে সু-বর্ণ ফুটে,
আঁধারে সুগন্ধ ছুটে ;
মিলনে নিঃশঙ্ক প্রেম—যত্ন অনাগ্রহ।
বিরহে ব্যাকুল প্রাণ—
সেই জপ তপঃ ধ্যান,
সেই বিনা নাহি আন, সে-ই অহরহ।

প্রতি কর্মে—প্রতি ধর্মে—উঠেছিলে, সতী,
উচ্চ হতে উচ্চতরে!

নিম্ন হতে নিম্নস্তরে
নামিতেছিলাম আমি অতি দ্রুতগতি।
ক্রমে বাড়ে ব্যবধান,
তাই হলে অন্তর্ধান—
তোমারে স্মরিয়া যাহে হই শুদ্ধমতি!

হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান!
তোমারে হেরিনি, প্রভু,
বিশ্বাস করি হে তবু,—
সর্ব-জীবে সর্ব-কালে দাও পদে স্থান।
তোমারি এ বিশ্ব-সৃষ্টি,
আলো-অন্ধকার-বৃষ্টি,
জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক তোমারি প্রদান।

ভাঙিতে গড়নি প্রেম, ওহে প্রেমময়!
মরণে নহি তো ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয়!
শোকে ধু ধু হৃদি-মরু,
আছে তার কল্পতরু!
নেত্র-নীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয়!

তুমি নিত্য সত্য শুদ্ধ, তোমারি ধরণী ;
তোমারি তো ক্ষুদ্রকণা
আমরা এ প্রতিজনা,
শোকে দুঃখে ভ্রমে কেন পরমাদ গণি?
ব্যাপি সর্ব-কাল-স্থান
তব প্রভা দীপ্যমান,
ব্যোমে ব্যোমে কম্পমান তব কণ্ঠধ্বনি!

দুরন্ত বাসনাবর্তে সতত ঘূর্ণন,
নিরন্তর আত্মপূজা,
তোমারে না যায় বুঝা—
সৌভাগ্যে বিস্মৃতি ব্যঙ্গ, দুর্ভাগ্যে দূষণ।
মলিন চঞ্চল মনে
যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,
বুঝিতে দেয় না—তুমি কত যে আপন!

অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার।
　　আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি
　　কত ভাঙি—কত গড়ি,
করি কত সত্য-মিথ্যা নিত্য আবিষ্কার!
　　নিজ সুখ দুঃখ দিয়া,
　　তোমারে গড়িয়া নিয়া,
বসি তব ভালো-মন্দ করিতে বিচার!

মজিয়া আপন জ্ঞানে আপনা বাখানি।
　　রোগে শোকে ভাবি ডরে
　　জন্মি নাই মৃত্যু তরে—
যদিও এ জন্ম-মৃত্যু কেন নাহি জানি!
　　জানি—মনঃ প্রাণ দেহ
　　নহে আপনার কেহ—
তোমারে তোমারি দান দিতে অভিমানী!

দাও প্রেম—আরো প্রেম, চির-প্রেমময়!
　　আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
　　আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়!
　　জীবন—মরণ-পানে
　　বহে যাক্ সুরে গানে,
হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয়!

ক্ষম এ ক্রন্দন-গীতি— শোক-অবসাদ!
　　সে ছিল তোমারি ছায়া—
　　তোমারি প্রেমের মায়া!
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ!
　　এখনো সে যুক্তকরে
　　মাগিছে আমার তরে—
তোমার করুণা-স্নেহ, শুভ-আশীর্বাদ।

(এষা)

আর্ত

অন্ধ যথা খর জ্ঞানে   অনুভবে—অনুমানে
গন্তব্য আপন ;
নাহি সে অন্তর-দৃষ্টি,   বুঝি না তোমার সৃষ্টি—
জীবন মরণ।

অধর-কম্পন যথা   হেরি, বুঝে লয় কথা
বধির যে জন ;
কেন সুখ-দুঃখ-সাথ   তোমার ইঙ্গিত, নাথ,
নাহি বুঝে মন!

আঘ্রানি সহজ-জ্ঞানে   পশু ভালো-মন্দ জানে,
বুদ্ধি লয়ে নর—
প্রতি চিন্তা—প্রতি কর্মে   কি পরীক্ষা ধর্মাধর্মে
সহে নিরন্তর!

শত আশা-ভাষা নিয়া   মূক পুত্র আকুলিয়া
কাঁদে উভরায়!
তুমি পিতা, স্নেহে দুখে   আদরে না নিলে বুকে—
কি তার উপায়!

দেহ কি চঞ্চল মর্ম,   কি ক্ষুধার্ত অস্থি-চর্ম—
সহস্র তাড়না!
এত নিগ্রহের মাঝে   ভুলিতেছি তব কাজে—
কর হে মার্জনা!

ফিরে লও তব দান,—   এই দেহ মনঃ প্রাণ,
শ্রান্ত ক্লান্ত অতি।
ফিরে লও ভুল, ভ্রম,   পাপ, তাপ, বৃথা শ্রম—
দাও অব্যাহতি!

(শঙ্খ)

শ্রী

হে দেবি,
তোমার মধুর হাসে,
তুচ্ছ ম্লান ছিন্নবাসে
চকিতে জাগিয়া উঠে নিদ্রিতা অমরী!
আলুথালু কেশরাশ,
মুখে হাসি, চোখে ত্রাস,
লাজে টানে বক্ষোবাস আজীবন ধরি।
সেই চাঁদ আধ চায়,
সেই ফুল ঝরে গায়,
আলোকে আঁধারে সেই দূরে জড়াজড়ি!

তোমার কোমল স্পর্শে
পাষাণ মুঞ্জরে হর্ষে—
সহস্র নয়ন 'পরে দাঁড়ায় উর্বশী!
কিবা মুখ অভিরাম,
কিবা কম্বুকণ্ঠ-ঠাম!
মূরছিয়া পড়ে কাম উরস পরশি।
কোথা উষা অচঞ্চল,
নির্জন মন্দার-তল,
কোথা মন্দাকিনী-জল—তরল আরসী!

তোমার করুণ শ্বাসে
কাঁদে প্রাণ কি উচ্ছ্বাসে!
জগৎ মুদিয়া আসে শুনে সে বাঁশরি!
সুর পায় কিবা সুর—
আশা-ভাষা শত-চুর!
মুগ্ধপ্রাণ দেবাসুর সুধা পান করি!
ধরা ফুলে ফুলময়,
যমুনা উজানে বয়,
রমণী ত্বরিতে ধায় ভরিতে গাগরি।

তোমার নয়ন-রাগে
কি নব বসন্ত জাগে!
মুঞ্জরিয়া উঠে দেহ, গুঞ্জরিয়া মন!
ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ মতি

লভে কি তড়িৎ-গতি!—
যেন মূলা পরাকৃতি বেড়ে ত্রিভুবন!
আপনে আপনি লিখে
চেয়ে থাকে অনিমিখে ;
জগতে চেতনা দিয়ে নিজে অচেতন!

হে দেবি,
তোমারি চরণ-মূলে
আছি আমি বিশ্ব ভুলে!
আমারে না হেরে রাধা কাঁদে উভরায়!
শকুন্তলা নিত্য আসি
হেরে মম রূপরাশি!
রত্নাবলী লতা-ফাঁসি গলে দিতে যায়!
মহাশ্বেতা আমা তরে
চির ব্রহ্মচর্য করে!
সাবিত্রী আমারে ধরে যমেরে তাড়ায়!

তোমারি বিরহে কাঁদি
মেঘে আমি কত সাধি ;
খুঁজি কত পদ্মবন, ডাকি দেবগণে।
চাঁদে ফিরে ফিরে চাই,
মলয়ে আঘ্রান পাই,
বাহুভ্রমে ছুটে যাই লতা-আলিঙ্গনে।
শক্রধনু হেরি ক্রোধে
ধরি ধনু দৈত্যবোধে ;
অর্ধবস্ত্র শনিগ্রস্ত ভ্রমি বনে বনে।

মূর্ছান্তে চমকি চাই,
বায়ু বলে নাই—নাই,
পতিনিন্দা-শোকে সতী ত্যজেছে ভূতল!
স্কন্ধে লয়ে মৃতদেহ,
বুকে লয়ে প্রেমস্নেহ,
শ্মশানে মশানে ছুটি উন্মত্ত পাগল!
কালের কুটিল দিঠে
পড়ে অঙ্গ পীঠে পীঠে ;
পতিপ্রেমে দেবী তুমি, পীঠে তীর্থস্থল।

বিরচি জগৎ-মাঝ
মমতার মমতাজ—
বুকভরা নিরাশায় স্বপন-রচনা!
অশ্রু দিয়া, শ্বাস দিয়া,
মনঃপ্রাণ নিঙাড়িয়া,
তোমারি প্রীত্যর্থ, প্রিয়া, তোমারি কল্পনা!
সে তপস্যা ঘেরি ঘেরি
ঘুরে তব স্মৃতি-চেড়ি,
মরণ মধুর করি—জীবন ছলনা।

(শঙ্খ)

বিহারিলাল চক্রবর্তী

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্মী—গর্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্তি ছবি ;
তবু কাঁদ কাঁদ,—জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

এসেছিল শুধু গায়িতে প্রভাতী,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি,
কুহরিল ধীরে ধীরে ;
ঘুম-ঘোরে প্রাণী, ভাবি স্বপ্ন-বাণী,
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।

দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ,—
কি অতল হৃদি, কি অপার স্নেহ!
হা ধরণী, তুই কি অপরিমেয়,
কি কঠোর, কি কঠিন!
দেবতার আঁখি কেন তোর লাগি
রহে জাগি নিশিদিন?

মৃত তোর ভক্ত, কাঁদ, মা জাহ্নবী,
মৃত তোর শিশু, কাঁদ, গো অটবী,
হে বঙ্গ-সুন্দরী, তোমাদের কবি
এ জগতে নাই আর!
কোথায় সারদা—শরতের ছবি,
পর বেশ বিধবার!

কাঁদ, তুমি কাঁদ। জ্বলিছে শ্মশান,—
কত মুক্তা-ছত্র, কত পুণ্যগান,
কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল আহ্বান
অবসান চিরতরে!
পুণ্যবতী মার পুত্র পুণ্যবান
ওই যায় লোকান্তরে!

যাও, তবে যাও। বুঝিয়াছি স্থির,—
মানব-হৃদয় কতই গভীর ;
বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম প্রেমপথ!
দিলে বাণীপদে লুটাইয়া শির,
দলি পদে পর-মতো।

বুঝায়েছ তুমি,—কত তুচ্ছ যশ ;
কবিতা চিন্ময়ী, চির-সুধা রস ;
প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী!
পূত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক্-দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী!

বুঝায়েছ তুমি,—কোথা সুখ মিলে—
আপনার হৃদে আপনি মরিলে ;
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্ম-পর।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্যে হেরিলে
পদে লুটে চরাচর।

বুঝায়েছ তুমি,—ছন্দের বিভবে ;
কি আত্ম-বিস্তার কবিত্ব-সৌরভে ;

সুখদুঃখাতীত কি বাঁশরি-রবে
 কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি!
ধন জন মান যার হয় হবে—
 তুমি চির-স্বপ্নে জাগি!

তাই হোক, হোক। অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চির বাণীর চরণে—
রাজহংস-সম, চির কলস্বনে,
 পক্ষ দুটি প্রসারিয়া ;
করুণাময়ীর করুণ নয়নে
 চির স্নেহরস পিয়া!

তাই হোক, হোক। চির কবি-সুখ
ভরিয়া রাখুক সে সরল বুক!
জগতে থাকুক জগতের দুখ,
 জগতের বিসংবাদ ,
পিপাসা মরুক, ভরসা বাড়ুক,
 মিটুক কল্পনা-সাধ।

তাই হোক, হোক। ও পবিত্র নামে
কাঁদুক ভাবুক নিত্য ধরাধামে!
দেখুক প্রেমিক,—সুগভীর যামে,
 স্বপনে জগৎ ঢাকি
নামিছে অমরী, ওই সুর ধরি,
 আঁচলে মুছিয়া আঁখি।

তাই হোক, হোক। নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল!
দুখ-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
 কবি-জনমের হাহা!
লও—লও, গুরু, মরণ-সম্বল—
 জীবনে খুঁজিলে যাহা!

(কনকাঞ্জলি)

ঈশানচন্দ্র

মথিয়া কবিত্ব-সিন্ধু বঙ্গ-কবিগণ
লইল বাঁটিয়া সুধা, অমরা-বিভব।
রঙ্গলাল নিল শশী—নির্মল কিরণ,
নিল ঐরাবতে মধু—দ্বিতীয় বাসব ;
হেম নিল উচ্চৈঃস্রবা—গতি অতুলন,
নবীন ধরিল বক্ষে কৌস্তুভ দুর্লভ ;
বিহারী—করুণা-লক্ষ্মী করুণ-লোচন,
রবি নিল পারিজাত—ত্রিদিব সৌরভ।

তুমি মন্থনের শেষে আসিলে, যোগেশ,
উঠিল তোমার ভাগ্যে ভীষণ গরল!
কালকূট-কটুগন্ধে সৃষ্টি হয় শেষ,
সুর নর যক্ষ রক্ষঃ আতঙ্কে বিহ্বল!
প্রজাপতি যুক্তকর—রক্ষ বিশ্ব-প্রাণ,
মূর্তিমান্ প্রেম-মন্ত্র—সাক্ষাৎ ঈশান!

(শঙ্খ)

রবীন্দ্রনাথ

দূরে—মেঘ-শিরে-শিরে পূরব আকাশে
ফুটে স্বর্ণরেখা সম প্রভাত-কিরণ।
তরুলতা নতমাথা—ডাকে পুষ্পবাসে,
বিহঙ্গম কলকণ্ঠে করে আবাহন।
শিথিল পাণ্ডুর শশী মেঘখণ্ড পাশে,
পলাইছে নিশীথিনী ধূসর-বরন।
ঝরনা ঝরিছে দূরে, বায়ু মৃদু শ্বাসে,
পাটল তটিনী-বক্ষে আলোক-কম্পন।

ফুটিছে হিমাদ্রি-শৃঙ্গে হিরণ্য কুসুম!
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত গম্ভীর!
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব-কুটির—
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ চূড়ে যজ্ঞ-ধূম!
অর্ধ-নিদ্রা-জাগরণে ধরা স্বগচ্ছবি—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি-কবি!

(শঙ্খ)

গেছে*

এই পথ দিয়ে গেছে,—এখনো যেতেছে দেখা
শত শুভ্র তৃণ-ফুলে চরণ-অলক্ত-রেখা।
এই পথ দিয়ে গেছে,—চেয়ে চেয়ে চারি দিকে,
এখনো হরিণী চেয়ে পথ-পানে অনিমিখে।

এই পথ দিয়ে গেছে,—ছিঁড়ে পাতা তুলে ফুল ;
নাড়া পেয়ে নাড়া দেয় এখনো বিহগকুল।
এই পথ দিয়ে গেছে,—গেয়ে গেয়ে মৃদু গান,
এখনো বাতাসে কাঁপে সেই গুন-গুন তান।

এই পথ দিয়ে গেছে,—বসে গেছে নদীকূলে,
গেঁথে গেছে ফুলমালা, পরে যেতে গেছে ভুলে।
এই পথ দিয়ে গেছে,—কেঁদে গেছে তরুতলে,
এখনো সে অশ্রুকণা মিশোনি শিশিরদলে :

কোথায় যেতেছে চলে,—কে আমারে বলে দেয়?
এ অশ্রু কে মুছে দেবে, এ মালা কে তুলে নেয়?
কি তার মনের কথা? আমি তো জানি না কিছু!
কে দেখেছে তার মুখ? আমি যে রয়েছি পিছু।

(কনকাঞ্জলি)

কি স্বপন সুমধুর

কি স্বপন সুমধুর!
দূর—দূর—অতি দূর—

* (রবার্ট ব্রাউনিঙের Garden Fancies এই কবিতাটির আদ্য অনুপ্রেরণার কাজ করেছে বলে মনে হয়, যদিও মূলের সঙ্গে মিল যৎসামান্য। —সম্পাদক)

বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠে স্বর্ণ-অলিন্দায়
দিয়া ভর, একাকিনী
দাঁড়াইয়া বিষাদিনী!
হেরিছে কাতর-নেত্রে ধরিত্রী কোথায়!

নীলবাসে দেহ ঢাকা,
মেঘে ঢাকা শশী রাকা,
ঝলকে ঝলকে কিবা আভা উছলায়!
সবৃন্ত মন্দার দুটি
বাম করে আছে ফুটি,
সোনার আঁচল লুটি পড়ে রাঙা পায়।

এলোকেশ বায়ুভরে
মুখে চোখে এসে পড়ে,
নত-মাথা কল্পলতা পড়ে দুলে গায়।
সন্ধ্যায় নলিনী মতো
মুখখানি অবনত,
কাঁপে হিয়া দুরু-দুরু আশা-নিরাশায়।

নিম্নে হিল্লোলিত ব্যোম,
কত সূর্য, কত সোম,
কত গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়ায়।
কোথা ধরা? ধরা 'পর
কোথা তার ক্ষুদ্র ঘর?
চলে না নয়ন আর—জলে ভেসে যায়।

আঁচলে মুছিয়া আঁখি,
করেতে কপোল রাখি,
আবার আগ্রহে কত চায়—চায়—চায়!
ওই না কন্দুক প্রায়
সে ধরণী দেখা যায়!
ওই না পূর্ণিমা-চাঁদ রৌপ্য-রেণু প্রায়!

পড়ি ওই সেতুবৎ
তারকিত ছায়াপথ,
অবিশ্রাম মুক্ত-আত্মা আসে যায় তায়।
অতি পরিচিত স্বরে

কেহ ডাকে সমাদরে,
কেহ স্নেহে এসে পাশে নীরবে দাঁড়ায়।

ছল্-ছল্ দু-নয়ানে
সে চায় সবার পানে,
কি ব্যথা বাজিছে প্রাণে—কে বলিবে তায়!
পড়ে শ্বাস গাঢ়তর,
দুঃখে লাজে জড়সড়,
কাঁপে ম্লান বিম্বাধর—কথা না জুয়ায়।

[নহে শরতের বৃষ্টি,
এ যে গো তাহার দৃষ্টি—
কাঁপিছে অশ্রুর পিছে আশার কিরণ!
কি দীর্ঘ আমার প্রাণ—
কবে হবে অবসান!
যায় দিন—যুগ সম, আসে না মরণ!]

সূর্য নয়, চন্দ্র নয়—
গোলোক আলোকময়
বিষ্ণুর প্রশান্ত স্নিগ্ধ নেত্র-নীলিমায়।
নহে মধু-ফুলবাস—
কমলার ধীর শ্বাস
বহিছে কি প্রেমানন্দে প্রেম-গরিমায়!

নীল মেঘ নিরুপম
ছেয়ে আছে স্বপ্ন-সম,
চপলা চেতনা-সম কভু শিহরায়!
স্বর্ণগৃহ-চূড়ে-চূড়ে
নব ইন্দ্রধনু স্ফুরে,
ময়ূর-ময়ূরী নাচে মণি-প্রস্তরায়।

কল্পতরু সারি সারি,
আলবালে কাঁপে বারি,
হরিণী অলস-আঁখি শীতল ছায়ায় ;
পারিজাতে সুধাগন্ধ,
আনন্দে ভ্রমর অন্ধ,
শাখায় শাখায় পিক মৃদু কুহরায়।

শূন্যে বাজে বীণা বেণু,
শষ্পভূমে কামধেনু,
ধু-ধু উড়ে স্বর্ণরেণু বিরজা-বেলায়।
দীর্ঘ নেত্র, দীর্ঘ ভুরু,
ক্ষীণ কটি, শ্রোণী গুরু,
দুলিছে তরুণী কত লতার দোলায়।

কত সুকুমার শিশু,
ফুল্ল পারিজাত-ইষু,
হেলে দুলে হেসে গেয়ে নাচিয়া বেড়ায়
কত যুবা, কত বৃদ্ধা,
কত ঋষি, কত সিদ্ধ
সর্বাঙ্গে মাখিয়া রজঃ আনন্দে গড়ায়।

[এ নহে প্রভাত-বায়,
এ যে বুক ভেঙে যায়—
কাতর নিঃশ্বাস তার, ব্যাকুল অন্তর!
আমি চিরদিন জানি—
সে যে বড় অভিমানী!
সহিতে পারে না কভু প্রেমে অনাদর!]

কি মহান্—কি গম্ভীর—
প্রলয়-জলধি স্থির—
বিরাজে সর্বতোভদ্র রুদ্র মহিমায়!
কি বঙ্কুর—কি সরল,
কি কঠোর—কি কোমল,
পৌরুষে বিস্ময় ভয়, মোহ সুষমায়!

উত্তুঙ্গ শিখর-চূড়ে
গরুড়-কেতন উড়ে ;
নবগ্রহ নবদ্বারে গোপুর-মাথায়।
গায়ে ফুল লতা পাতা,
কত-না কাহিনী গাথা ;
প্রাচীরে উদ্ভিন্ন মূর্তি—নানা দেবতায়।

মণ্ডপ সহস্র-দ্বারী,
রুদ্রকণ্ঠ স্তম্ভ সারি,
ঝলকে খিলান ছাদ নীল-মণিকায়।
তলভূমি ঢাকা ফুলে,

ফুলের ঝালর ঝুলে,
ফুলের লহরী দুলে চারু বোধিকায়।

যুগ্মে যুগ্মে নারী নর—
নত-জানু, যুক্ত-কর,
প্রেমে গদ-গদ স্বর, রাসলীলা গায়!
বাজে শঙ্খ ঘন ঘন,
ফুটে পদ্ম অগণন,
ঘুরে চক্র সুদর্শন তড়িৎ-প্রভায়!

গর্ভগৃহে পদ্মাসন,
বসি লক্ষ্মী-নারায়ণ!
বাক্য-মন-অগোচর—নমামি তোমায়!
সৃজন-পালন-লয়
শ্রীপদে জড়িত রয়—
দেহি দেহি পদাশ্রয় শোকান্ধ জনায়!*

(এষা)

পান্থ

১

আর ঘুমায়ো না, পান্থ, মেলহ নয়ন!
প্রাচী-প্রান্তে ফুটে—ফুটে প্রভাত-কিরণ।
এলোকেশী নিশীথিনী পলায় তরাসে
অঞ্চলে কুড়ায়ে তার ছড়ান রতন।

২

কর্বুরিত নীলাকাশ—প্রশান্ত সুন্দর ;
মৃদুমন্দ গন্ধবহ সুবাস-মন্থর।
দেখ—দেখ আঁখি মেলি, আলোক-পুলকে
ঝলসিছে ধবলার সুবর্ণ শিখর!

প্রস্তরা—কার্নিস। সর্বতোভদ্র—বিষ্ণুরমন্দির বিশেষ। গোপুর—তোরণ। রুদ্রকণ্ঠ—ষোলপল-বিশিষ্ট স্তম্ভ। বোধিকা—স্তম্ভের শীর্ষস্থ কারুকার্য। (কবি কর্তৃক সংযোজিত টীকা)
(দান্তে গ্রেব্রিয়ল রোজেটির The Blessed Damozel কবিতার অনুবাদ, যদিও পশ্চিমী অনুষঙ্গের বদলে ভারতীয় অনুষঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। --সম্পাদক)

৩

কি শুভ কাকলি-রব ওঠে চারিধারে!
পরিপূর্ণ তপোবন প্রণবে ওঙ্কারে।
চকিত চরণ ধ্বনি কত দেবতার
ইতস্ততঃ তরুতলে—ঘন অন্ধকারে!

৪

সাহসে করিয়া ভর, উঠ, ভীরু তুমি!
ধরা নয় দৈত্যাবাস—দেবপ্রিয় ভূমি।
হয় তো পাষাণ-দৃঢ় আবরণ তার,
সরস করেনি হৃদি এত নদী চুমি?

৫

কি জবাকুসুম-দ্যুতি গগনে উছলে!
জগৎ উঠিল জাগি কলকোলহলে।
মন্দিরে মন্দিরে বাজে মঙ্গল-আরতি—
কেন তুমি ম্লানমুখী গত স্বপ্নচ্ছলে?

৬

সরিছে কুয়াশা ধীরে, ঝরিছে শিশির,
হে পান্থ, উন্মুক্ত মম হৃদয়-মন্দির।
এসো, বস অন্তরালে পূত ধৌত এবে,
নাহি দিবা-খরদৃষ্টি, নিশীথ-তিমির।

৭

শুষ্ক বৃক্ষে মুঞ্জরিছে কত না মুকুল,
শুষ্ক খাতে প্রবাহিছে কি স্রোত আকুল!
অমরীর শ্বেতাঞ্চল চঞ্চল আকাশে,
নরদেহে অবতীর্ণ ঋষি-ঋভু-কুল!

৮

দেখ হৃদি-সিংহাসনে প্রেম মূর্তিমান—
কি উজ্জ্বল স্নিগ্ধ দৃষ্টি, সহাস বয়ান!
সমস্ত জগৎ আজ পাদপীঠ ঘেরি
করজোড়ে ভক্তি ভরে করে সামগান।

৯

ওগো, এসো, মুছাইয়া দেই আঁখি দুটি—
নাহি জানি কত দূর হতে আস ছুটি!

নাহি জানি রবে তুমি কতক্ষণ আর,
জানি কিন্তু—যাবে যবে সর্ববন্ধ টুটি।

১০

এমনি বসন্ত গেছে লয়ে ফুলদল!
নাহি সে মথুরাপুরী, নাহি সে কোশল!
নাহি সে বাল্মীকি, ব্যাস, নাহি কালিদাস-
চঞ্চল জীবন অতি, মৃত্যু অচঞ্চল।

১১

পানপাত্র পূর্ণ কর, বিনষ্ট প্রভাস—
রেখে গেছে কিন্তু তার বিস্মৃতি-প্রয়াস!
দেবতার সুধাপায়ী-অধর-চুম্বিত
অমরী-অধরদ্রাক্ষা এখনো প্রকাশ ;

১২

'পান কর—পান কর, পুনঃ কর পান'
কি দেব ভাষায় তন্ত্র করিছে আহ্বান!
এই জীর্ণ-অহঙ্কার-ছিন্নবাস ফেলি
এক শোষে জন্মাজন্ম কর অবসান।

১৩

ধর ধর হৃদি-পাত্র—একমাত্র রস!—
তিক্ত হোক—মিষ্ট হোক, চেতনা অবশ।
পড়িবে কুদৃষ্টি কার, বিলম্ব করো না,
জগৎ ধূসর ক্রমে, নয়ন অলস।

১৪

এ বিলম্ব—মরীচিকা, মরণ মরুর,
পলে পলে খসে পাতা জীবন-তরুর।
দিবানিশি দুই-পক্ষ বিস্তারি ছুটিছে
পলকে যোজন দূর সময়-গরুড়।

১৫

রজনীর প্রেমমালা বিচ্ছিন্ন প্রভাতে,
আর ফুটিবে না কভু শত বর্ষাপাতে!
অক্রূর সতত ক্রূর, ছলে লয় হরি
বৃন্দাবন শূন্য করি বৃন্দাবন-নাথে।

১৬

কবে ধরা হবে স্বর্গ, কিংবা রসাতল,
দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে চির কোলাহল।
যে যাহার ভেরী তুরী বাজায় আপনি—
নগদে সন্তুষ্ট আমি, ধারে কিবা ফল!

১৭

নগর-প্রান্তরে চল, যেথা অরণ্যানী—
আকাশে বাতাসে কত করে কানাকানি!
কি রহস্য চুপি চুপি ভ্রমিছে ছায়ায়!
চমকি পালায় ঝরা শুনি নিজ বাণী!

১৮

নদী-কূলে তরুতলে দূর্বাদলে বসি
তুমি বাজাইবে বীণা সুধীরে, রূপসী!
আমি শুধু চেয়ে রব মদিরা-আলসে—
সেই স্বর্গ—উঠে যাহে দেবত্ব বিকশি!

১৯

সবে চায়। কেহ পায়, কেহ-বা হারায়,
কারো জন্মে, কারো হাজে, আশা-বরিষায় ;
বর্ষশেষে সযতন কৃপালু কৃষক
শুষ্ক ধান্যবৃক্ষমূলে আগুন লাগায়।

২০

প্রভাতে ফুটিয়া ফুল—হৃদয় খুলিয়া
সর্বস্ব তাহার দেয় সমীরে ঢালিয়া।
আজীবন মধুকর করি আহরণ—
পড়ে থাকে মধুচক্রে সে মধু ভুলিয়া।

২১

ধনী যায় শ্মশানেতে—বাজে ঢাক ঢোল,
ছড়ায় সুবর্ণ, কত ক্রন্দন-কল্লোল।
সেই অনির্দেশ দেশে বংশখণ্ডে চড়ি
দুঃখী যায়—সেও পায় ধরণীর কোল।

২২

এক আসে আর যায়, কিবা তার খেদ!
ক্রমশঃ হতেছে গাঢ় মেদিনীর মেদ।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে চরিছে গোপাল,
পাণ্ডবে কৌরবে আজ কিবা অবিভেদ!

২৩

কে বলিবে সত্য নয়—এ পলাশ-মূলে
অর্জুনের তপ্ত রক্ত নাহি আজ দুলে!
কে বলিবে সত্য নয়—ফুটে নাই আজ
সীতার সে পদ্ম-চক্ষু এ পদ্ম-মুকুলে!

২৪

দাও প্রিয়ে! মাধবীটি তুলিয়া শিরীষে,
কে মালিনী লুটে ভূমে অভিমান-বিষে!
সরে এসো, ঝরণাটি যাক বহে যাক,
কত বিরহীর অশ্রু আছে আহা মিশে।

২৫

পানপাত্র পূর্ণ কর, বিলম্ব না সয়!
ঘুচুক অতীত দুঃখ ভবিষ্যত-ভয়।
আছে হাতে এ মুহূর্ত—এ শুভ মুহূর্ত,
এ মুহূর্ত পরে কিছু নাহিকো নিশ্চয়।

২৬

এই মুহূর্তের পরে—কোন্ গ্রহদূরে
হয় তো কাঁদিব আমি কি করুণ সুরে!
কত যুগে কত কল্পে সে কাতর ধ্বনি
কে জানে পৌঁছিবে কি না তব পুষ্প-পুরে!

২৭

কল্য, অহো, গত কল্য করেছে প্রস্থান—
লইয়া বঙ্কিম মধু বিহারী ঈশান!
আজ আমি আছি যবে, জগৎ-চষকে
প্রাণপণে প্রাণ ভরি করি সুধাপান।

২৮

কল্য, হা আগামী কল্য—দক্ষ বাজিকর,
বিছাবে শ্মশানে মম কুসুম-আস্তর,
হবে কত নৃত্যগান! আর আমি—আমি—
কাঁপিবে না টলিবে না এ বক্ষ-পঞ্জর!

২৯

যাক তবে—দূরে যাক ভূত ভবিষ্যৎ!
শূন্যে—মহাশূন্যে ঘুরে এ দৃঢ় জগৎ।
সত্য শুধু বর্ত্তমান, অসত্য সকলি,
শুধু সুধা—শুধু গান—শুধু তুমি সৎ।

৩০

ঢাল তবে ঢাল সুরা, ঢাল হৃদি ভরি ;
চরণ-মঞ্জীর তব উঠুক গুঞ্জরি।
প্রেয়সী, নিচোল কষি, হাসি হাসি চাও—
প্রেম হোক্ বিশ্বব্যাপী—আপনা বিস্মরি!

৩১

কহিও না কোন কথা,—অদৃষ্ট হাসিবে,
কি কথা বলিতে গিয়ে কি কথা আসিবে।
হয় তো কথার ভ্রমে সুধা হবে বিষ,
আমরণ আঁখি জলে হৃদয় ভাসিবে।

৩২

কাঁপুক অধরে তবে অব্যক্ত কামনা—
পলে পলে নব লীলা, নবীন ছলনা!
কত স্তব-স্তুতি-পূজা,—মেঘ নাহি সরে,
মেঘান্তরে করে নর স্বরগ-কল্পনা।

৩৩

অহো, যুগ-যুগ-শ্রম, জন্ম-জন্ম-আশ,
বিফল উদ্যম কত, প্রাণান্ত পিয়াস,
আকাশে বাতাসে ওই গভীর নিশ্বাসে—
খুঁজিছে কাতরে গত জীবন-আবাস!

৩৪

উদ্যোগে প্রভাত গেল, জগৎ সজাগ,
গোলাপ কপোলে নাই সুষমা-সোহাগ!
শিশির শুকায়ে গেছে, বিন্দু বিন্দু ক্ষরি
উবে যায় মদিরার সুগন্ধ সুরাগ।

৩৫

সে নব যৌবন কোথা—কি উৎসাহে মাতি
কত মানী জ্ঞানী পিছে গেছে দিবা-রাতি

ভূদেব কোথায় আজ, কেশব নীরব ;
বিশ্বজোড়া মরণের বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

৩৬

কোথা দ্রৌণী, কোথা কৃপ, কোথা বিভীষণ!-
কাহার চরণে আমি লইব শরণ?
প্রতিদিন নব ধর্ম, নব প্রচারক ;
সত্য-মিথ্যা-পরীক্ষায় ফুরায় জীবন।

৩৭

পারিত গড়িতে সেই স্বর্গের সোপান,
গড়ি গড়ি করি কোথা করিল প্রস্থান!
যতটুকু আছে—তবে ততটুকু দাও,
প্রেম কভু নহে বিন্দু, সিন্ধু পরিমাণ!

৩৮

আজ যদি যায় দিন নয়নে নয়নে,
গত কল্য মধুময় হবে না কি মনে?
কে জানে—আগামী কল্য এই মত্ততায়
ঘুমাব না চিরস্বপ্নে—অনন্ত-শযনে?

৩৯

জুড়ি কর-পদ্ম দুটি কাতরে, ললনা,
আকাশের পানে চেয়ে কি কর প্রার্থনা?
জান না কি ওই শূন্য আমাদেরি মতো
সহিতেছে অবিরত অদৃষ্ট-তাড়না!

৪০

অস্থির গোলকে এই কেহ নহে স্থির,
সৃজনের শিরে শিরে বেদনা গভীর!
সমুদ্র আকুলি উঠে, ভয়ে বায়ু ছুটে,
ফুটে পড়ে মর্মজ্বালা ক্ষোভে ধরণীব

৪১

সৃজন-মদিরা-পানে পূর্ণ মনোরথ,
উলটি দেছেন শূন্য পাত্র মরকত ;
কেবা কার তত্ত্ব লয়, কে জানে নিশ্চয়
নিদ্রিত না জাগরিত স্বয়ম্ভু শাশ্বত!

৪২

বিজ্ঞানের পঞ্চ ভূতে করিয়া ভ্রমণ
দর্শনের ষড় অঙ্গ করিয়া দর্শন,
শ্রান্ত ক্লান্ত পথভ্রান্ত—মুছি ঘর্ম আজ
জীবন-রহস্য-দ্বারে মূঢ় অকিঞ্চন!

৪৩

এত শোভা, এত আলো কি করে হেথায়?
এত আশা ভালোবাসা সবি কি বৃথায়?
শোকে দুখে নিরাশ্বাসে—মনে প্রাণে আমি?
গড়ি যে মঙ্গল মূর্তি, বরি কি মিথ্যায়?

৪৪

হের ওই সূর্যমুখী চাহে ফিরে ফিরে,
চাতকী কাতরে ডাকে জলদ নিবিড়ে।
নতমুখী স্বর্ণলতা, তরু শীর্ণ শাখা,
জননী বিদীর্ণ বক্ষঃ লুটায় মন্দিরে!

৪৫

কে খুলিবে অদৃষ্টের চিররুদ্ধ দ্বার?
কে করিবে নচিকেতা সমাধি-উদ্ধার?
জীবনের চিরতর্ক কবে হবে শেষ—
ঘুচিবে সৃজিত স্রষ্টা, আধেয় আধার!

৪৬

চিরদিন আপনার আনন্দ-কিরণে
যে আত্মা ভ্রমিতে পারে গগনে গগনে,—
সে আত্মা—সে মুক্ত আত্মা অন্ধ পঙ্গু আজ,
পড়ি জড়পিণ্ড-সম জড়ের বন্ধনে!

৪৭

কি দুখ—ত্যজিতে দূরে জীর্ণ ছিন্ন বাসে?
রাশি রাশি শুষ্ক পত্র উড়িছে বাতাসে।
মুঞ্জরিছে শাখা-অগ্রে শুভ্র কিশলয়,
বিহগের ভগ্নস্বরে বসন্ত উচ্ছ্বাসে।

৪৮

আমি যাব কিবা তায়? রবে তো ধরণী,
লয়ে রবি, শশী, তারা, দিবস, রজনী!

গোলাপে সুবাস দিয়া, বিহগে উল্লাস,
শিশুকক্ষে পতি-পার্শ্বে দাঁড়াবে রমণী!

৪৯

কার বিচারের কথা?—কেন ভয় পাই?
আসিবার কালে প্রিয় কিছু আনি নাই!
কাঁদিয়া এসেছি ভবে, কেঁদে যাব চলে—
মুহূর্তের জলবিম্ব—মুহূর্তে মিলাই।

৫০

এ কি সত্য?—পূর্ণজ্ঞান উঠিবেন রাগি
অজ্ঞানের অক্ষমতা-অপরাধ লাগি?
ইহলোকে ভালোবেসে পারি না কুলাতে,
পরলোক তরে হব কেমনে বিবাগী!

৫১

লই নাই যেই ঋণ, জানি না যে ঋণ,
হইবে শুধিতে তাহা, কি আজ্ঞা কঠিন!
দাও নাই ভক্তি জ্ঞান,—একি অসম্ভব,
তাহারি পরীক্ষা তুমি লবে একদিন?

৫২

আলোকে আঁধারে তুমি গড়িলে ভুবন,
জীবনে জড়ায়ে দিলে নানা প্রলোভন ;
আমি যদি ভুলি পথ, সে কি মোর পাপ—
তোমার বিচিত্র স্বাদ করি আস্বাদন?

৫৩

কেন গড়েছিলে পাপে পুণ্যের বরণে?
কেন এত দিলে মোহ জড়ায়ে জীবনে?
বিভ্রান্ত তোমারি ছলে,—কৃপাপাত্র তুমি,
কর ক্ষমা,—ক্ষমি আমি সর্বান্তঃকরণে!

৫৪

একদিন কুম্ভকার-গৃহ-পার্শ্ব দিয়া
যাইতে, শুনিয়াছিনু,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কহিছে কর্দম-পিণ্ড—নরকণ্ঠে যেন—
'ধীরে, বন্ধু, বাজে বড়, মেরো না বাঁধিয়া'!

৫৫

শশব্যস্তে গৃহমধ্যে করিনু প্রবেশ ;
বিবিধ মৃন্ময় পাত্র, মঞ্চে সমাবেশ।
গঠিত, বিচিত্র কেহ, কেহ ভগ্নদেহ,
কেহ বুঁদি, কেহ নুদি, কেহ অবশেষ।

৫৬

কেহ কহে,—'ভাঙিও না, থাকুক এমনি।'
কেহ কহে,—'ভেঙে গড়, ওগো গুণমণি।'
কেহ কহে,—'কে কুলাল? কাহার দুলাল?'
কেহ কহে,—'কার দোষ? গড়েছ আপনি?'

৫৭

কেহ কহে,—'তরুলতা, সাগর, ভূধর—
সুন্দর জগতে এই সকলি সুন্দর।
আমি অসুন্দর কেন? গড়িতে আমায়
কাঁপিয়াছিল কি তবে বিধাতার কর?'

৫৮

দেখ ওই পানপাত্র চুম্বনের তরে
চেয়ে আছে মুখপানে কি আগ্রহ ভরে।
কে বিরহী—বুকে লয়ি অতৃপ্ত প্রণয়,
মুহূর্তে মরিতে চায় অধরে অধরে!

৫৯

কতদিন স্বপনে বা অর্ধ জাগরণে
ভ্রমিয়াছি কত লোকে বিস্মিত নয়নে ;
পরিহরি সর্বসুখ এসেছি ছুটিয়া,
যখনি মৃত্তিকা-রূপ ফুটিয়াছে মনে!

৬০

খুঁজি নাই উচ্চপদ, যশঃ কিংবা জ্ঞান,—
'মদ্যপ' বলিলে,—ভাবি যথেষ্ট সম্মান!
ছিল কি দ্রাক্ষার মূল মোর মৃত্তিকায়,
বিধাতা নির্মাণ-কালে পাননি সন্ধান?

৬১

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—কাহারে না সাধি,
সুরায় ডুবায়ে দেছি সর্ব আধি ব্যাধি।

মৃত্যুকালে দেহ মোরে প্রক্ষালিয়া মদে,
নবীন দ্রাক্ষার তলে দিয়ো গো সমাধি।

৬২

হে তার্কিক, থাক্‌ তব বিদ্রূপ বচন ;
কোন যুগে সৃষ্ট তুমি—আছে কি স্মরণ?
শুকায়ে গিয়াছে রস, পানাধারে প্রিয়,
সরস করিয়া লও নীরস জীবন!

৬৩

কে বলিল—মৃত্তিকায় হইব বিলীন?
হয়তো মৃত্তিকা কিছু দিয়াছিল ঋণ
সুদে মূলে ফিরে দিতে কভু কি ফুরায়,
এই বিশ্বভরা প্রেম জ্ঞান সর্বাঙ্গীন?

৬৪

বাসনা—সহস্র-ফণা, খুঁজে বিশ্বময়,
কোথা সে কারণ-সিন্ধু—কার্যের আশ্রয়!
এই কি নিয়তি, বন্ধু—শিক্ষা দীক্ষা বৃথা ;
ইচ্ছা এক, কর্ম আর—সর্ব বিপর্যয়!

৬৫

হেরি জনপদ-প্রান্তে স্থির সরোবরে,
ভাবিতেছি শান্তি-সুখ কাতর-অন্তরে।
ভেদিয়া পর্বত-গুহা, ক্ষুদিয়া ধরণী ;
ছুটেছি—লুটিতে কিন্তু দুরন্ত সাগরে।

৬৬

প্রতিদিন মনে হয়,—শ্রেয়ঃ পথে চলি
প্রতিদিন অনিচ্ছায় দিই আত্মবলি।
তুমি দেব ইচ্ছাময়, কর্মভোগী নর—
ইচ্ছার বিচার নাই, কর্ম কি সকলি?

৬৭

তুমি হে বেতসবুদ্ধি—জয়ী এ সংসারে ;
সুখে দুঃখে উঠ নামো—ভাগ্য অনুসারে।
নির্বোধ—উদ্ধত আমি ; প্রতিঘাত দিয়া
ছিন্ন-ভিন্ন উচ্ছেদিত অদৃষ্ট-প্রহারে!

৬৮

থাক্ তর্ক, ঢালো সুরা জীবন পাশায়
প্রতিক্ষেপে পরাজিত, আশায় আশায়
তবু খেলি প্রতিদিন সর্বস্ব হারায়ে!
দেহে নয়,—মত্ত আমি দেহের নেশায়!

৬৯

হৃদয় দুর্বহ অতি,—নহি আশা-হীন
দুঃখের সোপান বহি উঠি দিন দিন ;
একদিন সে মন্দিরে বক্ষে বক্ষ চাপি
বুঝিব মানুষ কিংবা দেবতা কঠিন!

৭০

খুঁজিয়াছি, পাই নাই,—এই মাত্র দুখ ;
দুঃখের এ অন্বেষণ ;—প্রেমের তো সুখ!
প্রেম নহে আহরণ,—চির অপব্যয়,
ইহ-পর সর্বকাল দিয়া সে মরুক।

৭১

এ প্রেম কল্পনা শুধু? তনুহীন স্মর!
এ প্রেম উন্মাদ-রোগ? উন্মত্ত শঙ্কর!
এ প্রেম দীনতা নহে,—এ প্রেম মহান্,
মালিনী গোপিকা-পদে লুটে ব্রজেশ্বর!

৭২

যে হৃদে আছিল শোভা শত অমরার,
অমরী আসিত যেথা ছুটে বারবার,—
তুমি, নারী, মৃদু হেসে, আঁখি-কোণে চেয়ে-
নিলে অনায়াসে লুটে সে হৃদি আমার!

৭৩

কখন যে এল সন্ধ্যা,—ভাবিয়া না পাই ;
কেমনে সে মধু-ক্রমে ফিরে আর যাই!
সারাদিন বনে বনে ফুলে ফুলে বুলে
পিয়ে সুখ-দুঃখ-মধু, সে শকতি নাই!

৭৪

অস্ফুট-কৈশোরে সেই,—বসন্ত-প্রভাতে ;
স্নিগ্ধ পুষ্প-গন্ধে লোল-আলোক-সম্পাতে,

কি মদিরা দিলে ঢালি! আনন্দ উল্লাসে
জগৎ উঠিল দুলি আশা-পদ্মপাতে!

৭৫

মধুর শরতে বধূ,—প্রথম যৌবনে
কি প্রেম-মদিরা-পান চুম্বনে-চুম্বনে!
মোহে না স্বপনে চিত্রে, কাব্যে না সংগীতে—
কোথা দিয়া গেছে দিন—জানি না কেমনে!

৭৬

শীতের সায়াহ্নে আজ আঁধার আকাশ,
শূন্যমনে শুনিতেছি আপন নিঃশ্বাস!
নদীপারে ডাকে চকা হারায়ে সঙ্গিনী,
শুষ্ক তরু-শাখে-শাখে কাঁদিছে বাতাস!

৭৭

বিশুষ্ক কমল-দল, পিক ভগ্নস্বর ;
তরু শ্যাম-পত্রহীন, অরণ্য ধূসর ;
আসিছে দুরন্ত শীত, হে শান্ত পথিক,
উঠ—উঠ, গৃহমধ্যে চল অতঃপর!

৭৮

নিশা ক্রমে হয় গাঢ়, ম্লান ধ্রুবতারা
আর নাহি ঢালে তার মৃদু রশ্মিধারা!
অতি অন্ধকার পথ, হে অন্ধ পথিক,
কতদিন রবে তুমি নিজ গৃহছাড়া!

৭৯

হে আত্মা, এ ভগ্ন দেহে কি ভুঞ্জিবে আর?
এখনো কি আছে আশা—সময় তোমার!
যে ফুল শুকায়ে গেছে, সে কি পুনঃ ফুটে—
জগতে বসন্ত যদি আসে শতবার?

৮০

সম্মুখে দাঁড়ায়ে চির-অন্ধ বিভাবরী—
কি ফল বিলম্বে আর,—উঠি ত্বরা করি
সহায় সম্বল নাই, গেছি পথ ভুলে
যেতে হবে বহু দূর,—দীর্ঘ পথ পড়ি!

(অগ্রন্থিত)

গ্রন্থ-পরিচিতি

প্রদীপ : প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১২৯০ বঙ্গাব্দ (১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ) 'প্রদীপ গীতি-কবিতাবলী' নামে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮। দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন, ১৩০০ সালে (১৮৯৩) 'প্রদীপ গীতিকাব্য' নামে শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক ২০১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। পৃ : ১১৩। সংকলিত কবিতা ও তাদের গ্রন্থনায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কবি লিখেছেন, 'প্রথম সংস্করণের মাত্র আটটি কবিতা রাখিলাম। তাহাও আমূল পরিশোধিত...সাজাইবার গুণে গীতিকবিতাবলীতেও বেশ একখানি কাব্যের আভাস বা হৃদয়ের একটি ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এবার একটু সেরকম চেষ্টাও করিয়াছি।' তৃতীয় সংস্করণ বেরোয় ১৩১৯ সালের ফাল্গুনে (১৯১৩) একই প্রকাশনা সংস্থা থেকে। পৃ: ১১৫। কবিতাগুলির পাঠ ও গ্রন্থনায় আবার বড়ো-রকমের পরিবর্তন ঘটেছে। মোট ২৭টি কবিতা, ৩টি নতুন। কবির মধ্যযৌবনের একটি আলোকচিত্র ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মুখবন্ধ 'প্রস্তুতি' সংযোজিত হয়েছে।

কনকাঞ্জলি, গীতিকাব্য ঃ আশ্বিন, ১২৯২ (১৮৮৫) শ্রী গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক ২০ সুকিয়া স্ট্রিট বিজ্ঞানযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃ : ৯০। ২৬টি কবিতা, কয়েকটি একাধিক খণ্ড কবিতার সমষ্টি। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ ১৩০৪ (১৮৯৭) সালে। পৃ : ১৩৩। মোট ৫২টি কবিতা : 'কিশোর-কথা', 'বৃন্দাবন-গাথা' ও 'বনলতা' শীর্ষক তিনটি অংশে গ্রথিত। এই সংস্করণটি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর মৃত্যুতে লিখিত কবিতা 'উৎসর্গ'-সহ তাঁর স্মৃতিতেই উৎসর্গীকৃত। 'এই দ্বিতীয় সংস্করণের অর্ধাধিক কবিতা নূতন এবং গ্রন্থি-সম্বন্ধ। অবশিষ্টাংশ কনকাঞ্জলির প্রথম সংস্করণে ও ভুলে প্রকাশিত হইয়াছিল।' গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে (কার্তিক, ১৩২৪, ইং ১৯১৭) ৪৬টি কবিতা

স্থান পায়, যার মধ্যে ১৩টি নতুন। পৃ : ১০৭। শুধু দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই আমূল পাল্টে যায়নি, তিনটি বিভাগে গ্রন্থনার রীতি (বিভাগগুলির শিরোনাম-সহ) পরিত্যক্ত হয়েছে। পরিবর্তে কবিতাগুলি শুধু সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত দুটি ভাগে বিন্যস্ত। শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-লিখিত ভূমিকা এই সংস্করণের নতুন সংযোজন।

ভুল, গীতিকবিতাবলী : পিপলস লাইব্রেরি, কলকাতা থেকে ১২৯৪ সনে (১৮৮৭) প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২৯। বইটি দীর্ঘ 'উপহার' কবিতা-সহ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত। ভুল-এর অনেক কবিতাই পরিশোধিত হয়ে প্রদীপ, কনকাঞ্জলি ও শঙ্খ-এ স্থানান্তরিত হয়েছিল। কবির জীবৎকালে এর আর কোন সংস্করণ প্রকাশিত না-হলেও কবি মৃত্যুর আগে একটি 'আমূল পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে তা অনারব্ধ থেকে যায়।

শঙ্খ, গীতিকাব্য : শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আশ্বিন ১৩১৭ (১৯১০) প্রথম প্রকাশ করেন। পৃ : ১২৭। 'সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রমথচন্দ্র কর এম.এ, সলিসিটর-করকমলেষু উপহার।' মোট ৪০টি কবিতা ১-২, ২-৩ ও ৩ সংখ্যা দিয়ে গ্রন্থনা করা হয়েছে। আশ্বিন, ১৩২০ (১৯১৩)তে একই প্রকাশক দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেন শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ভূমিকা 'অনুবন্ধ'-সহ। পৃ : ১৩৩। গ্রন্থিকরণ একইরকম থাকলেও তিনটি নতুন কবিতা যোগ হয়েছে, অনেক কবিতারই অল্পবিস্তর পরিমার্জনা করা হয়েছে। তিনটি কবিতার শিরোনামও পরিবর্তিত হয়েছে।

এষা, গীতিকাব্য : শ্রাবণ ১৩১৯ সন (১৯১২)-তে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ : ১৬৭। নামকরণ সম্পর্কে অমূল্যচরণ ঘোষের টিপ্পনি ভূমিকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা পরবর্তী সংস্করণে প্রত্যাহৃত হয়। পরিবর্তে 'এষা—ইষ্ ধাতু নিষ্পন্ন; বৈদিক অর্থ : অন্বেষণীয়া, প্রার্থনীয়া, বাঞ্ছনীয়া'—এই সূত্র-নির্দেশ সংযোজিত হয়। 'উপহার' ও 'নিবেদন' বাদে ৪৭টি স্পষ্টতই সম্বন্ধ-যুক্ত কবিতা চারটি অংশে বিভক্ত : 'মৃত্যু' (৭টি), 'অশৌচ' (১২টি), 'শোক' (২১টি) ও 'সান্ত্বনা'-(৭টি)। বিপিনচন্দ্র পালের দীর্ঘ ভূমিকা ও কবির একটি আলোকচিত্র-সহ সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয় ভাদ্র ১৩২০ (১৯১৩)'-তে। 'অশৌচ'-অংশের ৭, ৮, ৯, ১০ সংখ্যক কবিতাগুলোর প্রথম সংস্করণের শিরোনাম, যথাক্রমে 'জড়বাদ', 'দেববাদ', 'গীতাবাদ', ও 'বিজ্ঞানবাদ' পরিত্যক্ত হয়েছে।

'সান্ত্বনা' অংশে ৫ নম্বরে 'আর কেন বাঁধি তোরে' শিরোনামে একটি নতুন কবিতা এসেছে, ফলে এই অংশে কবিতার সংখ্যা হয়েছে আট। তৃতীয় একটি সংস্করণ কবির মৃত্যুর পরে ড: নরেন্দ্রনাথ লাহা-কর্তৃক কলকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস, ১০৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট থেকে ১৯২২-এ প্রকাশিত হয়। এটি দ্বিতীয় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ। শুধু বিপনচন্দ্র পাল-লিখিত ভূমিকা ছাড়াও প্রকাশকের নিজের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কবির স্মৃতি-সভায় পঠিত ভাষণ 'কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল ও তাঁহার কাব্যপ্রতিভা'ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৫৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কবির কাব্যগ্রন্থগুলি পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রী সজনীকান্ত দাসের সম্পাদকীয় ভূমিকা-সহ এষা সেই বছরই এবং অন্য-চারটি বই ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কবির জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণের পাঠ গৃহীত হয়েছে। পাঁচটি বই একত্র করে এবং 'বিবিধ'-শিরোনামে কবির 'গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত ও সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত কবিতাবলী' নিয়ে অক্ষয়কুমার বড়াল গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় চৈত্র, ১৩৬২ (১৯৫৬)। প্রত্যেকটি বইয়ের পৃষ্ঠা-সংখ্যা পৃথকভাবে ১ থেকে শুরু করা হয়েছে। পরের বছর শ্রাবণ, ১৩৬৩ (১৯৫৭)-তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 'বিবিধ' অংশটি আলাদা করে গ্রন্থাবলী-বিবিধ নামে প্রকাশ করে। পৃ : ১৩৬। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অথচ অগ্রন্থিত কবিতাবলী ও কবির পাণ্ডুলিপির খাতা থেকে অপ্রকাশিত কবিতা সংকলিত করার প্রয়াস করা হলেও প্রকাশিত গ্রন্থগুলির প্রথমদিকের সংস্করণে স্থান পাওয়া অথচ পরবর্তীকালে বর্জিত কিছু কবিতা, অসংকলিত থেকে গিয়েছে। সংকলিত অনেক কবিতাই আবার গ্রন্থভুক্ত কবিতার প্রাথমিক খসড়া অথবা পাঠান্তর। কিন্তু ওমর খৈয়ামের ইংরেজি অনুবাদ (এডওয়ার্ড ফিজেরাল্ড-কৃত) অবলম্বনে রচিত দীর্ঘ-কবিতা 'পান্থ' (মোট ৮০টি স্তবক) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ-যাবৎ কবির কয়েকটি নির্বাচিত কাব্য-সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। দুটি গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছিলেন অক্ষয় বড়াল। প্রথমটি বর্তমানে বিস্মৃত কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের 'কবিতা', ১৯২৪ সন, (২০ অক্টোবর ১৮৮৭)। দ্বিতীয়টি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা' ১২৯৪ সন (১৮৮৭)। ভূমিকায় গিরীন্দ্রমোহিনী লিখেছেন, 'এই পুস্তকের সম্পাদন-ভার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল লইয়াছেন। তিনি যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কবিতাগুলি নির্বাচন ও স্থানে-স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।'

জীবনীপঞ্জি

১৮৬০ :	কলকাতায় চোরবাগান অঞ্চলে জন্ম। আদি-নিবাস চন্দননগর। হেয়ার স্কুলে শিক্ষা। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা বেশিদূর এগোয়নি—যদিও পাঠানুরাগ চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল।
১৮৭৬-৭৭ :	(আনুমানিক এই সময়ে) কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গুণমুগ্ধ হয়ে তাঁর বাড়িতে যাতায়াত শুরু। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব।
?? :	দিল্লি অ্যান্ড লন্ডন ব্যাঙ্কে হিসাব-বিভাগে সামান্য কর্মচারী হিসেবে যোগদান। বহুদিন এখানে কাজ কবার পর মনোমালিন্যের কারণে পদত্যাগ করেন। পরে নর্থ ইন্ডিয়া লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনে প্রধান হিসাব-পরীক্ষক।
১৮৮২ :	(১২৮৯ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ) 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম কবিতা প্রকাশ 'রজনীর মৃত্যু'।
১৮৮৪ :	(১২৯০, চৈত্র) প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রদীপ' প্রকাশ।
১৮৮৫ :	(১২৯২, আশ্বিন) 'কনকাঞ্জলি' প্রকাশ।
১৮৮৭ :	(১২৯৪) 'ভুল' প্রকাশ।
১৮৯৩ :	(১৩০০, আশ্বিন) 'প্রদীপ' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।
১৮৯৫ :	(১৩০১, ১১ জ্যৈষ্ঠ) বিহারীলালের মৃত্যু।
১৮৯৭ :	(১৩০৪, বৈশাখ) 'কনকাঞ্জলি' দ্বিতীয় সংস্করণ। বিহারীলালকে উৎসর্গীকৃত।
১৯০৪ :	(১৩১১) বৈশাখের 'সাহিত্য'-এ ওমর খৈয়ামের অনুকরণে 'পান্থ' নামে ১-২৯ স্তবক কবিতা প্রকাশ।
১৯০৭ :	(১৩১৩, ১৯ মাঘ) পত্নী-বিয়োগ।
১৯১০ :	(১৩১৭, আশ্বিন) 'শঙ্খ' প্রকাশ।
১৯১১ :	(১৩১৮) 'সাহিত্য'-এর বৈশাখ সংখ্যায় 'পান্থ' ৩০-৫৩ স্তবক প্রকাশ।
১৯১২ :	(১৩১৯, শ্রাবণ) 'এষা' প্রকাশ।
১৯১৩ :	(১৩১৯, ফাল্গুন) 'প্রদীপ' তৃতীয় সংস্করণ। ভাদ্র, ১৩২০, 'এষা' দ্বিতীয় সংস্করণ। আশ্বিন, ১৩২০ 'শঙ্খ' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

১৯১৫ : (১৩২১, জ্যৈষ্ঠ) 'সাহিত্য'-এ পাছু ৫৪-৮০ স্তবক প্রকাশ।

১৯১৭ : (১৩২৪, কার্তিক) 'কনকাঞ্জলি' তৃতীয় সংস্করণ।

১৯১৯ : সর্বশেষ কবিতা 'স্বজাতি-সম্ভাষণ' চুঁচুড়ায় সুবর্ণবণিক সম্মিলনী অধিবেশনে পাঠ করেন এবং তা 'সুবর্ণবণিক সমাচার' ১৩২৫, মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন মাসে অসুস্থ হয়ে পুরী যান। রোগের উপশম না হওয়ায় কলকাতায় ফেরেন ও ১৯ জুন (৪ আষাঢ়, ১৩২৬) লোকান্তরিত হন। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে শ্রীশ্রী বঙ্গধর্ম মহামন্ডল তাঁকে 'কবিতিলক' উপাধি দেয়।